দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির

৫০টি সমাধান

দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান

দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান

মূল

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

মুহাম্মাদ সালীহ্ আল-মুনাজ্জিদ (লন্ডন)

সম্পাদনায়

মো: আব্দুল কাদের মিয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ,

ঢাকা – ১১০০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

দাম্পত্য জীবনে

সমস্যাবলির

৫০টি সমাধান

প্রকাশক

মোয়াল্লেমা মোরশেদা বেগম

নারী প্রকাশনী

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫ ফোন : ০২-৯৫৭১০৯২

প্রতিনিধি : মো: মনির হোসেন

০১৭৩৪৬৪১৯১৭

প্রকাশকাল : আগস্ট – ২০১২ ইং

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

ISBN : 978-984-8885-10-9

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, হেদায়াত ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের খারাপ ও ভুল কাজ-কর্মের জন্য আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন না, কেউ তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

মহান আল্লাহর কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যিনি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা সম্বলিত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বই **"দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান"** সম্পাদনা করার তাওফীক দিলেন। দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি। যিনি মানবতার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সত্যিকার দিক-নির্দেশনা দিয়ে উম্মতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করেছেন।

এ বইটি পড়ে প্রতিটি মানুষ পারিবারিক জীবনে উপকৃত হতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আমরা পরকালীন জিন্দেগীতে এর দ্বারা উপকার আশা করি।

সুন্দর একটা বই বাছাই করে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রফিকুল ইসলাম ভাইকে অশেষ ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী ও মুহাম্মাদ সালীহ্ আল মুনাজ্জিদ (লন্ডন) এর নিকট এবং ইসলাম হাউস.কম ওয়েব সাইটের কর্তৃপক্ষের নিকট।

এ বইটি পড়ে লেখক, প্রকাশক এবং সম্পাদকের জন্য আপনারা দোয়া করবেন যেন ভালো কাজের পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়মমাফিক আখিরাতে এর বিনিময় আমরা কিছু পাই। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের প্রতি তাঁর অবারিত রহমতের ধারা অব্যাহত রাখুন। আমীন।

যাঁরা দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চান
তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে।

সূচিপত্র

ঘর আল্লাহর রহমতস্বরূপ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا ـ

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের আবাসভূমি করে দিয়েছেন।"
(সূরা আন-নাহল : আয়াত-৮০)

ইবনে কাসীর (রহ.)-এর মতে, আবাসগৃহ আল্লাহর বান্দাদের জন্য অতি বড় এক নিয়ামত। আবাস গৃহে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অন্যান্য উপকারী কার্যাবলিও সাধন করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, দারুস শা'ব, ৪/৫০৯)

আবাসগৃহ অর্থ কী? আবাসগৃহ বলতে শুধু এমন স্থানকে বুঝায় না, যেখানে মানুষ খায়, বসবাস করে, ঘুমায় এবং বিশ্রাম করে। যেখানে স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার তাদের থেকে বিচ্ছিন্নও হয়। সেটা শুধু স্ত্রীর সতীত্ব বজায় রাখার স্থানকেই বুঝায় না; বরং এর সমষ্টিকেই বুঝায়। যেরূপ মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

অর্থ : আর তোমরা ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের যমানার (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না, তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে; হে নবী পরিবার! আল্লাহ তায়ালা (মূলত) এসব কিছুর মাধ্যমে তোমাদের মাঝ থেকে সব ধরনের অপবিত্রতা দূর করে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে দিতে চান। (সূরা আল-আহযাব : আয়াত-৩৩)

وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী (পরম সুখে) এই বেহেশতে বসবাস করতে থাক এবং এ (নেয়ামত) থেকে যা তোমাদের মন চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আহার কর, তোমরা এ গাছটির পাশেও যেও না, তা (না) হলে তোমরা (দুজন) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

(সূরা বাকারা : আয়াত- ৩৫)

আপনি যদি গৃহহীন লোকদের কথা চিন্তা করেন; অর্থাৎ যারা আশ্রয়কেন্দ্র অথবা রাস্তার পাশে বাস করে, অথবা যারা আশ্রয় শিবিরে বসবাস করে, তখন আপনি 'ঘর' থাকা কতখানি রহমতস্বরূপ তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং আপনি যদি কাউকে বলতে শুনেন : "বসবাসের জন্য আমার নির্দিষ্ট কোনো ঘর নেই। মাঝে মাঝে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির জায়গায় ঘুমাই। কখনো কখনো ক্যাফেতে (হোটেলে), পার্কে, বীচে (তীরে) এবং আমার গাড়িকেই ওয়াড্রব হিসেবে ব্যবহার করি।" তখনই আপনি ঘর থাকার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার, অস্থায়ী অবস্থার অসুবিধাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। বনু নাযীরকে এ রহমত থেকে বঞ্চিত করার দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

যা আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۔

অর্থ : তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কিতাবদের মাঝে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে– তাদের প্রথম নির্বাসনের দিনেই তাদের নিজ বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন; (অথচ) তোমরা তো (কখনো) কল্পনাও করোনি যে, ওরা কোনোদিন এ শহর থেকে বেরিয়ে যাবে (তারা নিজেরাও চিন্তা করেনি), তারা তো বরং ভেবেছিল, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদের আল্লাহ তায়ালার বাহিনী থেকে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু এমন এক দিক থেকে আল্লাহর পাকড়াও এসে তাদের ধরে ফেলল, যা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে, আল্লাহর সে পাকড়াও তাদের অন্তরে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করল, ফলে তারা নিজেদের হাত দিয়েই এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) মু'মীনদের হাত দিয়ে নিজেদের বাড়িঘর ধ্বংস

করে দিল, সুতরাং হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! (এসব ঘটনা থেকে) তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-২)

কারো ঘর সংস্কারের জন্য কতিপয় উদ্দেশ্য বা কারণ থাকতে পারে-

প্রথমত : নিজকে এবং পরিবারকে জাহান্নাম এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। সূরা আত্ তাহরীমের ঘোষণাটি শুনুন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং পরিবারকে এমন আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর; যেখানে ওঁৎ পেতে রয়েছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশ্তাগণ, যারা আল্লাহর কোনো নির্দেশ অমান্য করে না, তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই তারা পালন করে। (সূরা আত্ তাহরীম : আয়াত-৬)

দ্বিতীয়ত : পরিবারের প্রধান হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করা, যে সম্পর্কে তাকে আল্লাহর সামনে শেষ বিচারের দিন হিসাব দিতে হবে। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন : মহান আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, সে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে? নাকি অবহেলা করেছে এবং তাকে তার পরিবার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

(নাসায়ী ইশরাতুল নিসা : নং-২৯৩ সহীহ আল-জামী : ১৭৭৫)

তৃতীয়ত : ঘর হলো এমন এক স্থান যা নিজেকে শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা করে এবং ফিতনার সময় বৈধ আশ্রয়স্থল।

এ বিষয়ে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন-
"সেই রহমতপ্রাপ্ত যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে, ঘরে আশ্রয় নেয় (ফিতনার সময়) এবং নিজের গুনাহের কারণে কান্না করে।"

(সহীহ আল-জামী'- ৩৮২৪, তাবারানী আল-আওয়াত)

যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা লাভ করবে-

ক. রোগীর সঙ্গে সাক্ষাত করা ,

খ. আল্লাহর জন্য জিহাদে বের হওয়া,

গ. আনুগত্যের উদ্দেশ্যে নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করা,

ঘ. লোকদের থেকে নিজেকে এবং নিজ থেকে লোকদের নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যে ঘরে থাকা।" (মুসনাদে আহমদ) ৫/২৪১)

"ফিতনার সময় ঘরে থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা"।

(সহীহ আল–জামী' ৩৫৪৩ আদদায়লামী)

একজন মুসলমান এ অবস্থার উপকারিতা (ঘরে অবস্থান করার) তখনই উপলব্ধি করতে পারে যখন সে দেখে কিভাবে হামাগুড়ি দিয়ে শয়তানী পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে; এবং এ কাজগুলো প্রত্যক্ষ করার চাইতে ঘরে অবস্থান করাই তাকে শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে, তার স্ত্রীর সৌন্দার্য প্রদর্শন থেকে এবং সন্তানদেরকে শয়তানের অনুরাগ থেকে রক্ষা করতে পারে।

চতুর্থত : সাধারণত, লোকেরা বেশিরভাগ সময় ঘরে কাটায় বিশেষতঃ তাপ প্রবাহের সময়, মারাত্মক ঠাণ্ডা কিংবা বৃষ্টির সময়, দিনের শেষে এবং রাতে, অধ্যয়ন কিংবা কাজের বিরতির সময়। অতএব, এ সময়গুলো অবশ্যই ইবাদতে কাটাতে হবে, অন্যথায় সময় অবৈধ কাজে ব্যয় হবে।

পঞ্চমত : এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মাধ্যম হলো নিজ ঘরের যত্ন নেয়া। সাধারণত, কতগুলো গৃহের সমষ্টি হলো একটি সমাজ। অতএব গৃহগুলো হলো তার মেরুদণ্ড। গৃহগুলো রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং রাস্তাগুলোর সমষ্টি হলো সমাজ। অতএব, মেরুদণ্ড যদি মজবুত হয়, তাহলে আল্লাহর বিধান মতে সমাজ হবে শক্তিশালী এবং আল্লাহর শত্রুদের কাছে হবে দৃঢ়, সৎকাজে আদেশ দানকারী এবং অসৎকাজে বাধাদানকারী।

মুসলমানদের ঘরগুলো যদি এভাবে সাজানো হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তা সমাজের জন্য ভালো উপাদান সরবরাহ করবে। সরবরাহ করবে দাঈ, জ্ঞানান্বেষণকারী আল্লাহর জন্য সত্যিকার জিহাদকারী, ধার্মিক স্ত্রী এবং যত্নশীলা মা। এ ধরনের উপাদান একটি মজবুত সমাজের খুঁটি তৈরি করে, যা দিয়ে সমাজ সংস্কার করা যাবে। তাই ঘর সংস্কার এতই গুরুত্বপূর্ণ, এর অভাবে ঘরে অনেক শয়তানী জিনিস স্থান পায়। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তরই এ পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়।

ঘর সংস্কার বলতে কী বুঝায়?

এ প্রশ্নের উত্তর কতগুলো সুপারিশেরসমষ্টি, যেগুলোর মাধ্যমে আশা করা যায় মুসলিমদের ঘর কীরূপ হওয়া উচিত এবং মুসলমানদের সন্তানেরা কী ধরনের পরিবেশ লাভ করবে তার বার্তা লাভ করবে। এ সুপারিশমালা দু'ভাগে বিভক্ত। যেগুলো হলো : সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজে নিষেধাজ্ঞা, যা আলোকমালাকে উদ্ভাসিত করে।

সদ্য বিবাহিত ছেলে-মেয়েদের জন্য অমূল্য উপদেশ

বিয়ের সময় পুত্রের উদ্দেশ্যে পিতার উপদেশ

হে আমার আত্মজ! প্রথমেই আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এ জন্য যে, তিনি আমার জীবনটাকে এতটুকু প্রলম্বিত করেছেন যে আমি তোমার বিয়ের রাত দেখতে পাচ্ছি। তুমি তোমার পুরুষত্বের পূর্ণতায় পৌঁছেছ। আজ তুমি তোমার দীনের অর্ধেক পূর্ণ করতে যাচ্ছ। হ্যাঁ, এখন তুমি সেই জীবন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ যেখানে তুমি একটি মুক্ত বিহঙ্গের মতো ছিলে। কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়া যা-ইচ্ছে তা-ই করেছ এতদিন। কোনো চিন্তা ছাড়াই সমুদ্রে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছ। সেখান থেকে তুমি যাচ্ছ এখন এক কর্তব্যপরায়ণতা ও পূর্ণতার জগতে।

একজন পিতা সেদিন নিজেকে সুখী মনে করেন, যেদিন তিনি নিজের সন্তানকে পুরুষ হয়ে উঠতে দেখেন। তুমি এক নব্য জগতে এবং এক নতুন জীবনে পা রাখতে যাচ্ছ। তাতে অনেক কল্যাণ ও সৌন্দর্য রয়েছে, সুন্দরভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে তুমি তা দেখতে পাবে। আবার তাতে অনেক অপ্রিয় ও তিক্ত দিক রয়েছে যা তোমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। তাই তোমাকে যথাযথ পরিচালনা ও উত্তরোত্তর উন্নতি করতে শিখতে হবে। আর অবশ্যই তোমাকে জীবন সঙ্গীনি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তুমি দশটি বিষয়ে লক্ষ্য না রাখলে নিজ ঘরে শান্তি পাবে না। নিজের স্ত্রীর জন্য তুমি এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অতএব কথাগুলো মনে রেখ এবং এসব অর্জনে সচেষ্ট থেক :

প্রথম বিষয় : স্ত্রীগণ প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ পছন্দ করে। তারা চায় ভালোবাসার সুস্পষ্ট উচ্চারণ শুনতে চায়। অতএব তোমার স্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে কার্পণ্য দেখাবে না। এ ব্যাপারে যদি কার্পণ্য করো, তবে তুমি তার ও নিজের মধ্যে নির্দয়তার দেয়াল টেনে দিলে। স্বামী-স্ত্রীর নির্মল ভালোবাসার ব্যকরণে ভুল করলে।

দ্বিতীয় বিষয় : স্ত্রীরা কঠোর ও অনড় স্বভাবের পুরুষদের অপছন্দ করে, আর দুর্বল ও কোমল চিত্তধারী পুরুষদের ব্যবহার করে। অতএব প্রতিটি গুণকে স্বস্থানে রাখবে। কারণ, এটি ভালোবাসা ডেকে আনে এবং প্রশান্তি ত্বরান্বিত করে।

তৃতীয় বিষয় : মেয়েরা স্বামীর কাছে তা-ই প্রত্যাশা করে স্বামীরা স্ত্রীর কাছে যা প্রত্যাশা করে। যেমন : ভদ্রোচিত কথা, সুন্দর চেহারা, পরিচ্ছন্ন বসন ও সুগন্ধি। অতএব তোমার প্রতিটি অবস্থায় এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। স্ত্রীকে নিজের মতো করে কাছে পেতে তার কাছে এমন অবস্থায় ঘেঁষবে না যখন তোমার শরীর ঘামে জবজবে। তোমার কাপড় ময়লা। কারণ, তুমি তা করলে যদিও সে তোমার আনুগত্য দেখাবে; কিন্তু তার অন্তরে তুমি এক ধরনের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে দিলে। ফলে তার শরীরই তোমার ডাকে সাড়া দেবে। কিন্তু অন্তর তার পালিয়ে বেড়াবে তোমার থেকে।

চতুর্থ বিষয় : ঘর হলো নারীদের রাজত্ব। ঘরের মধ্যে তারা নিজেকে নিজের আসনে সমাসীন ভাবে। নিজেকে সেখানকার নেতা মনে করে। অতএব তার সাজানো এই প্রশান্তির রাজ্যটিকে তুমি তছনছ করতে যাবে না। এ আসন থেকে তাকে নামাবার চেষ্টাও করবে না। তুমি যদি তা-ই কর, তবে তাকে যেন তার রাজত্ব থেকে উচ্ছেদ করলে। আর কোনো রাজার জন্য তার চেয়ে বড় শত্রু আর কেউ হতে পারে না, যে কি-না তার রাজত্ব নিয়ে টানাটানি করে। যদিও সে প্রকাশ্যে তোমাকে হয়তো কিছু বলবে না। কিন্তু এতে করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার পরিবেশ দূষিত হবে।

পঞ্চম বিষয় : নারী যেমন চায় তার স্বামীকে পেতে। তেমনি তার পরিবারকেও সে হারাতে চায় না। অতএব তুমি কিন্তু তার পরিবারের সঙ্গে নিজেকে এক পাল্লায় মাপতে যাবে না। যদি এমন চাও যে সে হয়তো তোমার হবে; নয়তো পরিবারের। সে যদিও তোমাকেই অগ্রাধিকার দেবে, কিন্তু মনে মনে ঠিকই বিষণ্ন হবে। যার ভার সে তোমার দৈনন্দিন জীবন পর্যন্ত বয়ে আনবে।

ষষ্ঠ বিষয় : নিশ্চয় নারীকে সবচে বাঁকা হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি তার দোষ নয়; বরং এ তার সৌন্দর্যের রহস্য। তার আকর্ষণের চাবিকাঠি। যেমন ভ্রুর সৌন্দর্য তার বক্রতায়। অতএব সে কোনো ভুল করলে তার ওপর এমন হামলা চালিও না যাতে কোনো সহমর্মিতা বা সদয়তা নেই। বাঁকাকে সোজা করতে গেলে তুমি তা ভেঙ্গেই ফেলবে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করবে। এতে সফল না হলে তাকে তালাক প্রদান করবে। পক্ষান্তরে ভুলগুলো প্রশ্রয় দিলে তবে তার বক্রতা বেড়েই যাবে। সে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেবে। ফলে সে তোমার জন্য যেমন নরম হবে না। তেমনি শুনবে না তোমার কথা।

সপ্তম বিষয় : নারীদের সৃষ্টিই করা হয়েছে স্বামীর অকৃতজ্ঞতা এবং উপকার অস্বীকারের উপাদান দিয়ে। তুমি যদি যুগযুগ ধরে তাদের কারো প্রতি সহৃদয়তা ও সদাচার দেখাও তারপর শুধু একটিবার তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার কর তবে সে বলবে, তোমার কাছে আমি জীবনে ভালো কিছুই পেলাম না। অতএব তাদের এ বৈশিষ্ট্য যেন তোমার প্রতি তাকে অপছন্দ বা ঘৃণায় প্ররোচিত না করে। কারণ, তোমার কাছে তার এ বৈশিষ্ট্যটি খারাপ লাগলেও অনেক গুণ দেখবে তার ভালো লাগার মতো।

অষ্টম বিষয় : নানাবিধ শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক ক্লান্তির মাঝ দিয়ে নারী জীবন বয়ে চলে। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কিছু ফরয পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা এ সময় কর্তব্য ছিল। যেমন ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবকালে তার জন্য পুরোপুরিভাবে সালাত মাফ করে দিয়েছেন। এ সময় দুটোয় সিয়াম পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। যতক্ষণ না তার শরীরিক সুস্থতা ফিরে আসে এবং তার মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতএব এ সময়গুলোয় তুমি আল্লাহ ও ইবাদতমুখী হয়ে যাবে। কারণ, তার জন্য আল্লাহ যেমন ফরযকে হালকা করে দিয়েছেন, তেমনি তার থেকে তোমার চাহিদা ও নির্দেশও হালকা করে দিয়েছেন।

নবম বিষয় : মনে রাখবে স্ত্রী কিন্তু তোমার কাছে একজন বন্দিনীর মতো। অতএব তার বন্দিত্বের প্রতি সদয় থাকবে এবং তার দুর্বলতাগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। তাহলে সে হবে তোমার জন্য সর্বোত্তম সম্পদ। সে তোমার সর্বোতকৃষ্ট সঙ্গী হবে। আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন।

বিয়ের রাতে বিদায়ী কন্যার প্রতি মমতাময়ী জননীর একগুচ্ছ উপদেশ

আদরের নন্দিনী মেয়েকে চিরতরে একজনের কাছে তুলে দিতে একজন মায়ের কী কষ্ট লাগে, মমতাময়ী জননীর তখন কী আবেগের ঢেউ খেলে যায়, তাঁর চোখে তখন কত আনন্দ-বেদনার ভাবনা ভীড় করে তা একমাত্র ওই মা জননীই জানেন। কিন্তু শুধু চোখের পানি ফেলে কলিজার টুকরা মেয়েকে বিদায় জানানোই নয়, তখন যদি তাকে এমন কিছু উপদেশ শুনিয়ে দেয়া যায়, যা তার সারা জীবনের সম্বল হবে, যা তার আগামীর দিনগুলোকে উজ্জ্বল সুখময় করবে তবে তা বড্ড ভালো হয়। সে জন্যই নিচের এই অমূল্য রত্নতুল্য উপদেশগুলো তুলে ধরা হলো। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি বোনের এবং মেয়ের জীবনকে করুন বর্ণিল ও সুখময়।

ফর্মা-০২, ৫০টি সমাধান

হে আমার মেয়ে! তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছ যেখানে তুমি জন্মেছিলে। যে বাসস্থানে তুমি প্রতিপালিত হয়েছ। এমন পরিবেশে যাচ্ছ যার সঙ্গে তুমি মোটেও পরিচিত নও। মিলিত হবে এমন সঙ্গীদের সঙ্গে যাদের তুমি চেনো না।

অতএব তুমি তার দাসী হয়ে যাও। সে তোমার দাস হয়ে যাবে। আর তার জন্য যদি তুমি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করো, তবে সে তোমার জন্য সঞ্চিত ধন হয়ে যাবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর সঙ্গে থাকবে অল্পে তুষ্টির সঙ্গে। জীবনযাপন করবে আনুগত্য ও মান্যতার ভেতর দিয়ে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : স্বামীর নজরে পড়ার জায়গাগুলো দেখাশোনা করবে। তার নাকে লাগার স্থানগুলো খুঁজে ফিরবে। তার দুই চোখ যেন তোমার কুৎসিত কিছুর প্রতি পতিত না হয়। আর সুবাস ছাড়া তোমার কাছে যেন কোনো গন্ধ না পায়। সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরের সর্বোত্তম হলো চোখের সুরমা। আর পবিত্র সুবাসগুলোর আদি ও সেরা হলো সাবান ও পানি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : স্বামীকে খাওয়াবার সুযোগ তালাশ করবে। তাঁর নিদ্রার সময় নিরব থাকবে। কারণ, ক্ষুধার যন্ত্রণা মানুষকে তাতিয়ে দেয়। আর ঘুম থেকে কেঁপে ওঠা তাকে ক্ষেপিয়ে দেয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : স্বামীর বাসা ও সম্পদের যত্ন নেবে। তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : তাঁর কোনো নির্দেশ অমান্য করবে না। তাঁর কোনো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করবে না। কারণ, তুমি তাঁর নির্দেশের অবাধ্য হওয়ার অর্থ তাঁর মনটাকে চটিয়ে দিলে। যদি তার কোনো দোষ প্রকাশ করলে তো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় অনিরাপদ হয়ে গেলে।

এরপর আরও মনে রাখবে, তাঁর বিষণ্ণতার সময় আনন্দ প্রকাশ করবে না। আবার তাঁর আনন্দের সময় বিষণ্ণতা প্রকাশ করবে না। কারণ, প্রথমটি তার কাছে অবহেলা মনে হবে এবং দ্বিতীয়টি তাকে বিরক্ত করবে। তাকে সবচে মর্যাদা তুমি তখনই দেবে যখন তাঁকে সবচে বেশি সম্মান করবে। আর এ অবস্থায় তুমি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকে তোমার সন্তুষ্টির ওপর এবং তাঁর চাওয়াকে তোমার চাওয়ার ওপর অগ্রাধিকার না দাও। অবশেষে প্রার্থনা, আল্লাহ তোমার সার্বিক কল্যাণ করুন। তোমাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করুন। আমীন।

দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান

সমাধান–১

সঠিক স্ত্রী নির্বাচন

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিয়ে দিয়ে দাও; যদি তারা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে সচ্ছল করে দেবেন। মহান আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় এবং সর্বজ্ঞ।

(সূরা আন-নূর : আয়াত-৩২)

যে কোনো মুসলমান যদি ঘরকে সুন্দর করতে চায়, তাহলে নিম্নলিখিত সুন্নাহ তথা হাদীসগুলোর ভিত্তিতে একজন ভালো স্ত্রী বাছাই করবেন :

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : চারটি কারণে রমণীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে, তার সম্পদ থাকার জন্য, বংশ মর্যাদার কারণে, সৌন্দর্য ও ধর্ম ভীরুতার জন্যে; তবে তুমি ধর্মভীরু রমণীকে বিবাহ করে ভাগ্যবান হও, অন্যথায় তোমার হাত দু'টি ধুলোময় হোক!

[সহীহ : বুখারী (তাও : প্র: ৫০৯০), (আধু : প্র: ৪১১৭), মুসলিম (হা: একা : ১৪৬৬), (ইস: সেন্টার ৩৪৯৯), আবূ দাউদ (হা: ৩০৪৭), নাসায়ী (হা: ৩২৩০), ইবনে মাজাহ্ (১৮৫৮), আহমদ (২/৪২৮)]

"তোমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখিরাত জীবনের জন্য কাজ করা কর্তব্য।" (ইমাম আহমদ ৫/২৮২, তিরমিযী, সহীহ আলজামী-৫২৩১)

"দুনিয়ার সকল জিনিসই আনন্দের সম্পদ, এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দের সম্পদ হলো সতীসাধ্বী স্ত্রী।" (মুসলিম-১৪৬৮)

পরবর্তী হাদীসে ভিন্ন ভাষায় একে প্রকাশ করেছেন : "লোকেরা যে সম্পদ সঞ্চয় করে তার চাইতে সতী স্ত্রী উত্তম, যে তোমার দুনিয়াবী ও দ্বীনী কাজে সাহায্য করে।" (আবু উমামা সূত্রে বায়হাকী শুয়াবে এবং সহীহ্ আলজামী' ৪২৮৫-তে বর্ণনা করেছেন)

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا، وَيَقُوْلُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ ، اِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করতেন আর বিয়ে বর্জন করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। আরো বলতেন, তোমরা এমন সব রমণীদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর; যারা প্রেম প্রণয়নী প্রিয়া ও বেশি সন্তান প্রসব করার অধিকারিণী হয়। কেননা আমি তোমাদেরকে নিয়ে কিয়ামতের দিনে নবীগণের কাছে আমার উম্মতের আধিক্যের গর্ব প্রকাশ করব। [সহীহ : আহ্মদ (৩/১৫৮, ২৪৫)]

"নারীদের মধ্য থেকে কুমারীদের বিয়ে কর। কেননা তাঁদের গর্ভ অধিক উর্বর, তাদের মুখ অধিক সতেজ এবং তারা অল্প উপকরণে বেশি খুশি। (ইবনে মাজা-১৮৬১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে "কম চতুর।"

যেহেতু সতী স্ত্রী সুখী হওয়ার চার উপাদানের একটি সেহেতু অসতী স্ত্রী দুর্ভাগ্যের চার উপাদানের একটি হবে। যেমন মহানবী ﷺ নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন : "সতী স্ত্রী সৌভাগ্যের একটি যার দিকে তাকালে তোমাকে আনন্দ দেয়, তুমি যখন বাইরে থাক তখন তাঁর (সতীত্ব) ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখতে পার, অসতী স্ত্রী দুর্ভাগ্যের অংশ, তুমি তার দিকে তাকালে সে তোমাকে আনন্দ দান করে না, তোমার সঙ্গে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে এবং যার নিজের সতীত্ব ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখতে পার না।

(ইবনে হিব্বান, যিলযিলাহ সহীহা নং-২৮২)

একই কারণে বিবাহের পূর্বে, প্রত্যাশিত স্ত্রীকে পিতা অথবা অভিভাবকের উচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, পানিপ্রার্থী কর্তৃক সম্মতি প্রদানের পূর্বেই: মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। যা নিম্নের হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় : "যদি তুমি কোনো পানিপ্রার্থীর নৈতিক মান এবং দ্বীনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাক, তখন তোমার কন্যা বা বোনকে তার সঙ্গে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে।

(ইবনে মাজা- ১৯৬৭, সিলসিলা সহীহা-১০২২)

সংক্ষেপে, একজন ভালো স্বামী এবং ভালো স্ত্রীর ঘর নিঃসন্দেহে সুন্দর ঘর তৈরির প্রধান উপকরণ, আল কুরআনে উপমার সাহায্যে এ কথাটিই বলা হয়েছে নিম্নরূপে–

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ج وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ط كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ـ

একটি ভালো জমীন আল্লাহর হুকুমে পর্যাপ্ত বৃক্ষলতা জন্মদান করে, কিন্তু দূষিত বৃক্ষ অপর্যাপ্তই উৎপাদন করে। (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৫৮)

সমাধান-২

স্ত্রীকে সংশোধনের প্রচেষ্টা করুন

যদি কারো স্ত্রী ভালো হয়ে থাকে, সতী-সাধ্বী হয়ে থাকে, তাহলে এটা হলো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। যদি তা না হয়, তাহলে স্বামীর কর্তব্য হলো তাকে সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করা। নিম্নলিখিত স্থানে স্ত্রীর সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রথম : কোনো ব্যক্তি যদি ধার্মিক স্ত্রী গ্রহণ না করে থাকে, বিয়ের সময় সে এ ব্যাপারে সচেতন ছিল না।

দ্বিতীয় : সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি কেউ বিয়ে করে থাকে।

তৃতীয় : কোনো মহিলাকে পারিবারিক চাপে পড়ে হয়তো বিয়ে করতে হয়েছে; যেভাবেই হোক স্বামীকে তার স্ত্রীর সংশোধনের ব্যাপারে প্রচুর পরিশ্রম ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাকে প্রথমে জানতে হবে যে, এ ধরনের নির্দেশনা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। আল্লাহ যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রীকে সংশোধন করেছিলেন, এটা তাঁর উপরে আল্লাহর অতিরিক্ত অনুগ্রহ ছিল।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

আমি তার স্ত্রীকে (বন্ধ্যাত্বমুক্ত করে সম্পূর্ণ) সুস্থ (সন্তান ধারণোপযোগী) করে দিয়েছিলাম; (আসলে) এ লোকগুলো (হামেশাই) সৎকাজে (একে অন্যের সাথে) প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকত; তারা সবাই ছিল আমার অনুগত (বান্দা)। (সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত-৯০)

এখানে 'সংশোধন করলাম' বাক্য দ্বারা দৈহিক অথবা ধর্মীয় বিষয়ে সংশোধন হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে জাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন, আল্লাহ তাঁর বন্ধ্যাত্ব দূর করেন। আতা (রা)-এর মতে, তিনি ছিলেন কর্কশভাষী পরে আল্লাহ তাকে বিনয়ী মহিলায় পরিণত করেন।

স্ত্রীকে সংশোধনের কতিপয় মাধ্যম হলো :

১. আল্লাহর ইবাদতের বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাকে আত্মনিয়োগে সাহায্য করা। এগুলো নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে।

২. তার বিশ্বাস তথা ঈমান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এমন কাজে নিয়োগ করা।

ক. ক্বিয়ামুল লাইল তথা রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তিলাওয়াত ও সালাত আদায় করা।

খ. আল-কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি।

গ. সকাল-সন্ধ্যার যিকির তথা দোয়াগুলো মুখস্থ করা।

ঘ. সাদকা তথা দান করার অভ্যাস করা।

ঙ. ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা (অথবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনানো।)

চ. বিজ্ঞান এবং ঈমান বিষয়ক অডিও-টেপ শ্রবণ করা।

ছ. ধার্মিক মহিলা সঙ্গী সংগ্রহ করে দেয়া, তথা তাদের সঙ্গলাভের সুযোগ করে দেয়া যাতে তাদের সঙ্গে বোনের মতো মিশতে পারে এবং ভালো আলোচনা এবং সদুদ্দেশ্যে সাক্ষাত করতে পারে।

জ. খারাপ সঙ্গী ও খারাপ স্থান থেকে দূরে রাখা। (দুনিয়ার বাড়তি চাকচিক্য থেকেও দূরে রাখার চেষ্টা করা উচিত।)

সমাধান-৩

ঘরকে আল্লাহর যিকিরের স্থানে পরিণত করা

এ বিষয়ে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : "যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না, উভয়ের তুলনা জীবিত ও মৃত্যুর সাথে।" (আবু মুসা থেকে সহীহ্ মুসলিম-১/৫৩৯)

অতএব, জাহেলিয়াতের এ সয়লাবের মোকাবিলায় একজন মুসলিমের ঘরকে আল্লাহকে স্মরণের ঘরে পরিণত করা খুবই দরকারী, আল্লাহর স্মরণ মৃদুস্বরে অথবা নীরবে হতে পারে, সালাত, তিলাওয়াত ও ধর্মীয় জ্ঞান এবং এর বিভিন্ন বিভাগের উপর আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হতে পারে। বহু মুসলমানের ঘর রয়েছে যেখানে আল্লাহর যিকির বা ইবাদত ও স্মরণের ব্যবস্থা না থাকাতে বিদ্যমান হাদীসের আলোকে সেগুলোকে মৃত ঘর আখ্যা দেয়াই যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল ঘরের অবস্থা আর কিবা হতে পারে?

যেখানে শোনা যায় শুধুই মিউজিক, গল্প-গুজব এবং গীবত-শেকায়েত? যে ঘরগুলোতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশায় শুধুই ইসলাম বিরোধী আচরণ, নারীরা তাদের গায়রে মুহরিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে পর্দার ধার ধারে না, প্রতিবেশীদের সাথেও নয়– যারা হর-হামেশা ঘরে প্রবেশ করছে। এ ধরনের ঘরগুলোতে রহমতের ফেরেশ্‌তাই বা কী করে প্রবেশ করবেন? অতএব খুব জোর দিয়েই এ সুপারিশ করছি যে, আপনার ঘরকে আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহর ইবাদতের উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন। তাকে শয়তানের আড্ডাখানায় রূপান্তরিত হওয়া থেকে আন্তরিকভাবে রক্ষা করুন।

ঘরের চারদিকের দেয়ালে আপনি কুরআন ও হাদীসের ছোট্ট ছোট্ট মূল্যবান বাণী লিখে সুন্দর করে গ্লাসে ফিট করে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। এতে করে আপনি, আপনার স্ত্রী ও সন্তানেরা পড়ে যিকির করতে পারে।

সমাধান-৪

আপনার ঘরকে ক্বিবলামুখী করুন

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

আমরা মূসা এবং তাঁর ভাই (হারুন)-এর নিকট অহী অবতীর্ণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিশরে ঘর স্থাপন কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে ক্বিবলামুখী কর, সালাত আদায় কর এবং মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দাও। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৮৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, এ আয়াতে ঘরগুলোকে সিজদার স্থান অর্থাৎ সালাত আদায়ের স্থান তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, মূসা (আ)-এর জাতির লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা ফিরাউনের এবং তার অনুসারীদের হাতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, তাদেরকে অধিক পরিমাণে সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নের আয়াতে একইভাবে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও।"
(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৫৩)

সংকটময় মুহূর্তে সালাত আদায় করা মহানবী ﷺ এরও একটি অভ্যাস ছিল : "যখনই কোনো মুসিবতের সম্মুখীন হতেন তখনই সালাত আদায় করতেন।" এগুলো ঘরে সালাত আদায়ের গুরুত্বেই বুঝায়, বিশেষত্ব, যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে এবং এ সকল অবস্থায় যখন মুমিনগণ অমুসলিমদের সামনে সালাত আদায় করতে চান না। এ বিষয়ে মরিয়ম (আ)-এর বিষয় স্মরণ করতে পারেন। মরিয়ম (আ)-এর মিহরাবকে তিনি সালাত আদায়ের স্থান করে নিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ

যখনই যাকারিয়া (আ) তাঁর মিহরাবে প্রবেশ করতেন, তিনি তখনই দেখতেন তাঁকে রিযক (খাদ্য) প্রদান করা হয়েছে। (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-৩৭)

রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ ঘরে পর্যাপ্ত (নফল) সালাত আদায় করতেন। মুহাম্মদ ইবনে আর রবী আল আনসারী উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী উতবান ইবনে মালিক, যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার চক্ষুর দৃষ্টি কমে যাচ্ছে, আমি ইমামতি করি। যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, স্রোত ছোটে তখন আমি ইমামতির জন্য মসজিদে যেতে পারি না। তাই আমি আপনার নিকট আরজ করি যেন আপনি আমার ঘরে গিয়ে সালাত আদায় করেন এবং পরবর্তীতে আমার ঘরকে আমি মসজিদে পরিণত করতে পারি।"

নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ চাহেত আমি তা করব। তিনি বলেন, পরে মহানবী ﷺ এবং আবু বকর (রা) আমার বাড়িতে আসলেন, তিনি আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, আমি অনুমতি দিলাম। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং বসার পূর্বেই আমার নিকট জানতে চাইলেন ঘরের কোন কোণায় তিনি সালাত আদায় করবেন। আমি আমার ঘরের এক কোণা দেখিয়ে দিলাম, তিনি সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। আমরা কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। নবী ﷺ দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন।

(সহীহ আল-বুখারী ১/৫১৯)

সমাধান-৫

স্ত্রীর নিকট নিজেকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত : নবী করীম ﷺ কিয়ামুল্লাইল (রাত্রি জাগরণের সালাত) আদায় করতে করতে যখন বিতরের সালাত বাকি থাকত তখন তিনি বলতেন : হে আয়েশা! উঠ বিতর সালাত আদায় কর।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ ঐ পুরুষের উপর দয়া করবেন, যে রাত্রিতে উঠে রাতের সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকে ঐ কাজের জন্য জাগায় এবং সে না উঠলে তার চেহারার ওপর পানি ছিটিয়ে দেয়।"

(ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ, সহীহ আলজামী- ৩৪৮৮)

এছাড়াও মহিলাদের দান-সাদকা করতে উৎসাহিত করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। নিম্নের হাদীস থেকে মহিলাদের সাদকা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় : হে নারী সকল! তোমরা বেশি বেশি দান-সাদকা কর, কেননা আমি তোমাদের বেশিরভাগকে জাহান্নামে দেখেছি। (সহীহ আল-বুখারী ১/৪০৫)

দুঃস্থ দরিদ্র লোকদেরকে উপহার বক্স পাঠানো তাদেরকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা অন্যতম ভালো কাজ। আরেকটি সৎকর্মের উদাহরণ হলো, আইয়্যামে বীজ (১৩, ১৪ ও ১৫ তাং হি:)-এর রোযা রাখা, সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা, মুহররামের নয়, দশ তারিখে, আরাফার দিন (১০ জিলহজ্জ) এবং শাবান ও মুহররাম মাসের বেশির ভাগ দিনে সাওম পালন করা।

আপনাকে আপনার স্ত্রীর জন্য একজন আদর্শ নমুনা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। পারিবারিক সকল কাজকর্মে সর্বদা আপনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখবেন, ইসলামের মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে কখনো কোনো ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না।

সমাধান- ৬

বিভিন্ন দোয়া

বিশেষ করে ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পাঠ করার উপর গুরুত্ব দেয়া।

ঘরে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا .

"হে আল্লাহ্! ভালো প্রত্যাগমন ও ভালো গমন আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামেই আমাদের গমন ও প্রত্যাগমন। আমাদের রব আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, "যখন কোনো মানুষ ঘরে প্রবেশের সময় এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম মুখে নেয়, তখন ইবলিস তার অনুসারী শয়তানদের বলে : এখানে তোমাদের থাকা খাওয়ার কোনো স্থান নেই; (ঐ লোকের ঘরে থাকা-খাওয়ার কোনো জায়গা নেই।) কিন্তু যখন সে এটি করে না ইবলিস তার অনুসারী শয়তানদের বলে : তোমরা এখানে থাকা ও খাওয়ার স্থান পাবে। (ইমাম মুসলিম ৩/৫৯৯. মুসনাদ ৩/৩৪৬)

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ بِاللّٰهِ .

"আল্লাহর নামে রওয়ানা দিচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ্ ছাড়া।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত : যখন কোনো ব্যক্তি এ দোয়া পড়ে :

তখন (তার অজ্ঞাতসারে) তাকে বলা হয় : তুমি সংরক্ষিত, নির্দেশিত এবং সুযোগ প্রাপ্ত।" শয়তান তার থেকে দূরে থাকে এবং অন্যদের বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির কী ক্ষতি করবে, যে সংরক্ষিত, নির্দেশিত এবং সুযোগপ্রাপ্ত।"

(আবু দাউদ- ৫০৯৫, তিরমিযী ৩৪২৬. সহীহ আলজামী-৪৯৯)

মিসওয়াক করা : আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : নবী করীম ﷺ যখনই ঘরে প্রবেশ করতেন তখনই মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন।

(মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায় : অধ্যায়-১৫ নং -৪৪)

অনেকদিন পর বিদেশ বা চাকরির স্থান থেকে আসলে স্ত্রীকে খোঁজ-খবর দিয়ে আসবে। যাতে করে স্ত্রী মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে মোবাইল, চিঠি, ই-মেইল, ফ্যাক্স বা লোক মারফত সংবাদ দিয়ে বাড়িতে আসা সুন্নাত।

হেদায়াতের পথে টিকে থাকার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

"প্রভু হে! একবার যখন দয়া করে হেদায়াত দান করেছেন, অতএব আর কখনও আমাদের দিলকে বাঁকা পথে যেতে দিবেন না আপনার পথ থেকে। আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুণ। আপনি অবশ্যই মহান দাতা।"

পরিবার-পরিজনের জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا .

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদের মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।"

হালাল উপার্জনের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

"হে আল্লাহ! হারাম ছাড়া হালালকেই আমার জন্য যথেষ্ট করে দিন। এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা, আপনি ছাড়া আর সব কিছু থেকে অভাবমুক্ত করে দিন।"

সফরে বের হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا اَلْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هٰذَا وَاَطْوِلَنَا بَعْدَهٗ . اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الْاَهْلِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِىْ الْمَالِ وَالْاَهْلِ .

"হে আল্লাহ্! আমরা এ সফরে আপনার নিকট নেক ও পরহেযগারিতা কামনা করি এবং যে কাজে আপনি সন্তুষ্ট তা প্রার্থনা করি। আপনি আমাদের উপর এ সফর সহজ করুন এবং এর দূরত্ব লাঘব করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সফর সঙ্গী এবং আমাদের পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট এ সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং তা হতে প্রত্যাবর্তন করে ধন-সম্পদের ক্ষতি ও পরিবার-পরিজনের দুঃখ-কষ্ট হতে আশ্রয় চাই।"

সমাধান-৭

সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করা

শয়তান বিতাড়নের জন্য সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করা (অপারগতায় অডিও টেপ-এর মাধ্যমে তিলাওয়াত হলেও চলবে।) এ সুপারিশের সমর্থনে অনেকগুলো হাদীস বিদ্যমান। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না, যে ঘরে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করা হয় যে ঘরে শয়তান থাকে না।

তোমাদের ঘরে সূরা আল বাকারা তিলাওয়াত কর, যে ঘরে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।

(হাকীম আল-মুস্তাদরাক- ১/৫৬১, সহীহ আলজামী - ১৭৯৯)

সূরা আল-বাকারার শেষ দুটি আয়াতের ফযীলত : ঘরে সূরা আল বাকারার শেষ দু'আয়াত তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, আসমান-জমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেন, তখন এ কিতাব (আল কুরআন) লাওহে মাহফুজে ছিল। এরপর তিনি দুটি আয়াত অবতীর্ণ করে সূরা আল-বাকারা সমাপ্ত করেন। যে ঘরেই এ সূরার শেষ দুটি আয়াত পরপর তিন রাত পড়া হবে সে ঘর থেকে শয়তান অনেক দূরে থাকে।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ط وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْلَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : (আল্লাহর) রাসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তাঁর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা (সে রাসূলের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও (সে একই বিষয়ের ওপর) ঈমান এনেছে; এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলদের ওপর। (তারা বলে,) আমরা তাঁর (পাঠানো) নবী রাসূলদের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না; আর তারা বলে, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনেও নিয়েছি, হে আমাদের মালিক! (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং (আমরা জানি,) আমাদের (একদিন) তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা কখনো কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততটুকুই বিনিময় রয়েছে যতটুকু সে (এ দুনিয়ায়) সম্পন্ন করবে, আবার সে যতটুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততটুকু শাস্তিই) পতিত হবে; (অতএব, হে মু'মিন ব্যক্তিরা তোমরা এই বলে দোয়া করো), হে আমাদের মালিক! যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও কর না, হে আমাদের মালিক! আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না, হে আমাদের মালিক! যে বোঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয় না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী কর। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া কর। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু, অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য কর।

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত- ২৮৫-২৮৬)

সূরা ইখলাসের ফযীলত

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنْ رَجُلاً (رضى) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِنَّهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ ـ

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সূরা ইখলাসকে ভালোবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন : তোমার এ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌছে দেবে। (আহমদ ও তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখো, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

(বুখারী, আহমদ ও তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ ـ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ اَلْجَنَّةُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! রাসূল! কী ওয়াজিব হয়ে গেছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জান্নাত। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস-এর ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰ اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمْ فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ

আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী)

সমাধান-৮

স্ত্রী ও সন্তানদের শিক্ষাদান

আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই একজন গৃহকর্তার জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ হলো স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বীনি জ্ঞান প্রদান করা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারদের এমন আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর।"

(সূরা আত-তাহরীম : আয়াত-৬)

এ আয়াতে একজন ব্যক্তির পরিবারকে ধর্মীয় শিক্ষা দানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদেরকে বৈধ এবং অনুমতিপ্রাপ্ত বিষয়গুলো করতে এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে ফিরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে। উপরের আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে পরিবার প্রধানের কতিপয় দায়িত্ব-কর্তব্য উপস্থাপন ধরা হলো :

কাতাদা (রা)-এর মতে, পরিবারের প্রধানের কর্তব্য হলো স্ত্রী ও সন্তানদের আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া। তাদের আরো শিক্ষা দিবে আল্লাহ কীসে খুশী হন এবং কী আদেশ দিয়েছেন। যদি তারা আনুগত্যহীন কোনো কাজ করে তাহলে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তা থেকে বাধা প্রদান করবে। (তাবারী. ২৮/১৬৬)

দাহ্হাক এবং মুকাতিল-এর মতে, একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো, তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের হালাল-হারামের জ্ঞান-প্রদান করা। আলী (রা)-এর অর্থ করেছেন, "তাদের শিক্ষা দান কর ও সুশৃংখল কর।"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর-৮/১৯৪)

তাফসীরে তাবারীতে বর্ণিত আছে, আমাদের উচিত হলো আমাদের সন্তান এবং স্ত্রীদের ধর্মীয় এবং ভালো বিষয়াবলি শিক্ষাদান করা, এবং নম্রতা-ভদ্রতার গুরত্বপূর্ণ বিষয়াবলি শিক্ষা দেয়া। আল্লাহর নবী ﷺ যেখানে ক্রীতদাসীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বলেছেন, সেখানে আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানগণ তো এ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

সহীহ্ আল-বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন। তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে তাদের মধ্যে তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে কোনো ক্রীতদাসীকে সদাচরণ শিক্ষা দিল, তাকে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করল, অতঃপর তাকে মুক্ত করে আবার তাকে বিয়েও করল। (ক্রীতদাসী ও তাকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালীন (রহ) বলেন, এ হাদীসে স্ত্রীকে শিক্ষাদানের প্রতি অশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(ফতহুল বারী)

পরিবার প্রধান হয়তো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে, তার স্ত্রী সন্তানদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনে অবহেলা হতে পারে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য সপ্তাহের কমপক্ষে একদিন বরাদ্দ করে স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজনকে শিক্ষা দিতে পারেন। তাকে এ কাজটা নিয়মিত করা এবং পরিবারের সদস্যদের এতে যোগদান করার জন্য উৎসাহিত করা কর্তব্য।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে দেখা যায়, রাসূলে কারীম ﷺ মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য একদিন বরাদ্দ করেছিলেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, কিছু মহিলা নবী করীম ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা আপনাকে আমাদের থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আপনার সময় থেকে একদিন বরাদ্দ করুন (ধর্মীয় বিষয় তাদের শিক্ষাদানের জন্য) নবী করীম ﷺ তা করার জন্য ওয়াদা করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং শিক্ষাদান করেন। আবু শুরাইয়া (রা) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে অমুক অমুক ঘরে বৈঠক হতো এবং তিনি তাঁদেরকে বয়ান করে শুনাতেন।

(ফতহুল বারী-১/১৯৫)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মহিলাদের ঘরের মধ্যে শিক্ষাদান করতে হবে, যেমনিভাবে মহানবী ﷺ-এর মহিলা সাহাবীগণকে রাসূল ﷺ শিক্ষা দান করেছিলেন। আর এটা দাঈ এবং পরিবার প্রধানদের দায়িত্ব।

কিছু কিছু পাঠক হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ধরুন! আমরা ধর্মীয় বৃত্তিতে একদিন বরাদ্দ করলাম, এবং আমাদের পরিবারকে এ সম্পর্কে জানালাম। এ ধরনের

বৈঠকে সাধারণতঃ কী পেশ করা হবে এবং তা কীভাবে? নিম্নে এ ধরনের ইসলামী সাহিত্যের একটি তালিকা প্রদত্ত হলো, আপনি সাধারণভাবে পরিবারের সকলকে এবং বিশেষভাবে মহিলাদের শিক্ষা দিতে পারবেন–

১. তাফসীর থেকে কিছু অংশ পরে শুনান (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি তাফসীর বাছাই করে নিন, যেমন-তাফসীরে মারেফুল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, ফি জিলালিল কুরআন ইত্যাদি।)

২. রিয়াজুস সালেহীন থেকে কিছু হাদীস পড়ে শুনান, প্রয়োজনে মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা পড়তে পারেন, এতে বিস্তারিত তথ্যাদি পাবেন, অথবা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী, মুসলিম অথবা যেকোনো অনূদিত হাদীসগ্রন্থ বাছাই করে নিতে পারেন, আধুনিক প্রকাশনী এবং এমদাদিয়া পুস্তকালয়-এর ব্যাখ্যাসহ হাদীস গ্রন্থ পড়তে পারেন।

৩. রাসূল ﷺ এর যেকোনো একটি জীবনী গ্রন্থ যেমন মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ ﷺ, সীরাতে ইবনে হিশাম, নবীয়ে রহমত, আর রাহীকুল মাখতুম ইত্যাদি যে কোনো একটি জীবনী গ্রন্থ অথবা, পর্যায়ক্রমে সবগুলো পড়ে শুনান।

৪. ইসলামী সাহিত্যের ওপর স্টাডি সার্কেল করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট একটি পুস্তকের ৮/১০ পৃষ্ঠা পড়া দিয়ে পরের সপ্তাহে তার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর হতে পারে। উপস্থিতির রুচি ও ইচ্ছানুযায়ীও স্টাডি সার্কেলের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

এটাও গুরত্বপূর্ণ যে মহিলাদের ফিকাহ সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিতে হবে, যেমন- তাহারাত, সালাত, যাকাত, রোযা, হজ্জ, খাদ্য-পানীয়, পোশাক, সাজ-সজ্জা, ফিতরা আদায়ের পদ্ধতি এবং অবৈধ বিষয়াদি, গান গাওয়া ও ছবি তোলার শাস্তি। এ সাথে সংশ্লিষ্ট ফতওয়ার বই যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালহ আল-উযাইমিন এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের লিখিত বা অডিও টেপ থেকে।

মহিলাদের শিক্ষা বৈঠকে উপস্থিতগণের অংশ গ্রহণ থাকা উচিত (যদি কেউ সক্ষম হন), তারা কুরআনিক চ্যানেল এবং প্রসিদ্ধ ইসলামী স্কলারদের বক্তৃতা থেকে এবং ইসলামী বই মেলায় অংশ গ্রহণ করে আলোচনা করতে পারেন।

সন্তানের প্রতি লোকমান হাকীমের উপদেশাবলি

লোকমান (আ) তাঁর ছেলেকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা আলোচনা করা হলো। কারণ, লোকমান (আ) তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তা কুরআনে করীমে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য তিলাওয়াতের উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আদর্শ করে রেখেছেন।

লোকমান (আ) তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দেন তা নিম্নরূপ :

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ـ

অর্থ : 'আর স্মরণ কর, যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল ... ।"

এ উপদেশগুলো ছিল অত্যন্ত উপকারী।

যে কারণে মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে লোকমান হাকিমের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেন।

প্রথম উপদেশ

তিনি তার ছেলেকে বলেন–

يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ : "হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথমে তিনি তাঁর ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন সন্তান তাকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হলো, যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তার ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করা হতে বেঁচে থাক। যেমন : মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা অনুপস্থিত ও অক্ষম লোকের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দো'আ হলো ইবাদত"

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ সুতরাং আল্লাহর মাখলুকের নিকট দোআ করার অর্থ হলো, মাখলুকের ইবাদত করা, যা শিরক।

মহান আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বাণী– وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ অর্থাৎ "তারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুমকে একত্র করেনি।" এ আয়াত নাযিল করেন, তখন বিষয়টি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর হলো এবং তারা বলাবলি করল যে, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার উপর অবিচার করে না?

রাসূল ﷺ তাদের আলোচনা শুনে বললেন–

لَيْسَ ذٰلِكَ، اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، اَلَمْ تَسْمَعُوْا قَوْلَ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ : يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ

"তোমরা যে রকম চিন্তা করছ, তা নয়, এখানে আয়াতে যুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শিরক। তোমরা কি লোকমান (আ) তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা শোননি?

তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন–

يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ : হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান : আয়াত--১৩)

দ্বিতীয় উপদেশ

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তার বর্ণনা দিয়ে বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ

অর্থ : "আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

তিনি তার ছেলেকে কেবলই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করার সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কারণ, মাতা-পিতার অধিকার সন্তানের উপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ-পান ও ছোটবেলা লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। তারপর তার পিতাও লালন-পালনের খরচাদি, পড়া-লেখা ও ইত্যাদি দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করছে এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাই তারা উভয় সন্তানের পক্ষ হতে খেদমত পাওয়ার অধিকার রাখে।

তৃতীয় উপদেশ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমে মাতা-পিতা যখন তোমাকে শিরক বা কুফরের নির্দেশ দেয়, তখন তোমার করণীয় কী হবে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন–

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ : "আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। আর আমার অনুসরণ কর তার পথে, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৫)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'যদি তারা উভয়ে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে তাদের বাতিল দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। তবে তারা যদি দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে কোনো প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের দ্বীন কবুল না করা তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে ভালো ব্যবহার করতে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি সর্বদা তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। আর মুমিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।'

এ কথার সমর্থনে আমি বলব, রাসূল ﷺ-এর বাণীও বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী করে, তিনি বলেন–

لَا طَاعَةَ لِاَحَدٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ، اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ـ

আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো মাখলুকের আনুগত্য চলবে না। আনুগত্য তো হবে একমাত্র ভালো কাজে।

চতুর্থ উপদেশ

লোকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে কোনো প্রকার অন্যায় অপরাধ করতে নিষেধ করেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে তার বর্ণনা দেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ : "হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৬)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, অন্যায় বা অপরাধ যতই ছোট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে ওজন দেয়া হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয়া হবে।

পঞ্চম উপদেশ

লোকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে সালাত কায়েমের উপদেশ দেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, يَا بُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ, "হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম কর।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৭)

তুমি সালাতকে তার ওয়াজিবসমূহ ও রোকনসমূহসহ আদায় কর।

ষষ্ঠ উপদেশ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

অর্থাৎ, তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ কর।

বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদের সাথে কোনো প্রকার কঠোরতা করো না।

সপ্তম উপদেশ

আল্লাহ বলেন–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۔

"যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর নিশ্চয় সেগুলো অন্যতম সংকল্পের কাজ।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৭)

আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তোমার করণীয় হলো, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَا هُمْ، اَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهِمْ ۔

যে ঈমানদারগণ মানুষের সাথে উঠা-বসা ও লেনদেন করে এবং তারা যে সব কষ্ট দেয়, তার উপর ধৈর্য ধারণ করে, সে– যে মুমিন মানুষের সাথে উঠা-বসা বা লেনদেন করে না এবং কোনো কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় না– তার থেকে উত্তম।

অষ্টম উপদেশ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۔

অর্থ, আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, 'যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের উপর অহংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না। তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হবে।'

কারণ, রাসূল ﷺ বলেন–

تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ ـ

তোমার অপর ভাইয়ের সম্মুখে তুমি মুচকি হাসি দিলে তাও সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।

নবম উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ـ

অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাঁটা-চলা করবে না।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ তোমাকে অপছন্দ করবে।

এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করে না।

দশম উপদেশ

নমনীয় হয়ে হাঁটা-চলা করা। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে বলেন :

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ "আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।"

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৯)

তুমি স্বাভাবিক চলাচল কর। খুব দ্রুত হাঁটবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও না। মধ্যম পন্থায় চলাচল করবে। তোমার চলাচলে যেন কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

একাদশ উপদেশ

নরম সূরে কথা বলা। লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে নরম সূরে কথা বলতে আদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

"তোমার আওয়াজ নিচু কর।" (সূরা লোকমান : আয়াত-১৯)

আর কথায় তুমি কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ .

"নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো, গাধার আওয়াজ।"

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৯)

আল্লামা মুজাহিদ (র) বলেন, 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো, গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে-

ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَيْسَ لَنَا مِثْلَ السَّوْءِ، اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ .

"আমাদের জন্য কোনো খারাপ ও নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হতে পারে না। কোনো কিছু দান করে ফিরিয়ে নেয়া কুকুরের মতো, যে কুকুর বমি করে তা আবার মুখে নিয়ে খায়।"

খ. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন-

إِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الدِّيْكَةِ، فَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.

"মোরগের আওয়াজ শুনে তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা কর। কারণ, সে নিশ্চয় কোনো ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার আওয়াজ শুনে তোমরা শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ, সে অবশ্যই একজন শয়তান দেখেছে।" (দেখুন : তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৩ পৃ. ৪৪৬)

পিতার পক্ষ থেকে ছেলে-মেয়ের জন্য কিছু উপদেশ

১. লজ্জাশীলতা। কেননা লজ্জা না থাকলে যে কোনো অন্যায় করা যায়। লজ্জা সব ধরনের কল্যাণ বহন করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীস-৫০৭১, ৫০৭২)

২. স্বভাব-চরিত্র ভালো কর। কেননা এটাই হবে নেকীর পাল্লায় সবচেয়ে ভারী। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৮৭৬/৯)

৩. কর্কশ ভাষা পরিহার কর। কেননা কর্কশ ভাষার পরিণাম জাহান্নাম।
(সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৭৪১/৬৩)

৪. অহংকার করো না। কেননা অহংকারীর পরিণাম জাহান্নাম।
(সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৭৪১/৬৩)

৫. আগেই সালাম দেয়ার চেষ্টা কর। কেননা আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে প্রথমে সালাম প্রদানকারী। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৩৩৮২)

৬. অসহায় মানুষকে খাদ্য দাও। কেননা এর বিনিময় জান্নাত।
(সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৯৩৯/৯৫)

৭. দু'কানে মানুষের ভালো কথা শ্রবণ কর। কেননা এর পরিণাম জান্নাত।
(সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৭৪০/১০১)

৮. দুই কানে মানুষের মন্দ কথা শ্রবণ কর না। কেননা এর পরিণাম জাহান্নাম।
(সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৭৪০/১০১)

৯. মুখ ও লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখ। এটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে পরিণাম জাহান্নাম। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৯৭৭/১০৫)

১০. মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ কর না। কেননা এতে অন্তরের উপর চাপ পড়ে যায়, যা কিয়ামত পর্যন্ত মিশে না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৩৩৬৪/১৭৫)

১১. পিতামাতার সেবা কর। কারণ তারা জান্নাতের মাধ্যম।
(সিলসিলা সহীহ হাদীস-৯১/১৯১)

১২. কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ কর না। তাহলে সর্বদা কল্যাণে থাকবে।
(সিলসিলা সহীহ হাদীস-৩৮৬/১৯৭)

১৩. তিনজন এক সাথে থাকলে তৃতীয়জন ছেড়ে দু'জন চুপে চুপে কথা বল না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৪০২/২২৪৭)

১৪. মানুষকে অপমান কর না। কারণ এটাই সবচেয়ে বড় সুদ। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৬০১/২৬২)

১৫. গভীর রাতে রাস্তায় চলাচল কর না। কারণ এসময় এমন প্রাণী চলে যাদের দেখা যায় না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৫১৮/২৬৭)

১৬. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাও এটা তোমার জন্য সাদকা হবে। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৫৫৮/২৭৭)

১৭. কোনো বৈঠকে বসলে পশ্চিমমুখি হয়ে বস। কারণ প্রতিটি জিনিসের একটা মূল অংশ আছে। আর বৈঠকের মূল অংশ হচ্ছে পশ্চিম দিক। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-২৬৪৫/২৯৪)

১৮. মানুষের মুখের উপর প্রশংসা করো না। কারণ এতে তাকে যবেহ করা হয়। অর্থাৎ তার মধ্যে অহংকার এসে যায়, যা তার ধ্বংসের কারণ। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১২৮৪/৩১৮)

১৯. রাতের প্রথমাংশ পার হওয়ার পর গল্প করো না। কেননা এই সময় আল্লাহ তা'আলা এমন কতক সৃষ্টিজীব পাঠান, যা তোমাদের জানা নেই। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৭৫২, ৩১৬)

২০. ধৈর্যশীল হয়ে প্রশান্তির সাথে কাজ কর। কোনো সময় তাড়াহুড়া করে কোনো কাজ করো না। কেননা প্রশান্তি আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৭৯৫/৩২৬)

২১. কথা বলার পূর্বে সালাম দাও। কেউ সালাম দেয়ার পূর্বে কথা বলা আরম্ভ করলে তার উত্তর দিও না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৮১৬/৩৪৭)

২২. পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তাদের জন্য শিষ্টাচার। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৪৪৬/৩৫৩)

২৩. প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিও। কেননা এমন মানুষ মুমিন হতে পারে না, যে নিজে তৃপ্তিসহকারে খায় এবং প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত থাকে। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৪৯/৩৮৭)

২৪. কাউকে দোষারোপ করো না, কাউকে অভিশাপ করো না, কাউকে অশ্লীল কথা বল না, কারো সাথে হীন আচরণ করো না। কেননা এমন মানুষ মুমিন হয় না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৩২০/৩৮৮)

২৫. যে কাজ মানুষের সামনে করতে খারাপ মনে কর, তা গোপনেও করো না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১০৫৫/৩৯৭)

২৬. রোদ ও ছায়ার মাঝে বস না। কেননা এরূপ বৈঠক শয়তানের বৈঠক। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-২৩৮৫/৪২৯)

২৭. দু'জন কোনো স্থানে বসে থাকলে, তুমি সেখানে অনুমতি ছাড়া যেও না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-২৩৮৫/৪২৮)

২৮. একাকী বাড়িতে থেক না এবং একা সফর কর না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৬০/৪৩২)

২৯. মানুষ অনুগ্রহ করলে তার শুকরিয়া আদায় কর। কেননা যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৪১৬/৪৫৫)

৩০. এমন কথা আজ বল না, যার কৈফিয়ত কাল দিতে হবে। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৪০১/৫২৭)

৩১. সালাত আদায় কর। কারণ সালাত বিহীন বাকি আমল বাতিল হবে। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-১৩৫৮/৫৯৮)

৩২. অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদো'আ থেকে বেঁচে থাক, কাফের হলেও। কেননা এমন দোআ নিশ্চিতভাবে কবুল হয়। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৭৬৭/২৭৩৬)

৩৩. দুনিয়া থেকে সাবধান থাক। কেননা দুনিয়া সবুজ, সুন্দর, মনোহর মিঠা বস্তু। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-৯১৩/১১৯৬)

৩৪. সদা সত্য কথা বল। কেননা সত্যের পরিণাম জান্নাত। (মুসলিম, মিশকাত হাদীস-৪৮২৪)

৩৫. কখনো মিথ্যা কথা বল না। কেননা মিথ্যার পরিণাম জাহান্নাম। (মুসলিম, মিশকাত, হাদীস-৪৮২৪)

সমাধান-৯

ঘরে একটি ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করা

খুব বড় পাঠাগার না হলেও একটি আদর্শ বুকশেলফ থাকা উচিত যাতে পরিবারের সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে। বৈঠকখানা কক্ষে পরিবার প্রধানের কিছু পুস্তক থাকা উচিত যাতে মেহমানবৃন্দ উপকার পেতে পারেন। শোবার ঘরে তাঁর নিজের এবং স্ত্রীর জন্য এবং সন্তানদের ঘরে শিশুতোষ পুস্তক থাকবে, যাতে শিশু এবং বয়স্কদের বিষয়ভিত্তিক সাজানো থাকবে যাতে সহজে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। একটি আদর্শ বুকশেলফে নিম্নলিখিত পুস্তকাদি থাকবে-

তাফসীর : তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে ইবনে সা'দী, তাফহীমুল কুরআন, জবদাতুত তাফসীর, ইবনুল কাইউম-এর বাদায়িউত তাফসীর, তাফসীর ফী জিলালিল কুরআন, উসুলুত তাফসীর, আলফাওসুল কাবীর, মায়ারেফুল কুরআন ইত্যাদি।

হাদীস (সুন্নাহ) : সহীহ আল-কালিম আত্‌তাইযিল, আমালুল মুসলিম ফিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি (রাত-দিনের আমল), রিয়াদুস সালেহীন, (সহীহ বুখারী, সহীহ আল মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, নুখবাতুল ফিকর, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রাহে আমল, ইন্তেখাবে হাদীস, লুলু আল মারজান (বুখারী ও মুসলিম হাদীস সংকলিত) ইত্যাদি।

আকিদা সংক্রান্ত : ফাতহুল মাজীদ শারহ্ কিতাবুত তাওহীদ, শারহ আকীদাতুত তাহাবীয়া, শারহ আকাইয়্যেদ নাসাফীয়্যা, আশশিরক, ইলমুল কালাম, আল-কালাম। ইত্যাদি।

আল-ফিক্‌হ : ফিকহুসসুন্নাহ, ইবনুল কুদামার আল-মুগনী, আল-মুলাখখামুল ফিকহী, আল-বায এর ফাত্‌ওয়া আল-বানীর এবং ইবনুল বায এর মিকাহস সালাতুন নাবী, আল আলবানীর আহ্‌কামুল জানারিখ, বাংলায় প্রকাশিত আসান ফেকাহ, হেদায়া, কুদুরী, ফাত্‌ওয়ায়ে আলমগীরী, কাজী খান, মহিলা ফিক্‌হ ইত্যাদি।

নৈতিকতা ও আত্মার পরিশুদ্ধি: তাহফীবে মাদারিজ আস্ সালিকীন, আল-ফাওয়ায়িদ আলজাওয়াবুল কাফী, ইবনু রজবের লাতায়িফুল মায়ারিয্য,

বাংলায় প্রকাশিত সৌভাগ্যের পরশমণি, ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন, চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, সাফল্যের শর্তাবলি, ভালো মৃত্যুর উপায় ইত্যাদি।

ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ : ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি, দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি, ইসলামী দাওয়াহ পরিচিতি, দাওয়াহ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশে কাদীয়ানী তৎপরতা ও ইসলামী দাওয়াহ পরিচিতি।

ইসলামের ইতিহাস : ইবনে কাসীর এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সামায়িলে তিরমিযী, আররাহীকুল মাখতুম, মিয়ারুল আলম আন-নূবালা, মুহাম্মাদ আলী আসসাবূনীর তারীখুল ইসলামী, (বাংলায় প্রকাশিত, নবীয়ে রহমত, আসহুসসিয়ার সীরাতে ইবনে হিশাম, ইসলামের ইতিহাস, সীরাত বিশ্বকোষ, বিশ্বনবী, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন, মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।)

এ ছাড়াও নিম্নলিখিত লেখকদের রচিত পুস্তকাদি থাকলে ভালো হয়–

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, আব্দুর রহমান ইবনে নাসির আস্‌সাদী মুহাম্মদ জামীন জাইন সাঈদ আল-কাহ্‌তানী মুহাম্মাদ মুস্তফা আসসিবায়ী

জাস্টিজ তকী উসমানী, মাওলানা আব্দুর রহীম, এ এন,এম সিরাজুল ইসলাম, মাও. মুহীউদ্দীন খান, আব্বাস আলী খান, অধ্যাপক গোলাম আযম, ড. ইসরার আহমেদ, ডা. জাকির নায়েক, ড. আবু আমীনাহ্‌, বিলাল ফিলিপস প্রমুখ লেখকবৃন্দের জ্ঞান ও গবেষণা সমৃদ্ধ লেখা।

সমাধান-১০

অডিও লাইব্রেরি

বিভিন্ন ক্বারী সাহেবদের বিভিন্ন আঙ্গিকে তেলাওয়াতের অডিওটেপ অনুবাদসহ। অনুবাদ ব্যতীত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের বক্তৃতা সম্বলিত অডিও টেপের একটা সংগ্রহ থাকা দরকার। সালাতে পঠিত বিখ্যাত ক্বারীদের তিলাওয়াতের প্রভাব পরিবারের উপর ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে পড়বে। বারবার চলানোর দ্বারা শব্দের অর্থ মুখস্থ করা সহজ হবে এবং বাজে গান শুনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। অডিওটেপ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের বাছাইকৃত পণ্ডিতগণের ভাষণ ও ওয়াজ-নসীহত থাকবে। যাতে আরো থাকবে প্রশ্নোত্তর এবং সমসাময়িক বিষয়াবলির আলোচনা। আলোচকের মাযহাব ও আলোচনার ধারা উপলব্ধি করে নিয়মিত শ্রবণ করা উচিত। বিদ্‌আতবাহী কোনো আলোচকের আলোচনা শোনা উচিত নয়। একজন আদর্শ আলোচকের নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা উচিত।

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী, সুন্নাহর অনুসারী, বিদআত ত্যাগকারী, উপস্থাপনায় মধ্যপন্থী, কোনোরূপ প্রান্তিক পন্থী হবেন না।

২. সহীহ হাদীসের উপর নির্ভরশীল, শ্রোতাদের দুর্বল ও জাল হাদীস সম্পর্কে সতর্ক করাবেন।

৩. মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাবধান ও সচেতন, শ্রোতাদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবেন এবং তাদের জন্য যা প্রয়োজন ও উপকারী তা তিনি বর্ণনা করবেন।

৪. সদা সর্বদা সত্য ভাষণ দেবেন, মানুষকে খুশী করার জন্য আল্লাহকে নাখোশ করবেন না। অডিও লাইব্রেরির প্রভাব আমাদের উপরেও পড়বে। যেমন, অনেক শিশু অডিও শুনেই কুরআনের অনেক সূরা মুখস্থ করে ফেলে। অডিও টেপও বই-এর মতো বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে রাখতে হবে এবং একবার যেগুলো পরিবারের সবাই শুনেছে সেগুলো আত্মীয়-বন্ধুদের দিতে কোনো সমস্যা নেই।

সমাধান-১১

দাঈ ও মুত্তাকীদের দাওয়াত দিয়ে ঘরে আনা

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ـ

হে প্রভু! তুমি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদের মধ্যে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করেছে, মুমিন নারী-পুরুষদেরও ক্ষমা কর। এবং খারাপ কাজ যারা করে তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি কর না।" (সূরা নূহ : আয়াত-২৮)

ধার্মিক লোকদের সাক্ষাতে ঘরে ঈমানের আলো বৃদ্ধি পায়, তাদের আলোচনা, জিজ্ঞাসা ও কথার দ্বারাও অনেক উপকার লাভ করা যায়। কস্তুরি বিক্রেতার নিকট থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ লাভ করা যাবেই। মহানবী ﷺ এক হাদীসে এরূপ বলেছেন, আর ক্রয় করলে তো কোনো কথাই নেই। তাই এ ধরনের লোক ঘরে আসলে শিশুরা, পিতা-মাতা, ভাইগণ এবং পর্দার আড়াল থেকে মহিলাগণ তাদের নসীহত শ্রবণ করলে উপকৃত হতে পারবেন।

সমাধান-১২

ঘরে ইসলামের বিধান চালু করা

ঘরে (নফল) সালাত আদায় করা : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : ফরয সালাত ব্যতীত অন্য সালাত ঘরে আদায় করাই উত্তম। (বুখারী, ফতহুল বারী-৭৩১)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, শক্তিশালী শরীয়তগ্রাহ্য কারণ ছাড়া ফরয সালাত মসজিদেই আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন : পুরুষের নফল সালাত অন্যত্র আদায় না করে ঘরে আদায় করায় অধিক সওয়াব, ফরয সালাত ঘরে আদায় করার চাইতে মসজিদে আদায় করাতে বেশি সওয়াব। (ইবনে শায়খ, সহীহ্ আল-জামি নং ২৯৫৩)

মহিলাদের জন্য ঘরের এক কোণায় সালাত আদায়ে সওয়াব বেশি। নবী করীম ﷺ-এর হাদীস অনুযায়ী মহিলাদের সর্বোত্তম সালাত হলো ঘরের এক কোণায় তা আদায় করা। (আল তাবারানী, আল-জামী নং-৩৩১১)

নিজ ঘরে সালাতের ইমামতি করা : ঘরের সালাতে আপনি ছাড়া আর কেউ ইমামতি করতে পারবে না, যতক্ষণ আপনি তাকে অনুমতি না দেবেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : "অন্য কেউ ঘরের সালাতে বিনা অনুমতিতে ইমামতি করতে পারবে না, তার আসনে বসতে ও তার বিছানায় ঘুমাতে পারবে না।"

ঘরে প্রবেশের জন্য সালাম দেয়া ও অনুমতি নেয়া : মহান আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

তোমরা তোমাদের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে অনুমতি গ্রহণ ও সালাম প্রদান ব্যতীত প্রবেশ করবে না, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর, যদি তোমরা কাউকে না পাও তাহলে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি প্রদান করা হয়। যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যেও। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তোমরা যা কিছু কর না কেন আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত। (সূরা আন-নূর : আয়াত-২৭-২৮)

وَآتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا .

"তারা যেন সামনের দরজা দিয়ে আসে।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৮৯)

এমন ঘর যা মেহমানদের জন্য বা জনগণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যেমন মেহমানদের ঘর, হোটেল, সরাইখানা, যেখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ .

"তবে যে ঘরে কোনো বসতি নেই, এবং যাতে তোমাদের কোনো উপকরণ রয়েছে সেখানে তোমরা প্রবেশ করতে পার, আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর আর যা কিছু গোপন কর।" (সূরা আন-নূর : আয়াত-২৯)

اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا .

কারো আত্মীয় কিংবা বন্ধুর ঘরে, যে ঘরের চাবি তার নিকট রয়েছে, ঘরের মালিকের কোনো আপত্তি না থাকলে সে ঘরের খাবার গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। (সূরা আন নূর : আয়াত-৬১)

শিশু এবং দাস-দাসীদের পিতা-মাতার শয়নকক্ষে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে তিন সময়ে– ফজরের সালাতের পূর্বে

দুপুরের পরে, ইশার সালাতের পরে। এ সময় হলো ব্যক্তিগত সময়, এ সময় একজন লোক পূর্ণ পোশাক নাও পরতে পারে, এর বাইরের সময়ের ব্যাপার ক্ষমার যোগ্য।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ط ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তিনটি সময়ে তোমাদের (কাছে আসার জন্যে) অনুমতি চেয়ে নেয় (সে সময়গুলো হচ্ছে); ফজর নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা (কিছুটা আরাম করার জন্যে) নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র (শিথিল করে) রাখো এবং এশার নামাযের পর। (মূলত) এ তিনটি (সময়) হচ্ছে তোমাদের পর্দা অবলম্বনের (সময়), এগুলো ছাড়া (অন্য সময়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই, না এতে তাদের জন্যে কোনো রকমের দোষ আছে; (কেননা) তোমরা তো প্রায়ই একে অপরের কাছে সব সময়ই যাতায়াত করে থাক, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নিজের) নির্দেশগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাবান। (সূরা আন নূর : আয়াত-৫৮)

অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া নিষিদ্ধ

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন–

لَوْ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

যে কেউ অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া এরপর তার চোখ খুঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়া হলে, তার কোনো কিসাস (ক্ষতিপূরণ) দেয়ার প্রয়োজন নেই।

(মুসলিম, হাদীস-২১৫৬; মুসনাফে আহমদ, আল-জামী- ৬০৪৬)

ঘরে একাকী না থাকা : আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একাকী রাত যাপন বা ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। একাকী অবস্থায় একজন শত্রু অথবা চোরের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সঙ্গী থাকলে শত্রু বা চোর দূরে থাকবে এবং অসুস্থ হলে তাকে সাহায্য করতে পারবে।

(আল-ফতহুর রব্বানী : ৫/৬৪)

দেওয়াল বা আড়ালবিহীন উঁচুস্থানে শয়ন করবে না

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দেওয়াল বা আড়ালবিহীন কোনো উঁচু স্থানে শয়ন করে এবং সেখান থেকে পড়ে মারা যায় তাহলে নিজ ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ করতে পারবে না। (সুনানে আবু দাউদ-৫০৪১)

সমাধান-১৩

পারিবারিক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ প্রদান করা

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۔

এবং তাদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে চলে।

(সূরা আশ্ শূরা : আয়াত-৩৮)

পারিবারিক এবং অন্যান্য বিষয়ে, একত্রে আলোচনা করা পারিবারিক স্বাধীনতা, মত বিনিময় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশক। এটা না বললেও চলে যে, আল্লাহ পরিবার প্রধানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তবে এ ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ প্রদান, বিশেষ করে শিশুরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন এটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের পদক্ষেপ তাদেরকে দায়িত্ব গ্রহণ করার সুযোগ করে করে দেয়, তাদের মতামতের মূল্য আছে বলে ধারণা করে। নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

১. বিবাহ
২. বাসা পাল্টানো
৩. হজ্জ উদ্‌যাপন করা
৪. অন্যান্য সমস্যাবলি
৫. ভোজসভার আয়োজনে
৬. অধ্যয়নের অবস্থা জানা
৭. উমরা করা বিশেষতঃ রমযানে
৮. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাত
৯. ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সমস্যাবলি
১০. দাতব্য কার্যক্রম, যেমন দরিদ্র প্রতিবেশীদের সাহায্য তথা খাদ্য অথবা অর্থ প্রদান করা।

ছেলে-মেয়ের বয়োসন্ধিক্ষণের সময় যে সমস্যার উদ্ভব হয় সে সমস্যা সমাধানে পিতা ছেলের সঙ্গে, মাতা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে। এ সময় মা অবশ্যই মেয়েকে তাহারাতের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিবেন। বক্তব্য এভাবে শুরু করা উচিত ''যখন আমি তোমার বয়সী ছিলাম ... এ বাক্যাংশটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ ধরনের ফ্রি-ফ্রাঙ্ক আলোচনার অভাবে অনেক সময় সঙ্গ দোষে কিশোর-কিশোরীরা এমন নেতিবাচক বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে যা তার ব্যক্তিত্ব এবং পরিবারের জন্য মানহানিকর।

অনেক পিতা-মাতাকে দেখা যায় যে, তারা তাদের ছেলে বা মেয়ে থেকে এতটা দূরুত্ব বজায় রাখেন যে, তাদের সন্তানরা তাদের সমস্যার কথা বলতে সাহস পায় না। উদাহরণ- আমার এক আত্মীয় তার ১২/১৩ বছরের ছেলে কিভাবে যেন চোখে ব্যথা পেয়েছে। ছেলেটি ভয়ের কারণে তার পিতা বা মাতার নিকট তার চোখের কথা বলেননি। পরে দেখা গেল ১০/১২ দিন পর যখন ছেলেটির চোখের ৮০% নষ্ট হয়ে গেল তখন ব্যথার কারণে আর না বলে পারল না। কিন্তু এতক্ষণে তার চোখের ভালো কিছু আশা করা গেল না। পরবর্তীতে ভারতসহ অনেক জায়গায় নিয়েও বহু টাকা খরচ করেও কোনো লাভ হয়নি। তাই বলছি আপনার সন্তানের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করুন।

সমাধান-১৪

পারিবারিক ঝগড়া শিশুদের সামনে হওয়া উচিত নয়

এটা একেবারেই দুষ্প্রাপ্য যে পরিবারে ঝগড়া-ঝাটি নেই; এমতাবস্থায় মিমাংসা করে নেয়াটা ভালো উদ্যোগ, সত্যের সাথে থাকে কল্যাণ। তবে শিশুদের সামনে পিতা-মাতার ঝগড়া চালিয়ে যাওয়া ক্ষতিকর। ফলে পরিবারের সদস্যগণ দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। কেউ পিতা, অন্যরা মাতাকে সমর্থন করতে পারে। এমতাবস্থায় দেশের মতো পরিবারে রাজনৈতিক বিভাজন দেখা দিতে পারে এ অবস্থায় শিশুরা সাধারণতঃ মনস্তাত্ত্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন অবস্থার কথা ভাবুন। যেখানে পিতা তার সন্তানকে বলে তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলবে না। আবার মা বলে, তোমার পিতার সঙ্গে কথা বলবে না। অবশ্যই এ অবস্থায় শিশুরা উভয় সংকটে পড়বে এবং বিভক্তির শিকার হবে। পরিবারে এ ধরনের ঝগড়া এড়িয়ে চলা উচিত, যদি ঘটেও তা হলে তা অবশ্যই শিশুদের চোখের আড়ালে ঘটাতে হবে।

শিশুদের সামনে ঝগড়া করলে তাদের মেধার উপর যে কী পরিমাণ চাপ পড়ে তা কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি। তাদের মেধা নষ্ট করার প্রধান ক্ষতিকর দায়িত্বশীল হলেন তার পিতা-মাতা, আপনাকে যদি ঝগড়া করতেই হয় তাহলে ছেলে মেয়ে স্কুল বা মাদরাসায় পাঠিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঝগড়া করুন। তাহলে তাদের মেধার কোনো ক্ষতি হবে না। প্লিজ ঝগড়া করবেন না তাহলে রহমত আসবে।

সমাধান-১৫

দুর্বল ঈমানদারকে দাওয়াত করে ঘরে না আনা

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : "একজন খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হলো, একজন হাপরের সঙ্গী ব্যক্তির মতো।" বুখারী শরীফের এক বর্ণনায়, আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন : একজন কামারের হাপর হয় তো তোমার ঘর বা কাপড় পোড়াবে, অন্তত দুর্গন্ধ ছড়াবে। (বুখারী, ফতহুল বারী ৪/৩২৩)

এ হাদীসে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, একজন পাপী ব্যক্তি বাস্তবিকই তোমার ঘরকে ধ্বংস করবে অথবা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ফাটল ধরাবে। আল্লাহ্ ঐ স্ত্রীর উপর অভিশাপ দিয়েছেন, যে তার স্বামীকে ঘৃণা করে অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে ঘৃণা করে অথবা সন্তান ও তার পিতার মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করে। তাই ঈমানে দুর্বল অথবা সন্দেহ পোষণকারী কোনো ব্যক্তিকে ঘরে ডেকে আনা কতগুলো বাজে কাজের উন্মেষ ঘটায়।

এ ধরনের লোক নারী পুরুষ যাই হোকনা কেন, এমনকি প্রতিবেশী অথবা ছদ্মবেশী বন্ধু হলেও তাকে ঘরে আনা উচিত নয়। এ ব্যাপারে স্ত্রীর বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন : হে আমার লোকেরা! পবিত্রতম কোনটি? পবিত্রতম দিন কোনটি? তারা উত্তর দিলেন, বড় হজ্জের দিন। অতঃপর বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন : তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তুমি যাকে পছন্দ কর না তাকে তোমার বিছানায় শোবার অনুমতি দেবে না, এবং যাকে তুমি পছন্দ কর না তাকে তোমার ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না।

(তিরমিযী-১১৬৩, আমর ইবনুল আহওয থেকে সহীহ আল জামি-৭৮৮০)

এ থেকে মুসলিম রমণীদের প্রতি এ সংবাদও পৌছে দেয়া হলো যে, পিতা অথবা স্বামী যদি কোনো মহিলাকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি না দেয় তাহলে আঘাত পাওয়া ঠিক হবে না, কেননা তারাই ভালো জানেন, কার দ্বারা কল্যাণ হবে এবং কার সঙ্গ দ্বারা অকল্যাণ হবে। বিজ্ঞতার পরিচয় দিন, আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার প্রতিবেশীর স্বামীর কোনো বিষয়ে তুলনা করে প্রভাবিত হবেন না, বা করবেন না যা সহ্য করতে কষ্ট হতে পারে। আপনার স্বামীকে যদি কোনো

খারাপ সঙ্গী খারাপ কোনো বিষয়ে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে তাহলে বিনয়ের সাথে তাকে বুঝিয়ে ফেরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। (মনে রাখবেন। মিথ্যার ঝলকানী সাময়িক, সত্যের শিকড় অনেক গভীরে, সত্যের পথে টিকে থাকলে তার বিজয় অবশ্যই হবে।)

যথাসম্ভব বেশি সময় নিজ বাড়িতে কাটানো

পিতার বাড়িতে উপস্থিতি অনেক জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে শিক্ষাসহ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করাতে সাহায্য করে। কিছু পিতা আছে যারা সাধারণভাবে বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারেন না। বাইরে অগত্যা কোনো কাজ না থাকলেই শুধু বাসায় থাকেন। এটা ভুল। যদি অনুপস্থিতি একান্তই বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে বাড়ির উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। আর যদি বাইরে থাকাটা আনন্দ ও ঘোরাঘুরির জন্য হয় তাহলে তার বাইরের কাজ কমিয়ে আনা জরুরি।

ঐ সব লোক অভিশপ্ত যারা তাদের পরিবারকে অবহেলা করে আনন্দ উল্লাসের কাটাবার জন্য বাইরে থাকে ....।

আমি আল্লাহর দুশমনদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে দিতে পারি না, যা তারা মুসলমানদের পরিবারকে দূষিত করার জন্য প্রণয়ন করেছে। এখানে একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যা ১৯২৩ সনের French Masonic Al-Mashriq AL-Azam নামক বুলেটিন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, "মুসলিম পরিবার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তুমি তার মূল্যবোধকে উৎপাটন কর, পরিবারের প্রতি আত্মার ধ্যানকে অবৈধ জিনিস দিয়ে ছিন্ন কর তবেই তারা পরিবারে সময় দেবার পরিবর্তে কফি হাউজে গল্প করে কাটাবে।"

সমাধান-১৬

পারিবারিক কর্যাবলি পর্যবেক্ষণ

আপনার সন্তানদের বন্ধু কারা?

– আপনি কি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ও তাদের চেনেন?

- আপনার শিশুরা বাইরে থেকে কী নিয়ে আসে?

- তাদের ব্যাগ এবং পার্শ্বেলে কী? তাদের বালিশ এবং বিছানার নিচে কী?

- আপনার কন্যা কোথায় এবং কাদের সঙ্গে বাইরে যায়?

কতিপয় পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ব্যাগে কী থাকে সে সম্পর্কে অবগত নয়; যেমন বাজে ছবি, ভিডিও এমনকি মাদকদ্রব্য। অন্যেরা জানেন না তাদের মেয়ে কোন মার্কেটে যায়, তারা হয়তো সরাসরি যায় না। সে হয়তো শয়তানদের সাথে সাক্ষাত (ছেলে বন্ধুদের) করতে যায়, অথবা খারাপ মেয়েদের সঙ্গে ধূমপান করে। জেনে নিন। যারা তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দান করে এবং জীবন যেভাবে ইচ্ছা চালায়, তারা শেষ বিচারকে বাদ দিতে পারবে না, এর ভীতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন : "আল্লাহ প্রত্যেক পরিবার প্রধানকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন নাকি অবহেলা করেছেন, তিনি তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।"

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে :

১. পরীক্ষা-নিরীক্ষা তীব্র হবে না।

২. না... ভয়ানক পরিবেশে নয়।

৩. শিশুরা যেন আস্থা না হারায়।

৪. শাস্তি দেয়ার সময় সন্তানদের বয়স বোধ, ভুলের মাত্রা, বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. তাদের প্রত্যেক নাড়া-চাড়ায় নেতিবাচক মনোযোগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

সংশ্লিষ্ট একটি গল্প

একদিন এক ব্যক্তি আমাকে বললেন যে, একজন পিতা কম্পিউটারে তার সন্তানদের ভুলের প্রকৃতি ও তারিখসহ লিপিবদ্ধ করতেন। যখনই কোনো ভুল হতো তিনি তার ছেলে বা মেয়েদের ডেকে অতীত এবং বর্তমানের ভুলগুলো দেখিয়ে দিতেন।

মন্তব্য : আমরা এরূপ করতে চাই না। পিতা হিসাবরক্ষক ফেরেশ্তা নন যে, পাপের হিসাব রাখবেন। এ ধরনের পিতাদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আরো অধ্যয়ন করার দরকার আছে।

বিপরীত পক্ষে, আমি কিছু লোকদের চিনি যারা তাদের সন্তানদের কাজে একদম হস্তক্ষেপ করে না, তাদের ধারণা একজন শিশু ভুল না করলে ভুলকে ভুল হিসেবে এবং পাপ না করলে পাপকে পাপ হিসেবে কিভাবে বুঝবে? এটা একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস যা পশ্চিমা দর্শন এবং অবাধ স্বাধীনতা দেবার নীতি থেকে গৃহীত।

অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের সীমাহীন স্বাধীনতা প্রদান করে যাতে সন্তানরা তাদের ঘৃণা না করে। তারা বলে, তারা কী করল এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো তাদের ভালোবাসা পাওয়া। অন্যেরা তাদের সন্তানদের সীমাহীন স্বাধীনতা দেয় তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের আচরণের অভিজ্ঞতা থেকে, তাদের ধারণা তাদের কঠোরতার ফলাফল নেতিবাচক। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে যেভাবে লালন-পালন করেছেন তারা তাদের সন্তানদের তার বিপরীতভাবে লালন-পালন করবেন। আমাদের ছেলে-মেয়েদের খুশীমত তাদের যৌবনকে ভোগ করতে দেয়া উচিত। এ সকল অভিভাবকবৃন্দ কি এ সম্পর্কে সচেতন আছেন যে, মহা বিচারের দিন সন্তানরা পিতার ঘাড় ধরে বলবে : ওহে আমার পিতা! আপনি কেন আমাকে পাপ করতে দিলেন? শুধু কি তাই? সেদিন এ শ্রেণির সন্তানেরা বলবে, প্রভু হে! যে সকল জ্বীন-ইনসান আমাদের পথভ্রষ্টতার কারণ তাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের পা দিয়ে মাড়িয়ে অপমানিত করব। সেদিনের প্রতিকার আজই করে রাখতে হবে। আজই সন্তানদের সুপথের নির্দেশনা দিয়ে জানাতে হবে। অন্যথায় সীমাহীন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সমাধান-১৭

সন্তানদের ইসলাম সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা

আল-কুরআন এবং ইসলামী গল্প মুখস্থ করান : এর চেয়ে সুন্দর আর কোনো কিছু নেই যে, পিতা তার সন্তানদের সামনে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তা মুখস্থ করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করবেন। কিছু সন্তান শুধুমাত্র প্রতি শুক্রবার তার পিতার মুখে সূরা কাহাফের তিলাওয়াত শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের ইসলামী আকীদা শিক্ষা দেয়া, যেরূপ হাদীস শরীফে এসেছে- احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ। ("ইহ্‌ফযিল্লাহ ইয়াহফাযুকা') "তুমি আল্লাহকে হিফাযত কর, আল্লাহ তোমাকে হিফাযত করবেন।" আর শিখাবেন প্রয়োজনীয় দোয়া, যেমন খাবার দোয়া, ঘুমানোর দোয়া, হাঁচির দোয়া, সালাম এবং অনুমতি গ্রহণের নিয়ম (সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার এবং নিচে নামার দোয়া, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া শিখাতে হবে।

ইসলামী গল্প জানা সন্তানদের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে। নিম্নরূপ গল্পগুলো জানার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১. নূহ (আ) এবং প্লাবন।
২. আসহাবে কাহফের ঘটনা।
৩. ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর সার-সংক্ষেপ।
৪. আসহাবুল উখ্‌দুদ (পর্বতওয়ালাদের) কাহিনী।
৫. সূরা আল-ক্বালামে বর্ণিত জান্নাতবাসীদের কাহিনী।
৬. ইবরাহীম (আ) মূর্তির সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা, আগুন থেকে শান্তি।
৭. মূসা (আ) এবং নীলনদের কাহিনী, ফিরআউনের ডুবে যাবার ঘটনা।
৮. মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়ত লাভ, তাঁর হিজরত, বদর, খন্দক যুদ্ধ, উটকে অতিরিক্ত খাটানো ও না খাইয়ে রাখার ঘটনা।
৯. ধার্মিক লোকদের কাহিনী, হযরত ওমর (রা)-এর সময়ের ক্ষুধার্ত মহিলা ও তার সন্তানদের গল্প। দুধে পানি মিশানোর কাহিনী।

এছাড়াও আরো অনেক কাহিনী রয়েছে যা অভিভাবক তাদের সংগ্রহ করে দিতে পারেন। তবে ভীতি সঞ্চারকারী এবং যা তাদের কাপুরুষ ও দুর্বল করে দেয় এমন গল্প দেয়া যাবে না।

আপনার সন্তানের সঙ্গী কারা? খারাপ ছেলেদের সঙ্গে বাইরে বের হওয়ার দ্বারা আপনার সন্তানদের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে, যেমন ঘরে-বাইরে খারাপ ভাষা প্রয়োগ। এ ব্যাপারে ভালো ছেলেদের কাছে ডেকে তাদের খেলার সাথী করে দিতে পারেন।

বিনোদন এবং অর্থবহ শিশুদের গেম

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের জন্য বিশেষ বর্ণের খেলনা বাছাই করে দেয়া। অবৈধ খেলনা ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন বাদ্যযন্ত্র, ক্রশ, চর্ম পট্টিকা ক্রীড়া ইত্যাদি পরিহার করা কর্তব্য।

এ ব্যাপারে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, শখের খেলার জন্য নিজস্ব ওয়ার্কশপ থাকা উচিত, যেমন সুতার বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক এবং বৈধ কম্পিউটার গেমস। এ ব্যাপারে কিছু কম্পিউটার সিডির ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই, যা নারীদের রূঢ় ইমেজ, ক্রুশ সম্বলিত। কিছু কম্পিউটারে তাস, দাবা খেলার ব্যবস্থা আছে যা কম্পিউটারের মাউসে খেলা যায়। এগুলো পরিহার করানো কর্তব্য।

ছেলে-মেয়েদের বিছানা পৃথক করে দেয়া : আল্লাহর রাসূল ﷺ দশ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শিশুদের সঙ্গে খেলা-ধুলা করা : আল্লাহর রাসূল ﷺ শিশুদের সঙ্গে খেলতেন, মাথা ঝাঁকাতেন, সুন্দরভাবে ডাকতেন, অল্প বয়স্কদের খেজুর খেতে দিতেন। কেউ কেউ তাঁর হাত ধরে নিয়ে যেতেন। হাসান-হুসাইনের সঙ্গে খেলাধুলার দুটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো–

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ হাসান (রা)-এর দিকে জিহবা লম্বা করে বের করতেন, তিনি জিহ্বার লালিমা দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ﷺ দিকে দ্রুত ধাবিত হতেন। (সিলসিলা সহীহা-৭০)

ইয়ালা ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বাইরে ছিলাম, একজনের দাওয়াতে অংশগ্রহণের পর আমরা যখন ফিরে আসছিলাম তখন দেখলাম হুসাইন (রা) খেলছিলেন। যিনি এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল আনন্দের সঙ্গে পিছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। যখন তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হলেন তখন এক হাত চিবুকে এবং অপর হাত মাথায় রেখে তাকে চুমু খেলেন। (বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ)

সমাধান-১৮

খাবার ও শোবার সময় ঠিক রাখা

কিছু বাড়ি আছে হোটেলের মতো, যার অধিবাসীরা একে অপরকে চেনে না, এবং তাদের সাক্ষাত খুব কমই ঘটে। কিছু শিশু তাদের ইচ্ছামত খায় এবং ঘুমায়, এভাবে সময় নষ্ট করে এবং অনিয়মিত আহার করে। এ ধরনের বিশৃংখলা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, অনেক ঝামেলা বাড়ায়, সময় নষ্ট করে এবং নিয়ম ভঙ্গ হয়। যাদের গ্রহণযোগ্য কারণ আছে তাদের কথা আলাদা। যেমন ছাত্রদের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় ভিন্ন থাকে, ছেলে মেয়ে যেই হোক না চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের সময়ও বিভিন্ন রকমের। এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়, তবে মনে রাখা দরকার যে, খাবার টেবিলে একত্রে বসার চেয়ে মিষ্টি আর কিছু নেই, পরস্পরের কাজ-কর্মের পরিচয় পায়, সকলের জন্য মজাদার বিষয় আলোচনার সুযোগ হয়। পরিবারের প্রধানের শক্ত থাকা দরকার যেন সবাই সময়মত বাড়ি ফিরে আসে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার পূর্বে, বাহিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি নিবে, বিশেষতঃ কম বয়সীরা।

অনেককে দেখা যায় হেয়ালীপনা করে রাতে খাবার দাবারের পর অযথা সময় নষ্ট করে অনেক রাত করে ফেলে। ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় ১২/১টা বেজে যায়। আর সকালে দেখা যায় যে, ফজরের সালাত পড়তে পারে না। আবার অনেকে ঘুম থেকে উঠে সকাল ৯, ১০ বা ১১টায়। এতে করে স্বাস্থ্য, দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারী সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ بُكُوْرًا .

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে সকাল বেলায় বরকত দাও। তাই সকাল সকাল ঘুমাতে হবে আর সকাল সকাল কাজ কর্ম শুরু করতে হবে।

সমাধান-১৯

মহিলাদের বাইরের কাজ করে দেয়া

ইসলামের বিধানগুলো পরস্পরের পরিপূরক এবং যেহেতু আল্লাহ্ নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ۔

তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যমানার (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না। (সূরা আল-আহ্যাব : আয়াত-৩৩)

নারীর যাবতীয় চাহিদা পূরণ করা পুরুষের কর্তব্য। পিতা এবং স্বামীকে অর্থনৈতিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সাধারণভাবে খুব প্রয়োজন না হলে নারীরা অবশ্যই বাইরে যাবেন না। মূসা (আ) দেখলেন ধার্মিক লোকের দু'জন কন্যা তাদের পশুর পাল নিয়ে রাখালদের ভীড়ের পিছনে অপেক্ষা করেছেন, যারা পানি পান করানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন।

কুরআনের ভাষায়–

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لاَ نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ سكتہ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۔

তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হলো? তাঁরা বললেন : আমরা আমাদের (পশুপালকে) ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না রাখালগণ তাদের (পশুপালকে) নিয়ে ফেরত না যায় এবং আমাদের পিতা একজন খুবই বৃদ্ধ লোক। (সূরা কাসাস : আয়াত-২৩)

তারা লজ্জাশীলতা ও ক্ষমাপ্রার্থীর স্বরে তাঁরা তাঁদের বাইরে বের হবার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের বৃদ্ধ পিতা যিনি পশুপালকে পানি পান করানোর জন্য বাইরে আসতে পারেন না। যাহোক, মূসা (আ) তাদের পশুপালকে পানি পান করিয়ে দিলেন।

তাঁরা গিয়ে বৃদ্ধ পিতাকে বললেন :

قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ۔

ফর্মা-০৫, ৫০টি সমাধান

সে দু'জন রমণীর একজন তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা! একে বরং তুমি তোমার কাজে নিয়োগ দান করো, কেননা তোমার মজুর হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম বলে প্রমাণিত হবে, যে হবে শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং চরিত্রের দিক থেকে বিশ্বস্ত। (সূরা কাসাস : আয়াত-২৬)

প্রত্যেকেরই নিজের ভাষায় বুঝা উচিত যে, সে নিজ ঘরে অবস্থান করে নিজেকে কঠিন অবস্থা এবং সমস্যা থেকে রক্ষা করা ভালো যা তাকে কর্মস্থলে মোকাবিলা করতে হয়। বিশ্বযুদ্ধগুলোর পরে পুনর্গঠনের জন্য পুরুষ-শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। এর ফলে নারীদের দেশগঠনের জন্য অংশগ্রহণ প্রয়োজন দেখা দেয়, এ তীব্র প্রয়োজনীয়তার সাথে ইহুদীদের পরিকল্পনা যোগ হয়ে নারীদের ঘর ছাড়া করে তাদের এবং সমাজকে দূষিত করার উদ্দেশ্যে নারীদের বাইরে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়।

তাদের দেখে আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আবার একজন মুসলিম অর্থনৈতিকভাবে তার স্ত্রীকে সাপোর্ট-করে, এতদসত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে নারীমুক্তি আন্দোলন এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, তাদের ডিগ্রি যাতে নষ্ট না হয় (অর্থাৎ কাজে লাগে) সেজন্য তাদের বিদেশ যেতে হবে। যদিও মুসলিম বিশ্বের এতকিছুর প্রয়োজন ছিল না। কারণ এদেশে বহু পুরুষ বেকার রয়েছে, যে অবস্থায় নারীদের কাজের সুযোগ চলছেই।

"এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না" এজন্য বলা হয়েছে যে, ইসলামের বিধান মতে, নারীদের শিক্ষিকা, সেবিকা এবং চিকিৎসক হবার সুযোগ রয়েছে। তবে আমার বক্তব্য তাদের জন্য যারা অপ্রয়োজনে বাইরে যায় এবং এর বিনিময়ে সামান্যই আয় করে। এটা এজন্য যে, তারা মনে করে যে, তাদের কাজ করার জন্য বাইরে যাওয়া উচিত, যদিও কর্মস্থল তাদের জন্য যথাযথ না হয়। এ ধরনের বোকামী অনেক ফিতনার সৃষ্টি করছে।

নারীদের বাইরে কাজ করার ব্যাপারে ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার পার্থক্য হলো, ইসলাম মনে করে নারীদের কর্মস্থল ঘর। "তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর।" বাইরে যাবে যদি প্রয়োজন হয়, যেমন হাদীস শরীফের নির্দেশনা : "তোমার প্রয়োজনে তোমাকে বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া হবে।" এর বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে নারীদের সব সময়ই বাইরে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর বাইরে কাজ করার প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন সে নিজেই রুজি রুটির জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়, যেমন স্বামীর মৃত্যু অথবা বয়োবৃদ্ধ পিতা...

ইত্যাদি। বস্তুত: কিছু দেশে যেখানে ইসলামের বিধান নেই, সেখানে নারীদের শুধু স্বামীর আয় বৃদ্ধির জন্য বাইরে কাজ করতে হয়। কোনো কোনো সময় পানি প্রার্থী শর্তারোপ করে যে, তাকে বিয়ে করবে তবে তাকে কাজ করতে হবে।

মোটকথা, একজন নারী তার প্রয়োজনে বাইরে কাজ করবেন, যদি সন্তান না থাকে তাহলে দাওয়াহ প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষকতা করতে পারেন।

মহিলাদের কাজের কিছু অসুবিধা তুলে ধরা হলো : যখন কোনো মহিলা কাজের জন্য বাইরে থাকে, তাকে অনিবার্যভাবেই কিছু লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, তাদের সঙ্গে মিশতে হয় এবং কর্মক্ষেত্রে নিরিবিলি কথাও বলতে হয়; যা ইসলামে নিষিদ্ধ। (খুলুওয়াত)

ধীরে ধীরে যে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে অগ্রসর হয়, সুগন্ধি ব্যবহার করে তাকে সুন্দরী দেখানোর জন্য পোশাক পরিধান করে, যাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত তার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। চূড়ান্ত পর্যায়ে সে বহু পাপে জড়িয়ে পড়ে।

কাজের জন্য বাইরে গেলে একজন মহিলা অবশ্যই তার ঘরের কর্তব্যে অবহেলা করতে বাধ্য হয়, যেমন স্বামী ও সন্তানের অধিকার হরণ।

এর কারণে কুরআনে নির্দেশিত স্বামীর কর্তৃত্ব অনেক মহিলার দ্বারা খর্ব হয়। মনে করুন কোনো মহিলা যদি স্বামীর চেয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন হন এবং স্বামীর চেয়েও অধিক বেতন পান। যদিও মূলত: এতে কোনো দোষ নেই। আপনি কি মনে করেন তিনি তার স্বামীর কোনো প্রয়োজন মনে করেন? এবং তাকে যথাযথভাবে মান্য করেন? নাকি সে ভাবে স্বামী ছাড়াই সে চলতে পারে। সে তার বাসর ঘরকেও অবহেলা করতে পারে। শুধুমাত্র ঐ মহিলা যার ভিতর আল্লাহভীতি আছে তার কথা ভিন্ন। সাধারণতঃ কর্মক্ষেত্রের সমস্যার কোনো অন্ত নেই।

দৈহিক শ্রান্তি, কাজের চাপ এবং ক্লেদ যা আছে তা মহিলাদের গঠনের বিপরীত।

উপসংহারে বলতে হয়, মহিলাদের বাইরে কাজের বিষয় তার অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সত্যপন্থা অবলম্বন করার পুরস্কারকে পার্থিব দৃষ্টিতে বিচার করলে হবে না। মুসলিম নারীদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো; তিনি যেন আল্লাহ এবং তাঁর স্বামীর আনুগত্য করে, যদি তাঁর স্বামী তাঁর নিজের এবং পরিবারের জন্য চাকরি ত্যাগ করতে বলেন। আরো কথা হলো, স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর কোনোরূপ প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয় এবং স্ত্রীর সম্পদ গ্রাস করা উচিত হবে না।

সমাধান-২০

পারিবারিক গোপনীয়তা কখনই প্রকাশ করবেন না

এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে–

১. কখনই সহবাস সংক্রান্ত গোপনীয়তা প্রকাশ করবেন না।
২. কখনই দাম্পত্য কলহ প্রকাশ করবেন না।
৩. পরিবার অথবা পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য মানহানিকর হয়, এমন গোপনীয়তা কখনই প্রকাশ করবেন না।

১. সহবাস সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ করা অবৈধ হওয়ার কারণ নিম্নরূপ

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন : "মহান বিচারের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে এবং তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে।" (মুসলিম: ৪/১৫৭)

অন্য কারণ পরবর্তী হাদীসে রয়েছে : আসমা বিনতে যায়েদ নবী কারীম ﷺ এর ঘরে ছিলেন, তখন নারী-পুরুষেরা বসেছিলেন' তিনি বলেন, "সম্ভবতঃ একজন লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে কিভাবে সহবাস করে তা প্রকাশ করতে পারে, অথবা কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে সহবাসের গোপনীয়তা প্রকাশ করতে পারে।" উপস্থিত সকলেই চুপ করে রইলেন। আসমা (রা) আরো বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিশ্চিত যে তারা উভয়ই এটা করতে পারে। মহানবী ﷺ বলেন, তারপরও তুমি এটা করবে না। যদি এটা কর তাহলে তুমি একটা পুরুষ শয়তানের মতো হলে যে আরেকটা নারী শয়তানের সঙ্গে রাস্তার উপর সহবাস করল আর অন্যরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

(মুসনাদে আহমদ-৬/৪৫৭, আল-বানী আদাবু যাফাফ পৃ-১৪৪)

অন্য বর্ণনায় আবু দাউদ (র) থেকে "... তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে। যে তার স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করে, দরজা আটকিয়ে নিজেকে ঢেকে এবং আল্লাহ তাআলা থেকে নিজেকে আবৃত করে নেয়। তারা উত্তর দিলেন, "জী"। তিনি বলেন, অতঃপর সে বসে এবং বলে, আমি এরূপ এরূপ করেছি। লোকেরা চুপ করে থাকলেন এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ মহিলাদের দিকে ফিরলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে তাদের সহবাসের গোপনীয়তাকে লোকদের নিকট প্রকাশ করে? তারা চুপ থাকলেন। অতঃপর একজন বালিকা এক হাঁটুর উপর ভর করে মাথা উচুঁ করলেন যেন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে

দেখতে এবং তাঁর কথা শুনতে পারেন। তিনি (বালিকা) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তারাও (পুরুষ) লোকদের নিকট গোপনীয়তা প্রকাশ করে, তারাও (নারী) গোপনীয়তা প্রকাশ করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা কি জান এ লোকেরা কার মতো?

তাদের উদাহরণ হলো ঐ নারী শয়তানের মতো যে, পুরুষ শয়তানের সঙ্গে রাস্তায় মিলিত হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে আর লোকেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। (সুনানে আবু দাউদ : ২/৬২৭, সহীহ আল জামী নং-৭০৩৭)

২. দাম্পত্য কলহ মানুষের নিকট প্রকাশ করার কারণে পরবর্তীতে আরো জটিলতা আনতে পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোপনীয় বিষয়ে লোকদের হস্তক্ষেপ বিষয়কে আরো রূঢ় করতে পারে। এ কলহ উভয়ের দু'জন নিকটাত্মীয়ের মাধ্যমে মীমাংসা হতে পারে। সরাসরি মীমাংসা অসম্ভব হলে এ ধরনের ব্যবস্থা শেষ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

ব্যাপার এ পর্যায়ে পৌঁছালে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে–

فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا .

অত:পর দু'জন শালিশ নিযুক্ত কর, একজন স্বামীর পরিবারের অপরজন স্ত্রীর পরিবারের। তারা যদি শান্তি চায় তাহলে আল্লাহ মীমাংসার ব্যবস্থা করে দেবেন।

(সূরা আন-নিসা : আয়াত-৩৫)

৩. পরিবারের কোনো সদস্যের গোপনীয়তা যা তার ক্ষতি করে এমন জিনিস প্রকাশ করাও অবৈধ। নিম্নের হাদীস অনুযায়ী বুঝা যায় : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : "অপরের দোষ অনুসন্ধান করো না। নিচের দৃষ্টান্তের মধ্যে আরেকটি শিক্ষা রয়েছে : মহান আল্লাহ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, নূহ এবং লূত (আ)-এর স্ত্রীদের; তারা ছিল আমার দুজন সৎ বান্দার অধীনে, কিন্তু তারা আমানতের খিয়ানত করেছিল তাদের স্বামীদের।" ইবনে কাসীরের মতে, নূহ (আ)-এর স্ত্রী নূহ (আ)-এর গোপন দাওয়াতের সংবাদ পাচার করত। যখনই কেউ নূহ (আ)-এর দাওয়াত কবুল করত তাঁর স্ত্রী তা বিরোধীদের জানিয়ে দিত। লূত (আ)-এর স্ত্রী অনুরূপ লূত (আ)-এর নিকট কেউ আসলে তা শয়তানদের নিকট জানিয়ে দিত, আর তারা তার বাড়িতে চড়াও হতো।

সমাধান-২১

ঘরে নৈতিকতা

ঘরে দয়ার ও ইহসানের চরিত্র ছড়িয়ে দেয়া : আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত : যদি আল্লাহ্ কোনো পরিবারের কল্যাণ চান তাহলে সদস্যদের মধ্যে দয়ার উদ্রেক করেন। (মুসনাদে আহমদ : ৬/৭১, সহীহ আল জামি : ২০৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : "যখন আল্লাহ্ কোনো পরিবারকে ভালোবাসেন তখন তার সদস্যদের মনেও দয়ার সৃষ্টি করেন।" (ইবনে আবু দুনিয়া সহীহ্ জামি : ৩০৩) এর অর্থ হলো একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া দেখাবেন। দয়া হলো সুখের কারণ। এটা স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য খুবই উপকারী।

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন–

"আল্লাহ্ দয়াকে ভালোবাসেন, এবং যেকোনো জিনিসের চাইতে অধিক প্রতিদান দেন।" (মুসলিম : ২৫৯৩)

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন–

اِرْحَمْ مَّنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِى السَّمَآءِ .

যারা পৃথিবীতে আছে তাদের দয়া কর, তা হলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাকে দয়া করবেন। (মিশকাত)

ঘরে নৈতিকতা বলতে আরো একটি জিনিসকে বুঝায় যেমন- আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন আর আপনার ৩/৪ বছরের ছেলে বা মেয়ে দেখে থাকলে এভাবে তা তার উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলবে। একদিন দু'দিন বা তিনদিন নৈতিকতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সমাধান-২২

স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য করা

অনেক লোক ঘরের কাজকে কম মর্যাদার মনে করে, তা করতে অস্বীকার করে। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ পোশাক সেলাই করেছেন জুতা মেরামত করেছেন, এবং সাধারণ কাজ-কর্ম করতেন।

(মুসনাদে আহমদ : ৬/১২১ সহীহ আলজামি' নং ৪৯৩৭)

এ হাদীস হযরত মা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন তাকে নবী করীম ﷺ-এর ঘরের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, "তিনি অন্য মানুষের মতোই ছিলেন, তিনি তার পোশাক পরিষ্কার করতেন, ভেড়ার দুগ্ধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।"

(মুহাম্মদ আহমদ : ২/২৫৬, ছিলছিলাহ সহীফা : ৬৭১)

সাধারণভাবে মহানবী ﷺ ঘরে যা করতেন তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন : তিনি প্রাত্যহিক কাজে-কর্মে সাহায্য করতেন, তবে সালাতের সময় হলে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। (সহীহ আল-বুখারী, ফতহুল বারী- ২/১৬২)

বর্তমানে আমরা যদি ঐরূপ করতাম, তাহলে, আমরা অনেক কিছুই অর্জন করতে পারতাম, যেমন–

১. আমরা নবী কারীম ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতাম।

২. আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাহায্য করতাম।

৩. আমরা নিজেদের বিনয়ী ভাবতে পারতাম।

স্ত্রীকে পারিবারিক সকল কাজকর্মে সহযোগিতা করলে নিজের মধ্যে বিদ্যমান অহংকার বিদূরীত হবে।

কিছু লোক কোনো কোনো সময় অতিরঞ্জিত করে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট রাতের খাবার দ্রুত আনতে বলে, অথচ তখনও রান্না চলছে, ওপরদিকে বাচ্চা কাঁদছে দুধ পান করার জন্য। তারা বাচ্চাটিকেও ধরে না, এক মুহূর্ত অপেক্ষাও করে না। আমরা উপরে লিখিত হাদীসগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

সমাধান-২৩

দয়া করা এবং কষ্ট স্বীকার করা

স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি দয়া ঘরে সুখ এবং শান্তি আনে। এটা এ কারণে যে, মহানবী ﷺ জাবির (রা)-কে কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে বললেন : "তুমি কেন কুমারী বিয়ে করলে না? তুমি তার সঙ্গে খেলতে পারতে, সেও তোমার সঙ্গে খেলতে পারত, তুমি তাকে আনন্দ দিতে পারতে এবং সেও তোমাকে আনন্দ দিতে পারত।" (বুখারী : ফতহুল বারী : ৯/১২১)

এ বিষয়ে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন : "চারটি খেলা ছাড়া বাকি সকল খেলা আল্লাহর যিকির থেকে ফিরিয়ে রাখে, এ চারটির মধ্যে একটি হলো : "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে খেলাধুলা করে।" (নাসায়ী পৃ- ৮৭)

নবী করীম ﷺ মাঝে মাঝে স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে খেলাধুলা করতেন : আয়েশা (রা) অনেক সময় যৌথভাবে গোসল করতেন, তিনি বলেন : "নবী করীম এবং আমি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি প্রথমে পানি আনলে আমি তাকে বলতাম আমার জন্য কিছু রাখুন, আমরা উভয়েই জানাবাতের (বড় নাপাকী) গোসল করতাম।" (মুসলিম, শারহু আননববী : ৪/৬)

মহানবী ﷺ-এর সবচেয়ে জানা ঘটনা শিশুদের সঙ্গে খেলার ব্যাপারে, ইমাম হাসান এবং হুসাইন (রা)-এর ঘটনা। আরো ঘটনা জানা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ বাইরে থেকে এসে যখনই শিশুদের ঘরের মধ্যে খেলতে দেখতেন তাদের যেতে দিতেন না। (মুসলিম : ৪/১৮৮৫-২৭৭২)

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত "ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার সময় নবী করীম ﷺ আমাদের অর্থাৎ হাসান, হুসাইন এবং আমাদের পেতেন। তিনি আমাদের একজনকে হাতে, আরেকজনকে পিঠে করে নিয়ে আসতেন এভাবে আমরা মদীনায় পৌঁছতাম। (মুসলিম ৪/১৮৮৫-২৭৭২)

বিপরীতপক্ষে, এমন অনেক ঘর আছে যেখানে কোনো হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক, খেলাধুলা এবং দয়ার কোনো স্থান নেই। যদি কেউ মনে করে বাচ্চাদের চুমু দেয়া ব্যক্তিত্বের খেলাফ, তাহলে তিনি যেন নিম্নের হাদীসটি অধ্যয়ন করেন–

আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত : নবী কারীম ﷺ আকরা ইবনে হাবিস (রা)-এর সামনে হাসান (রা)-কে চুম্বন করেন, তিনি বলেন : (আকরা) আমার ১০টি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের কাউকে চুমু দেইনি। নবী কারীম ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং বললেন : যে ব্যক্তি অন্যদের উপর দয়া করে না, তার উপর দয়া করা হয় না।' (সহীহ বুখারী, ফতহুল বারী : ১০/৪২৬)

সমাধান-২৪

ঘর থেকে খারাপ ব্যবহার দূর করা

খারাপ আচরণ থেকে কোনো পরিবারের সদস্যই মুক্ত নয়, যেমন- মিথ্যা বলা, গীবত করা ইত্যাদি। তবে এ ধরনের চরিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং এগুলোকে ঘর থেকে দূর করা উচিত। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের সমস্যায় দৈহিক শাস্তিই একমাত্র সমাধান আসলে তা নয়। এ ধরনের ঘটনায় মহানবী ﷺ কিভাবে সমাধান করতেন তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আপনারা জানতে পারবেন, যখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে পারতেন যে, তাঁর ঘরের কেউ মিথ্যা বলেছেন, তিনি তাঁকে তাওবা না করা পর্যন্ত এড়িয়ে চলতেন।

(ইমাম আহমদ : ৬/১৫২)

পিতা-মাতার এ হাদীস থেকে জেনে নেয়া উচিত যে, কাউকে দৈহিকভাবে শাস্তি দেয়ার চাইতেও এ পদ্ধতি বেশি উপকারী।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে গালি দিয়ে কথা বলেন তাহলে আপনার স্ত্রীতো আপনাকে গালি দিয়ে কথা বলবে। আর আপনাদের দেখা দেখি আপনার আদরের সন্তানও তা শিখে ফেলবে। তাই আদর্শ পরিবারের বৈশিষ্ট্য হলো সবার বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, অতিথিকে সম্মান দেয়া, কাজের লোকদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা এবং ছোটকে স্নেহ করা ইত্যাদি।

সমাধান-২৫

দর্শনীয় স্থানে একটি চাবুক বা লাঠি ঝুলিয়ে রাখা

বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাস্তির আভাস দেয়া শাস্তির একটি অভিজাত প্রকার। নিচের হাদীস অনুযায়ী দর্শনীয় স্থানে চাবুক ঝুলিয়ে রাখা একটি উপকারী পদ্ধতি। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন : এমন স্থানে একটি চাবুক ঝুলিয়ে রাখ, পরিবারের লোকেরা যাতে দেখতে পারে, কেননা এটা তাদের জন্য শৃংখলা।

(আত্‌ তাবারাণী : ১০-৩৪৪-৩৪৫)

শাস্তির যন্ত্রের দৃশ্যমানতা ঘরের সদস্যদের খারাপ আচরণ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে কারণ তারা এর দ্বারা শাস্তি পেতে পারে।

এ পদ্ধতি তাদেরকে সংশোধন করে এবং তাদেরকে সদাচরণে সাহায্য করে। এ বিষয়ে ইবনুল আম্বরী বলেন : "চাবুক পিটানোর জন্য নয়, কেননা কেউই সে আদেশ দেয়নি। পিতা হিসেবে আপনাকে তাদের শৃংখলার বিষয় অবহেলা করা উচিত নয়।" (ফয়জুল ক্বাদীর, আল-মানায়ী- ৪/৩২৫)

প্রহার কখনো শৃংখলার ভিত্তি হতে পারে না এবং এটা তখনই প্রয়োগ হতে পারে যখন এ ছাড়া আর কোনো পন্থা বাকি থাকে না। প্রহার কিভাবে সর্বশেষ অবস্থান তার উদাহরণ নিম্নলিখিত কুরআন ও হাদীস থেকে জেনে নিন−

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ـ

"আর যখন কোনো নারীর অবাধ্যতার (ঔদ্ধত্যের) ব্যাপারে তোমরা আশংকা কর, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

"তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়স থেকে সালাতের নির্দেশ দাও, আর ১০ বছর বয়স থেকে তাদের প্রহার কর যদি তারা অস্বীকার করে।"

(আবু দাউদ : ১/৩৩৪)

সাধারণত : বিনা কারণে প্রহার করা অন্যায়। বাস্তবে আল্লাহর রাসূল একজন মহিলাকে উগ্র লোকের সাথে বিয়ে বসতে নিষেধ করেছিলেন যেহেতু সে লাঠি বহন করে রাখত। বিপরীত পক্ষে যারা মনে করে প্রহার করা একেবারেই অন্যায় তাদের ধারণাও ভুল। এ ধরনের বিশ্বাস ইসলামী বিধানের সাথে বৈরী।

ঐ সকল জিনিস এড়িয়ে চলুন যা আপনার ঘরে শয়তানী কাজ আনয়ন করে।

সমাধান-২৬

পর্দা রক্ষা করা

এ ব্যাপারে নিশ্চিত করুন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে গায়রে মুহররিম (বিবাহ হালাল) কোনো লোক আপনার ঘরে যেন প্রবেশ না করে।

যদি এমন লোক প্রবেশ করে তাহলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন– মনে করুন আপনার স্ত্রীর খালাতো বা মামাতো ভাই আপনার অনুপস্থিতে বেশি বেশি আপনার বাসায় আসা-যাওয়া করল তাহলে আপনার স্ত্রী তার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। এতে করে আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর আকর্ষণ কমে যেতে পারে। এতে করে সমাজে ও পরিবারে অশান্তির ছায়া নেমে আসে।

আপনার অনুপস্থিতে যদি কোনো গায়রে মুহরিম পুরুষ আপনার স্ত্রীর সাথে ঘরে একাকী কথা বলে তাহলে এ অবস্থায় তৃতীয় জন হবে শয়তান।

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مُحْرَمٍ مِنْهَا فَاِنَّ ثَالِثُهَا الشَّيْطَانُ.

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান সে যেন কোনো নারীর সাথে এভাবে নিভৃতে একাকীত্বে মিলিত না হয় যে, তথায় কোনো মুহাররম (পুরুষ বা মহিলা) নেই। কেননা এরূপ সময়ে এ দুজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকবে শয়তান। (মুসনাদে আহমদ)

ঘরে দেবর বা ভাসুর যদি থাকে তাহলে তাদের দ্বারাও অঘটন ঘটতে পারে। এ গেল গায়রে মুহাররাম পুরুষ বা যাদের সাথে বিবাহ হালাল তাদের বিষয়।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যাদের সাথে বিবাহ হারাম তাদের দ্বারাও অপকর্ম হতে দেখা যায়। যেমন মামা এবং ভাগ্নী বা চাচা ও ভাতিজি যারা প্রায় সমবয়সী তাদের দ্বারাও এ জাতীয় সামাজিক অপকর্ম হতে দেখা যায়। তাই উপযুক্ত মেয়ে ঘরে থাকলে মুহরিম ও গায়রে মুহরিম থাকা অবস্থায় সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সমাধান-২৭

পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা

বিয়ের অনুষ্ঠান, বৌভাতের অনুষ্ঠান এবং এমনিতেই যে কোনো সাধারণ খাবার অনুষ্ঠান বা খাবার ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা বসা, খাওয়া-দাওয়া এবং প্রবেশ ও বাহির পথের আলাদা ব্যবস্থা থাকা চাই। যদি আলাদা বসার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে পর্দা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথচ পর্দা করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

হে নবী! তুমি মু'মীন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী ও সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাযত করে; এটাই হচ্ছে তাদের জন্যে উত্তম পন্থা; (কেননা তারা নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে যা করে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে পূর্নাঙ্গভাবে অবহিত রয়েছেন।)

হে নবী! একইভাবে তুমি মু'মীন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়, তবে তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিই) খোলা থাকে (তার কথা আলাদা), তারা যেন তাদের বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত সেবিকা দাসী, নিজেদের অধীনস্থ (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোনো কিছুই কামনা করার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা এখনো মহিলাদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না- (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) যমীনের ওপর তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না রাখে- যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছিল তা (পায়ের আওয়াযে) লোকদের কাছে জানা জানি হয়ে যায়; হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! (ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা কর, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে।

(সূরা নূর : আয়াত-৩০-৩১)

আমরা ইতিহাসের প্রতি তাকালে দেখতে পাই যে, নারীরা আলাদা অবস্থান করেছেন। যেমন রাসূল ﷺ-এর যুগে নারীরা মসজিদে এসে আলাদা কাতারে দাড়াতেন। যুদ্ধের ময়দানে নারীরা ভিন্ন দিকে অবস্থান করতেন এমনকি চলার সময়ও নারীরা সর্বদা তাদের স্বকীয়তা রক্ষা করে চলতেন।

বাংলাদেশের ঢাকা শহরসহ অন্যান্য শহরগুলোতে গায়ে হলুদ বা বৌ সাজানো এবং বর সাজানোর নামে যা হয় তা পাশ্চাত্য সমাজকেও হার মানায়। কনে সাজানোর জন্য বরের পক্ষ থেকে তার ছোট ভাই এবং বন্ধুরা আসে। তারা এসে হবু ভাবীকে ভাইয়ের আগেই স্পর্শ করার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। গভীর রাতে এ অনুষ্ঠান হওয়ার কারণে অপকর্মের এমন কোনো কিছু নেই যে তা হয় না।

অনুরূপভাবে বরকে সাজিয়ে দেয়ার জন্য কনের পক্ষ থেকে কনের ছোট বোন বা তার বান্ধবীরা আসেন। বড় বোন বা বান্ধবীর বিয়ের স্বাদ নেয়ার আগেই হবু দুলা থেকে তার ছোট বোন বা বান্ধবীদের আনন্দ ভোগ করার এক মহামিলন যেন। (নাউযুবিল্লাহ)

ইসলামের ফরয বিধান পর্দা রক্ষা না করার ফলে আমাদের পরিবার সমাজ বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পতিত হচ্ছে এবং অহরহ ঘটছে বিভিন্ন দুর্ঘটনা। সুতরাং এ জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সমাধান-২৮

অবৈধ সম্পর্কের ফিতনা

গাড়ির চালক এবং কাজের লোকদের দ্বারা ঘটতে পারে এমন বিপদ যা থেকে সাবধান। যুবতী দাসী বাড়িতে রাখলে বাড়ির যুবকদের জন্য এক ফিতনার বিষয় হয়। বিশেষ করে দাসী অসতী প্রকৃতির হলে অঙ্গরাগ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যুবকের মনে যে আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি করবে তা কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। নির্জনতায় খেতে দেয়া, তার রুম পরিষ্কার করা, কথাবার্তা বলা ইত্যাদি এ অনুরাগ বৃদ্ধির আরো সহায়ক হয় এবং পরে ঘটে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই আমরা দেখতে পাই কাজের মেয়ের সাথে পরকীয়ায় সাজানো সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি হত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে। অপর দিকে ড্রাইভারের সাথে স্ত্রীর পরকীয়ায় অসংখ্য সোনার সংখ্যার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ সকল অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। এছাড়াও এসব কাজের লোকদের কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. বাড়িতে দাসী রাখলে গৃহিণী সকল কর্তব্য হতে বিমুখী হয়। সে কাজ করতে ভুলে যায় এবং অলসতার অভ্যাস তৈরি হয়। ফলে দাসী না থাকলে তার আযাব শুরু হয়।

২. দাসী রেখে স্ত্রী নিজ শিশু সন্তানকে তার হাতে সঁপে দিয়ে খালি হাতে বিলাস সুখে উন্মাদিনী হয়। শিশুর প্রতিপালন হয় এ দাসীর হাতে। ফলে দাসীর আকিদা ও চরিত্রের কিছু না কিছু এ শিশুর কাঁচা মনে প্রভাব বিস্তার করে।

৩. শিশুর প্রতিপালনের জন্য মায়ের স্নেহ ও আদর-যত্ন একান্ত জরুরি। কিন্তু দাসীর হাতে সে স্নেহ, আদর-যত্ন ও আন্তরিকতা না থাকায় শিশু এসব হতে বঞ্চিত হওয়ায় তার নৈতিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিশু বড় হলে মা-কে ততটা ভালোবাসতে পারে না। অধিকন্তু শিশু মায়ের কথার অবাধ্য হয়, অথচ দাসীর কথার অনুগত হয়।

৪. দাসী অশিক্ষিতা বা কটুভাষিণী হলে সন্তানের শিক্ষা ও ভদ্রোচিত ভাষার উপরেও কঠোর প্রভাব পড়ে।

৫. দাসী রাখাতে সংসারে একটা বাড়তি লোকের খরচও বাড়ে। সে খরচ কে মিটাবে তা নিয়ে স্বামী ও উপার্জনশীল স্ত্রীর মাঝে কলহ বাধে। অথচ স্বামীকে বাইরের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে স্ত্রী যদি বাড়ির কাজ সামলে নেয়, তাহলে কত মন্দ ও ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়– তা সকলের অনুমেয়।

৬. দাসী কর্তৃক যাবতীয় কাজ করিয়ে নেয়ায় অভ্যস্ত মহিলারা বড় কুঁড়ে ও অলস হয়ে পড়ে। ফলে একগ্লাস পানি অথবা এক কাপ চাও গড়িয়ে পান করতে সক্ষম হয় না অথবা মন চায় না। কোনো কোনো পরিবারের (বিশেষতঃ সউদী আরবের) সুকন্যা আবার বিবাহের আক্‌দের সময় মোহরের উপর বাপের বাড়ির দাসীকে সঙ্গে নেয়ারও শর্তারোপ করে! এভাবে কত নারী আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে পরনির্ভরশীলা হয়ে নিজের শতমুখী ক্ষতি নিজেই ডেকে আনে তার ইয়ত্তা নেই।

৭. দাসী যখন বাড়ির সকল কাজের ভারপ্রাপ্তা হয়, তখন গৃহিণী অফুরন্ত সময় পায় হাতে। ফলে ঘুমায় বেশি, নিজের বাড়িতে অথবা অনুরূপ প্রতিবেশীর বাড়িতে মজলিস জমিয়ে অথবা টেলিফোনে পরনিন্দা, পরচর্চা, গীবত ও চোগলখোরীতে সময় ব্যয় করে। যাতে শুধু আখেরাত বরবাদ হয়।

৮. দাসী দ্বারা যোগ-যাদু, বাড়ির যুবতীদের কুটনামি (গুপ্ত প্রণয়ীর সাথে মিলন সংশোধন ও প্রেমপত্র আদান-প্রদান প্রভৃতি), চুরি ইত্যাদিও অনেক বাড়িতে হয়ে থাকে।

৯. শরীফ ও সম্ভ্রান্ত সুনামজাদা পরিবারে দাসী পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে অথবা অন্য কোনো দাস বা মজদুরের সাথে কোনো অপকর্ম করে ফেললে এ পরিবারের নাম ডুবে যায় এবং একটা দুর্নামের বাতাস ছড়িয়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে অসৎ ভৃত্য, রাখাল, কৃষাণ ও ড্রাইভার দ্বারা পরিবারের নির্মল পরিবেশ ঘোলাটে হয়। রাখাল বা কৃষাণকে যদি বাড়িতে থাকার বা ভিতরে আসার সাধারণ অনুমতি দেয়া যায়, তবে বাড়ির স্ত্রী-কন্যাদের উপর কী প্রভাব ফেলে তা ভুক্তভোগীরা অবশ্যই জানে। ড্রাইভারের সাথে গাড়িতে বাজার করতে অথবা হাওয়া খেতে নানা অঙ্গরাগে ও সুগন্ধির সোল্লাসে যখন যুবতীরা বের হয়, তখন দেখে মনে হয়, সে তাদের আপন কোনো মাহরমই বটে। এভাবে স্কুল বা

কুটুম্ববাড়ি যেতেও ড্রাইভার থাকে সাথে। পথিমধ্যে আপোষের খোশালাপ ও কোনো পরামর্শের মাঝে কথাবার্তায় তাদের হৃদয়বাগে গোপন অনুরাগ জন্ম নেয়। ফলে কোনো না কোনো দিন ড্রাইভার পরিচিত রোড ত্যাগ করে অপরিচিতি রোডে নির্জন পার্ক বা গার্ডেনের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালায়।

অতএব অবস্থা যদি এই হয়, সাধুবেশে সধবার স্বামী হয়ে উপপত্নী দাসীর সাথে অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক গড়া হয় এবং সতীর বেশে পতির কূলবধূবেশে যদি উপপতি ভৃত্য বা ড্রাইভারের সাথে অবৈধ ও গর্হিত কর্মে মন দেয়া হয়, তাহলে পরিবার ও পরিবেশের অবস্থা কী হবে? দ্বীন-ধর্মের আলো আর কোথায় থাকবে? বিশেষ করে দাস-দাসী যদি অমুসলিম হয়, তবে তারা এই পরিবেশ হতে কী প্রভাব ও শিক্ষা নেবে? তারা কি ভাববে না যে, এটাই ওদের ধর্ম? তারা কি কোনো দিন ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা এ সব জানার পর ভুলেও গ্রহণ করবে?

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا "কথা বললে ন্যায্য বল ...।"

(সূরা আল-আনআম : আয়াত-১৫২)

তাই এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বহু কাফের দাস-দাসীই মুসলিমদের পরিবেশে এসে প্রকৃত মুসলিম হয়েছে। আর বহু দাস-দাসী এমনও পাওয়া যায়, যারা বস্তুতই পাক্কা মুসলিম, অনেক ক্ষেত্রে প্রভুর চেয়েও উত্তম। তারা কাজের ব্যস্ততার মাঝেও গৃহবাসীর অপেক্ষা অধিক নামায-রোযা ও তেলায়াতের পাবন্দ হয়।

আবার বহু পরিবারের জন্য দাস-দাসী যে একান্ত জরুরি– সে কথাও অনস্বীকার্য। বিশেষ করে সেই পরিবারে যাদের সন্তান-সন্ততি বেশি, অথবা গৃহিণী বা গৃহকর্তা দীর্ঘ বা চিররোগী, অথবা কাজ শক্ত হওয়ায় একা করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা যে, শরীয়তি শর্তাবলি এবং তার অনুশাসনিক ধারার অনুবর্তী হয়ে কে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করে দাস-দাসী ব্যবহার করে? ক'জন আছে যারা দাসীর সাথে নির্জনতাবলম্বন করে না, তার সৌন্দর্যের উপর দৃষ্টিপাত করে না, তাকে পর্দার আদেশ দেয় ও পর্দার সাথে রাখে, যখন বাড়িতে আসে, তখন দাসী ছাড়া অন্য কেউ না থাকলে বাড়িতে প্রবেশ করে না এবং কয়টিই বা প্রকৃত মুসলিম দাস-দাসী আছে? যারা পর্দা রক্ষা করে। সুতরাং যাদের বাড়িতে দাস-দাসী, রাখাল-কৃষাণ অবাধে প্রবেশ করে, আসে যায় তাদের জন্য ভাববার

বিষয় যে, তারা প্রকৃতই কি এসব শর্তাবলি মেনে চলে? বস্তুতঃ তাদেরই জন্য ইউসুফ (আ)-এর ইতিহাসে বড় উপদেশ রয়েছে। আর তাদের জানা উচিত যে, দাস বা ভৃত্য মুত্তাকী হলেও প্রভুপত্নী বা প্রভুকন্যা উপযাচিকা হতে পারে।

আল্লাহ্ বলেন–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ـ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهِ ـ

"ইউসুফ যে মহিলার গৃহে ছিল সে (ইউসুফের) নিকট হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো।' সে বলল, 'আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তোমার স্বামী আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন। সীমালঙ্ঘনকারীরা অবশ্যই সফলকাম হয় না। সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পরত; যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত।"

(সূরা ইউসুফ : আয়াত-২৩-২৪)

কিন্তু ইউসুফের মতো কয়জন আছে? অতএব সাবধান!

উপরন্তু একান্ত দরকারী ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে–

১. আল্লাহভীতি হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক রাখা এবং ফিতনার ভয় হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। শরয়ী পর্দা ও আদবের অনুগত হওয়া।

২. যথাসম্ভব নিজের কর্ম নিজে করা এবং দাস-দাসী ব্যবহার না করা। একান্ত প্রয়োজনে মাহারেম আত্মীয়-স্বজনদের একে অপরকে সাহায্য করা।

৩. যদি তা সম্ভব না হয়, তবে সাময়িকভাবে অতি প্রয়োজনে শরয়ী আদবের সাথে দাস-দাসী ব্যবহার করা। স্থানীয় মানুষ রাখা; যাতে কাজ সেরে তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে রাত্রিবাস করে।

৪. আত্মসচেতনশীল হওয়া। পরিবারের কারো পদস্খলন ঘটছে কিনা অথবা দাস-দাসীর তরফ হতে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি না– তা সূক্ষ্ম ও শক্তভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

ফর্মা-০৬, ৫০টি সমাধান

৫. মন দিয়ে দাস-দাসীদের মন জয় করা, ইখলাস দিয়ে তাদের কাজে ইখলাস নেয়া। যথা সময়ে তাদের বেতন প্রদান করা। মাঝে মধ্যে বিশেষ করে ঈদে তাদেরকে ছোট-খাট উপঢৌকন বা হাদিয়া দান করা; যাতে তাদের মনে কাজের একনিষ্ঠতা, মালিকের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ আসে। কিন্তু যে বিলাস-গর্বিত পরিবেশের মানুষকে মানুষ বলে স্থান দেয়া হয় না। মুসলিমকে মুসলিম বলে এবং আলেমকে আলেম বলে মান দেয়া হয় না। যেখানে দাস-দাসী, মজদুর ক্রীতদাস ও কেনা বাঁদী (বরং অনেক ক্ষেত্রে পশু) বলে বিবেচিত হয়, তাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার নজরে দেখা হয়। বিভিন্ন ছল-ছুতায় তাদের অধিকার নষ্ট করে আত্মসাৎ করা হয়, সামান্য দোষে তাদেরকে গালমন্দ ও প্রহার করা হয়, মেহনত করে খায় বলেই তাদেরকে এ সমাজে অপাঙ্ক্তেয় করে রাখা হয়। ইসলাম ও মানবতার অমায়িক মধুর ব্যবহার যে পরিবেশে প্রদর্শিত হয় না, সে পরিবেশ আকীদায় শুদ্ধ ও উন্নত হলেও আমলে দুর্গত। এমন পরিবেশ ও সমাজ অতি সহজেই যে ঘোলাটে হবে– তাতে সন্দেহ নেই। অগণিত নিপীড়িত ও অত্যাচারিত দাস-দাসীর ধূমায়মান বদ-দুআর আগুন যখন জ্বলে উঠবে, তখন দর্পহারীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হবে। যেহেতু অত্যাচারিতের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল নেই।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা সমীচীন বলে মনে করছি। স্কুল-কলেজে যে ছেলে-মেয়ের সহশিক্ষা লাভ করছে তাতে চারিত্রিক দিকটা প্রায় ধ্বংসই হয়ে যায়। অনুরূপভাবে পুরুষ টিউটর দ্বারা কিশোরী বা যুবতী মেয়েকে প্রাইভেট পড়ানো এবং মহিলা টিউটর দ্বারা কিশোর ও যুবক ছেলেকে টিউশনি পড়ানোও কম সর্বনাশা ব্যাপার নয়। তেমনি বাড়ির ভিতরে কোনো টিউটরকে নিয়মিত পড়াতে সুযোগ দিলে তাও বড় আকারের দুর্যোগ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং পাশের বাড়িতে আগুন দেখে নিজের চালে আগে থেকেই পানি ঢালা বুদ্ধিমানের কাজ বৈকি।

সমাধান-২৯

পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ না করা

নারী ও পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি

নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন, নারীর জন্যে পুরুষের সাদৃশ্য পোশাক পরিধান করা এবং পুরুষদের জন্যে নারীসুলভ পোশাক পরিধান সম্পূর্ণ হারাম।

(আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাবান)

উপরন্তু তিনি পুরুষের সাথে নারীর এবং নারীর সাথে পুরুষের সাদৃশ্যকারীদের ওপর অভিপাশ করেছেন। (বুখারী)

সাদৃশ্যকরণ পর্যায়ে কথাবার্তা, গতিবিধি, চলাফেরা, ওঠাবসা ও পোশাক পরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই গণ্য।

স্বীয় প্রকৃতিকে অস্বীকার করা ও স্বভাবের দাবিসমূহ প্রতিপূরণ করতে প্রস্তুত না হওয়া– তার বিপরীত আচার-আচরণ অবলম্বন করাই হচ্ছে মানব জীবনে ও সমাজ ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার মৌল কারণ। পুরুষ এক বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী। নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। একজনের স্বভাব প্রকৃতির সাথে অপর জনের স্বভাব-প্রকৃতির আদৌ কোনো মিল বা সাদৃশ্য নেই। কিন্তু পুরুষ যখন 'নারী' হবার চেষ্টা চালায় এবং নারীরা পুরুষের সাদৃশ্য চালচলন ও স্বভাব-প্রকৃতি ধারণ করতে চায়, তখন চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ই হয় অনিবার্য পরিণতি।

যে পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ বানিয়েছেন, কিন্তু সে নিজেকে নারী বানাতে ও নারীর সাথে সাদৃশ্য করতে চায় এবং যে নারীকে আল্লাহ তা'আলা নারী বানিয়েছেন, কিন্তু সে নিজেকে পুরুষের সাদৃশ্য বিশেষত্বে ভূষিত করতে চায়, এ উভয়ের ওপর রাসূলে করীম ﷺ অভিসম্পাত করেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই তারা অভিশপ্ত। আল্লাহর ফেরেশতাগণও এ অভিসম্পাতে একাত্ম।

এ কারণেই নবী করীম ﷺ পুরুষদের জন্যে হলুদ বর্ণের কাপড় নিষেধ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন–

نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِى .... وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ ـ

রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে স্বর্ণের অঙ্গুরীয়, রেশমী পোশাক ও হলুদ বর্ণের কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : রাসূলে করীম ﷺ আমার পরনে দু'খানি হলুদ কাপড় দেখতে পেয়ে বললেন–

اِنَّ هٰذِهٖ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبِسْهَا ـ

এ হচ্ছে কাফিরদের কাপড়। কাজেই তুমি তা পরবে না।

সমাধান-৩০

টেলিভিশনের ক্ষতি থেকে পরিবারকে রক্ষা করা

সিনেমা দেখা

এ কালের সিনেমা-থিয়েটার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কী, সিনেমা থিয়েটারে প্রবেশ করা ও দেখা মুসলমানদের জন্যে জায়েয কিনা, তা অনেকেই জানতে চান।

সিনেমা-থিয়েটার ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস যে চিত্ত-বিনোদনের বড় মাধ্যম, তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সাথে এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব আধুনিক মাধ্যমকে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে বলা যায়, সিনেমা বা ফিল্মে মূলত ও স্বত:ই কোনো দোষ বা খারাপী নেই। তা কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দিয়ে কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটাই আসল প্রশ্ন। এ কারণে এই গ্রন্থকারের মতে সিনেমা বা ফিল্ম ভালো ও উত্তম জিনিস। নিম্নোক্ত শর্তসমূহ সহকারে কাজে লাগালে তা খুবই কল্যাণকর হতে পারে।

প্রথমত : যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যকে তার দ্বারা প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত করা হয় তা যেন নির্লজ্জতা-নগ্নতা-অশ্লীলতা ও ফিস্‌ক-ফুজুরী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, শরীয়ত ও তার নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী না হয়। উপস্থাপিত কাহিনী যদি দর্শকদের মধ্যে হীন যৌন আবেগ জাগরণকারী, গুনাহের কাজে প্রবণতা সৃষ্টিকারী, অপরাধমূলক কাজে উদ্বুদ্ধকারী কিংবা ভুল চিন্তা-বিশ্বাস প্রচলনকারী হয়, তাহলে এ ধরনের ফিল্ম অবশ্যই হারাম। তা দেখা কোনো মুসলমানের জন্যে হালাল বা জায়েয নয় কিংবা অবশ্যই তা দেখার উৎসাহও দেয়া যাবে না।

(আমাদের দেশে যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হয় তাতে এসব ভুল ও মারাত্মক উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত কোনো ফিল্ম হয় বলে মনে করা যায় না। সাধারণত যুবক-যুবতীদের প্রেম ও নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব–এ সবই ফিল্মের আসল প্রতিপাদ্য। পুরুষ নারীদের রূপ ও যৌবন প্রদর্শনই এগুলোর প্রধান উপজীব্য, চাকচিক্য ও আকর্ষণ। সেই সাথে থাকে চিত্তহীন নৃত্য ও সঙ্গীত। সিনেমার প্রেমভরা লজ্জা-শরম বিধ্বংসী ও চরিত্র হানিকর কথোপকথন ও গান গোটা পরিবেশকে পুতিগন্ধময় করে রেখেছে। সত্য বলতে কি, বর্তমানে সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয়ের মূলে এ কালের এ ছবি-সিনেমার অবদান অনেক বেশি। কাজেই তা কোনোক্রমেই জায়েয হতে

পারে না। তবে কোনো ফিল্ম যদি বাস্তবিকই এসব কদর্যতা মুক্ত ও কল্যাণময় ভাবধারা সম্পন্ন হয়, তবে তাতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।)

সত্যি বলতে কী! আমাদের মহিলা সমাজের টিভি দর্শকদের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ মহিলা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন চ্যানেলের সিরিয়াল দেখতে অভ্যস্ত। তারা টিভিতে অন্য কিছু দেখুক আর না দেখুক এই সিরিয়াল তাদের দেখতেই হবে। অন্য কিছু দেখার সময় না পেলেও অন্তত সিরিয়ালের সময় তারা হাতে কোনো কাজ রাখে না। আমার জানা মতে এই সিরিয়ালগুলোর মূল উপজীব্য বিষয় হলো সংসার ভাঙা। অর্থাৎ বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্বে কীভাবে একটি সুন্দর সংসারের যবনিকা ঘটে তাই এই সিরিয়ালগুলোতে স্পষ্ট। এসব সিরিয়াল আমাদের সহজ সরল মা-বোনদের উপর বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়ত: কোনোরূপ দ্বীনী ও বৈষয়িক দায়িত্ব পালনের প্রতি যেন উপেক্ষা প্রদর্শিত না হয়। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায- যা সকল মুসলিমের ওপরই ফরয তা আদায় করতে কোনো বিঘ্ন দেখা না দেয়। ছবি দেখার কারণে নামায বিশেষ করে মাগরিবের নামায যেন বিনষ্ট না হয়। তাহলে তা দেখা কিছুতেই জায়েয হবে না। তাহলে তা কুরআনের এ আয়াতে মধ্যে পড়বে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

ধ্বংস সেসব সালাতের জন্যে যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে গাফিল বা উপেক্ষা প্রদর্শনকারী।

এ আয়াতের سَاهُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সালাত সময়মত না পড়লেই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়।

তৃতীয়ত : সিনেমা দর্শকদের কর্তব্য ভিন্ ও গায়রে মুহাররম নারী-পুরুষদের সাথে সর্বপ্রকার সংমিশ্রণ বা ঢলাঢলি পরিহার করে চলা, এ ধরনের স্থান বা অবস্থা এড়িয়ে চলা। কেননা তাতে মানুষের নৈতিক বিপদ ঘটতে পারে, সেজন্যে লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বিশেষত এ কারণে যে, সিনেমা সাধারণত অন্ধকারেই দেখা হয়। এ হাদীসটি স্মরণীয়–

لَاَنْ يُّطْعَنَ فِىْ رَاْسِ اَحَدِكُمْ بِمُخَيِّطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَّمَسَّ اِمْرَاَةً لَا تَحِلُّ لَهٗ ـ

তোমাদের কারো সুঁচ বিদ্ধ হওয়া কোনো গায়রে মাহরিম নারীর স্পর্শ হওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। (বায়হাকী, তিবরানী)

বর্তমানে আমাদের দেশে অগণিত টিভি চ্যানেল আছে। এ চ্যানেল ২০ মিনিট করে দেখলেও টিভি দেখা শেষ হবে না। টিভির প্রোগ্রামগুলো আমাদেরকে সুশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষাই বেশি প্রদান করে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত টিভি চ্যানেলগুলো নিয়ন্ত্রণ করা। হাতেগণা কয়েকটি চ্যানেল ছাড়া বাকিগুলো আপনি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন। আর কার্টুনগুলো আমাদের সন্তানদের না দেখালেই ভালো হয়। বাইরের চ্যানেলগুলোর মধ্যে পিস বাংলা এবং সৌদী আরবের আল মুবাশেরা চ্যানেলটি যাতে কাবার সালাত, জুমআ, তারাবী ও তাহাজ্জুদ সরাসরি দেখানো হয় এবং বেশির ভাগ সময় কুরআন তেলাওয়াত করে।

আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোর মধ্যে ইসলামিক টিভি ও দিগন্ত টেলিভিশনের 'সরল পথ'সহ বেশ কিছু ইসলামী শিক্ষণীয় প্রোগ্রাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুফল বয়ে আনতে সক্ষম।

টিভি-র অপকারিতা ও অনিষ্ঠকারিতা প্রসঙ্গে একটি সমীক্ষা নিম্নরূপ–

আকীদাগত অপকার :

১. কুফরী ও বাতিল ধর্মবিশ্বাস, প্রতীক, উপাস্য প্রদর্শন ও প্রচার করা হয়। যাতে মুসলিমের আকীদা ও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানে অথবা দুই আকীদার সংমিশ্রণ ঘটে।

২. বহু চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয় যে, একজন মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হচ্ছে। অথবা কোনো গাছ-পাথরে কারো জীবন অথবা মরণ দান করছে, কোনো কবরের নিকট সন্তান চেয়ে সন্তান হচ্ছে ইত্যাদি। যাতে অজ্ঞ মুসলিমরা জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ ও কবরবাদে বিশ্বাসী হয়ে বসে।

৩. অলীক ও অসার কর্মকাণ্ড, তেলেস্মাতি ও ঐন্দ্রজালিক বিষয়, জাহেলিয়াতি, কুসংস্কার, জ্যোতিষ গণনা, কথায় কথায় গায়রুল্লাহর নামে কসম, আল্লাহ ও ধর্ম নিয়ে, তকদীর বা ভাগ্য নিয়ে বিদ্রূপ ও পরিহাস প্রভৃতির প্রচার ও প্রদর্শন যা তাওহীদের পরিপন্থী।

৪. এমন ইসলামী পরিবেশ প্রদর্শিত হয় (যেমন গান-বাদ্য-মদ্য-নারীতে সরগরম) যাতে মনে হয় মুসলমানরা এ রকমই। অনেকে তার অনুকরণ করার চেষ্টাও করে।

৫. কাফের অভিনেতা ও অভিনেত্রীর তাযীম মুসলিমের মনে স্থান পায়। তারা তাদের নিয়ে গর্ব করে; বরং তাদের ছবি বাড়িতে টাঙ্গিয়ে রেখে পূজা করে

এবং বিভিন্ন ফ্যাশন ও কাটিং-এ তাদের অনুকরণ করে। যেমন পুরুষেরা চুলে বচ্চন বা মিথুন কাট, নারীর চুলে কারিনা, প্রিয়াংকা কাট। তাছাড়া চলনে, বলনে, প্রেমেও তাদের অভিনয়ের অনুকরণ করা হয়।

৬. ধর্ম পরিত্যাগ করে একাকার হওয়ার আহ্বান, সব ধর্ম সমান হওয়ার শ্লোগান ইত্যাদি; যাতে মুসলিমের আকীদা ও তাওহীদ ধ্বংস হয়ে যায়।

৭. প্রচার হয় ভিন্ন ধর্ম ও বাতিল মতবাদ; কিন্তু মুসলিম তা দর্শন করে নিজের ধর্ম হারায়।

সামাজিক অপকার

১. অপরাধী অথচ সম্মানিত, মহাপরাধ করলেও সম্মান পাওয়া যায় তা প্রদর্শন।

২. খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মার-পিট প্রভৃতি প্রতি আহ্বান।

৩. চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, স্মাগলিং (অপানয়ন), ঘুষখোরী, মিথ্যাচারণে প্রভৃতি উপায় ও পদ্ধতির শিক্ষাদান।

৪. এরূপ ফিল্ম দর্শনে অনেক কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর মাস্তানি, গুণ্ডামি, ইতরামি, চৌর্য, ফাইটিং ইত্যাদির মানসিকতা গড়ে ওঠে।

৫. নারীকে পুরুষসুলভ আচরণ এবং পুরুষকে নারীসুলভ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধকরণ। যাতে রাসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন। অভিনয়ে একজন পুরুষ নারী সাজে, নারীর পরন, চলন ও বলন ধারণ করে, কৃত্রিম কেশ ও বক্ষোজ ব্যবহার করে, অলঙ্কারাদি এবং অঙ্গরাগ দ্বারা সুললিতা রঙ্গিনী সাজে। অনুরূপভাবে একজন নারী কৃত্রিম শ্মশ্রু ব্যবহার এবং পৌরুষ কণ্ঠস্বর নকল করে পুরুষ সাজে; যাতে সমাজে কেমন যেন একটা লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসার হয়।

৬. রাসূল, সাহাবী আলেম বা মুজাহিদের পরিবর্তে কোনো হিরো বা হিরোইন এবং নর্তকী বা খেলোয়াড় দর্শকের আদর্শও অনুকৃত হয়।

৭. পরিবারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার অভাব দেখা দেয়। ফিল্ম বা কোনো চিত্তাকর্ষী প্রোগ্রাম চলাকালীন অসুস্থ পিতা-মাতা বা স্ত্রী-পুত্র কারো প্রতি খেয়াল থাকে না। এই উন্মাদনায় কখনো বা কেউ খেতেও ভুলে যায়।

৮. অনেক সময় প্রোগ্রাম দেখার জন্য ছেলে-মেয়ে, প্রতিবেশী বা আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি বিরক্তি ও অভক্তি প্রকাশ করা হয়। কারণ, তারা এ প্রোগ্রামের সময়ই তার ডিস্টার্ব করে তাই।

৯. পর্দার সামনে বসে থেকে যে সময় নষ্ট হয় তাতে সমাজের বহু কাজে অলসতা ও মন্থরতা আনে। উন্নয়নের পথে এক বাধা পড়ে।

১০. ছবির কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর রূপ ও সৌন্দর্য বিচার নিয়ে কখনো কখনো দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়।

১১. অবিরাম চলচ্চিত্র দর্শনের আত্মসচেতনশীলতা এবং রুচিসম্পন্নতা অপসৃত হয়। যখন অভ্যাসগতভাবে স্ত্রীর পর্দাহীনতা, কন্যা ও ভগিনীর নগ্নতা দেখেও কিছু মনে হয় না। কারণ, পূর্বেই সে নারী ও স্ত্রী স্বাধীনতা এবং বল্গাহীন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যায়।

১২. 'ফ্রি সার্ভিস' রঙ মহলে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীর ভিড় জমে। গ্রামে বা পাড়ায় একটি মহলে হলেই সেখানের পরিবেশ ঘোলাটে করার জন্য যথেষ্ট হয়।

চরিত্রগত অপকার

১. চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষের নগ্ন রূপ প্রদর্শনে যৌনকামনা জাগরিত করা হয়।

২. ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং অপক্ক বয়সেই 'ইচরে পাকা' হয়ে যায়।

৩. এমন ভ্যারাইটিজ কাটিং-এর পোশাক পরিহিত মডেল যুবক-যুবতী প্রদর্শিত হয়, যাতে আধুনিকতা ও ফ্যাশানের নামে থাকে নগ্নতা, অশ্লীলতা। রুচিবান মানুষ যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লজ্জাবোধ করে। অথচ নির্লজ্জ দর্শক যুবক-যুবতীরা তাদের অনুকরণে সেই বেসামাল ও সেক্সী পোশাক সবার সামনে ব্যবহার করতে গর্ব অনুভব করে।

৪. ভালোবাসা ও প্রেম প্রশিক্ষণ। অবৈধ প্রণয় ও অন্যায় সম্পর্ক গড়ার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানদান। প্রেম বিনিময়, অভিমান, অভিসার, উপযাচকতা, টিস-কিস ইত্যাদির হাতে-কলমে শিক্ষাদান।

৫. বিবাহের পূর্বে দম্পতির একত্রে স্বাধীন আহার-বিহার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদর্শন। যাতে প্রভাবিত হয়ে আজকাল অনেক ছেলে-মেয়েই নিজের বিবাহের জন্য আর মা-বাপের তোয়াক্কা করে না। বরং 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া, ছুপ-ছুপকে আহেঁ ভরনা কিয়া' বলেই উন্নাসিকতায় বিনা খরচে পিতামাতার ঘরে ইঙ্গবঙ্গীয়া বা হিনমুস বউ ঘরে নিয়ে আসে। তবে মজার কথা এই যে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ এমন দাম্পত্য অধিকাংশই টিকে না। কারণ, প্রায়শঃ এসব পিরিত বা পিয়ারে কেবলমাত্র এক প্রকার যৌনপীড়া বা পিপাসা থাকে। সেই পীড়া বা পিয়াস দূর হলেই সব দূর হয়ে যায়।

৬. অত্যাধিক ব্যভিচার সংঘটন। কারণ, এ সব দৃশ্য দেখে যুবক-যুবতীরা যে প্রেরণা পায় তাতে উভয়ের মনেই সঙ্গীর খোঁজ থাকে। কোনো সঙ্গী পেলে ছবির অনুকরণ চলে এবং সেই দর্শন স্মৃতি জাগরিত করে কামতৃষ্ণা নিবারণ করা হয়।

৭. এডাল্ট সীন বা নীল ছবি দর্শনের সময় যে অবস্থা হয় তা বলাই বাহুল্য। উত্তেজনায় উদভ্রান্ত হয়ে কত যে ব্যভিচার, সমকাম, মাহারেমের উপরও হামলা, হস্তমৈথুন এবং বহুবিধ অসঙ্গত যৌনাচার ঘটে থাকে এবং সর্বনাশী, চরিত্র বিধ্বংসী চিত্রে তা বহু মানুষই শুনে এবং পড়ে থাকবে!

৮. নির্লজ্জ ও প্রগলভ নৃত্যগীত যা রুচিবান মানুষকে লজ্জা দেয়। যা নীচতা ও হীনতায় যুবকদেরকে প্রবুদ্ধ করে অশ্লীলতা ও নোংরামীতে ফেলে।

৯. হাস্য-কৌতুক বা কমিডি ফিল্ম দর্শন মানুষের মনে গাম্ভীর্যহীনতা, কৌতুকতা ও টিটাকাকীর জন্ম হয়। তাছাড়া অধিক হাস্যতে অন্তরও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে।

১০. এক পরিবারে একই পর্দার সম্মুখে পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী একই স্থানে বসে একত্রে এ জাতীয় ছবি, এডাল্ট সীন, ডিস্কো ড্যান্স এবং প্রেম নিবেদনের অভিনয় দেখে থাকে! যা নেহাতই নির্লজ্জতা ও নীচ চরিত্রের পরিচায়ক এবং নিদারুন বেদনাব্যঞ্জক মুসলিম পরিবার ও সমাজের জন্য।

১১. ছেলে-মেয়েদের চরিত্রের সাথে পড়াশুনারও প্রচুর ক্ষতি সাধন হয় এই প্রিয়তমার অভিসারে।

ইবাদতগত অপকার

১. সময়ে নামায পরিত্যাগ করা হয়, নামাযে অমনোযোগ আসে এবং প্রোগ্রামের প্রতি মন আকৃষ্টমান থাকে। প্রোগ্রাম দেখার পর নামায পড়লেও নামাযের মাঝেই প্রোগ্রাম সম্পর্কিত আন্তরিক পর্যালোচনা, বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে বিচার ও বিবেকে মানসিক আন্দোলন, ঘটনার বিভিন্ন প্রতিচ্ছবির প্রভাব ও প্রতিফলন ঘটে। ফলে তার নামায 'নামজ' হয়ে রয়ে যায়। আর এমন নামাযীর জন্য ওয়াইল (ধ্বংস)।

২. ফজরের নামায কাযা হয়। কারণ, টি, ভির প্রোগ্রাম দর্শনে অধিক রাত্রি জাগরণের ফলে কার সাধ্য ফজরে গাত্রোত্থান করে?

৩. রোযাদার দর্শকের রোযার ফল নষ্ট হয় এই অবৈধ অশ্লীল ফিল্ম দর্শনে।

৪. পর্দা, একাধিক বিবাহ, তালাক প্রভৃতি বর্বরতা ও কুসংস্কাররূপে প্রদর্শিত হয়। যাতে থাকে অসঙ্গত পরিহাস ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

৫. ধর্মীয় পণ্ডিত বা ধর্মপ্রাণ মানুষকে এমন মোল্লা ও গোঁড়ার চরিত্রে দেখানো হয়, যাতে সত্য সত্যই তাদের প্রতি দর্শকের মনে অভক্তি, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে।

৬. বিজাতির চালচলন মুসলিমদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। দর্শনে চোখের ব্যভিচার হয়, মনের অবৈধ কামনা ও সাধ জাগে। নারীর পরপুরুষ এবং পুরুষের পরনারীর প্রতি কামদর্শন এবং তাদেরকে নিয়ে গর্ব করা হয়। চোখের তৃপ্তি ও মনের অবৈধ স্বাদ অনুভব করা হয়; যা শরীয়তে সম্পূর্ণ অবৈধ। তাছাড়া ছবির সাথে অবৈধ গান-বাজনাও শুনতে হয় যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

ঐতিহাসিক অপকার

১. সাধারণত: অভিনীত নাট্য ও ফিল্মে অধিকাংশ অতিরঞ্জিত ও কল্পিত বিষয় হয়ে থাকে। কিন্তু কল্পনার ফলে কত যে ইতিহাস বিকৃত করা হয়, তা ঐতিহাসিক ছাড়াও যারা ইতিহাস পড়েন তাঁরা জানবেন।

২. ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা হয়। তার গর্বের ইতিহাসকে খর্ব করে অথবা ধামাচাপা দিয়ে কলঙ্কের ইঙ্গিতবহ ইতিহাস প্রচার ও প্রদর্শন করা হয়।

৩. প্রকৃত অত্যাচারীকে অত্যাচারিত এবং তার বিপরীত প্রদর্শিত হয়।

৪. কল্পনার কলে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করার চেষ্টা করা হয় এবং এই সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক ছবি দর্শনের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

৫. ঐতিহাসিক ফিল্মে সাহাবা, তাবেয়ীন ও উলামাগণের মহান চরিত্র অভিনয় করে দুশ্চরিত্র কাফের, ফাসেক অভিনেতা এবং সাধ্বী, মহীয়সী ও গরীয়সী মুসলিম নারীর চরিত্রাভিনয় করে একজন কাফের বা ভ্রষ্টা মেয়ে! যাতে তাঁদের সেই মহান চরিত্র ওদের অভিনয়ে অনেকাংশে কলঙ্কিত ও ত্রুটিযুক্ত হয়! বিকৃত হয় তাঁদের আসল চরিত্র!

মানসিক অপকার

১. গোলাগোলি, কাটাকাটি, মারামারি, খুনাখুনি প্রভৃতি ফাইটিং চিত্র দর্শনে মনে নৃশংসতা, কঠোরতা, শত্রুতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম হয়।

২. ভৌতিক, হিংস্র ও কাল্পনিক জন্তু-সম্বলিত বা ইচ্ছাধারী নাগ-নাগিনীর ছবি দেখে মনে মনে অনেকের (বিশেষ করে শিশুদের) অত্যন্ত ভয় জন্মে। যার ফলে স্বপ্নে ও জাগ্রতাবস্থায়ও মানসিক কষ্ট ও ভয় পেয়ে থাকে।

৩. কাফেরদের বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ, অস্ত্রভাণ্ডার ও পরাশক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করে মুসলিমরা মানসিক পরাজয়ের স্বীকার এবং হীনাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে মনে মনে ভীতির সঞ্চার হলে নিজেদেরকে চিরদিনের জন্য পরাভূত এবং কাফেরদেরকে চিরপরাক্রান্ত ভেবে নিজেদের বিজয়কে সুদূরপরাহত ধারণা করে। মুসলিমদের দেশ ও সমাজ আভ্যন্তরীণরূপে বিদেশ ও বিজাতি কর্তৃক মানসিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে পড়ে।

৪. বিভিন্ন অবাস্তবিক কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র দর্শনে শিশুদের মনে কেমন এক অবাস্তব জগৎ রচিত হয়। অনেক সময় শিশুরা সেই অবাস্তব খেয়ালী জগতে বিচরণও করতে চায়।

স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

১. চিত্রপটে অনিমিখ দৃষ্টি-নিক্ষেপে চক্ষুর ধারণাতীত ক্ষতি হয়। অথচ চক্ষু মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া এক বড় সম্পদ। যার সম্বন্ধে কিয়ামতে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

২. ভীতি সঞ্চারক, হৃদয়বিদারক ও রক্তক্ষয় বিষয়ক কাহিনীর ছবি দর্শনে হার্টের রোগীদের হার্টের চাপ বৃদ্ধি ও অন্যান্য স্নায়ুবিক রোগের সৃষ্টি হয়।

৩. অধিক রাত্রি জাগরণ ও অনিদ্রার ফলেও শারীরিক ক্ষতি হয়।

আর্থিক ক্ষতি

টিভি ও তার সাজ-সরঞ্জাম, এন্টেনা, বা ডিস এন্টেনা, ভিসিআর, ক্যাসেট ইত্যাদি খরিদ করতে এবং তা চালাতে ব্যাটারী বা বিদ্যুতের এবং অচল হলে তার মেরামতে যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় হয় তা সকলের জানা। যে অর্থ ও মাল সম্পর্কেও কিয়ামতে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে। দূরদর্শনের প্রচার ও এ্যাডভার্টাইজম্যান্টে বহু অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র-বস্তু ক্রয় করতে মেয়েরা যে প্রতিযোগিতা লাগায়, তাতেও অনর্থক বহু পয়সা নষ্ট হয়ে থাকে।

কোনো গৃহস্বামী বলতে পারেন, 'আমি যদি এ সমস্ত ক্ষতি ও অপকারকে এড়িয়ে চলি, তবে কি অন্যান্য উপকারের জন্য তা ব্যবহার বৈধ হবে না?'

জি হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আপনার অবর্তমানে যদি আপনার পরিবার-পরিজনও আপনার মতো এড়িয়ে চলে তবে। কিন্তু দেখেন যেন, লাভ করতে গিয়ে পুঁজি হারিয়ে না ফেলেন। পাপের এ ছিদ্রপথে মহাপাপ গৃহে প্রবেশ না করে এবং তা পরিবারসহ প্রতিবেশীর আরো অনেকের ভ্রষ্টতার কারণ না হয়।

সমাধান-৩১

কথা বলার আদব

মহিলা মজলিসে অনেক কথাই হয় এবং বেশি কথা হয়। অথচ সব কথা তোমার স্বার্থে নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, 'বান্দা নির্বিচারে এমনও কথা বলে, যার দরুন সে পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর স্থান জাহান্নামে পিছলে যায়।

(বুখারী ৬৪৭৭, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

তিনি বলেন, 'মানুষ এমনও কথা বলে, যাতে সে কোনো ক্ষতি আছে বলে মনেই করে না; অথচ তার দরুন সে ৭০ বছরের পথ জাহান্নামে অধঃপতিত হয়।

(তিরযিমী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহ ৫৪০ নং)

তিনি আরো বলেন, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমনও কথা বলে, যার মঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার অমঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ্ তার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। (মালেক, আহমদ, তিরযিমী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম সিলসিলাহ সহীহ ৮৮৮)

সত্য কথা এই যে, মহিলারা কথা খুব বেশি বলে। মেয়েদের একটি স্বভাব, তারা কথা না বলে থাকতে পারে না।

একজন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ কথা কি ঠিক যে, পুরুষরা অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় 'গল্পে' মহিলাদেরকে বেশি অপছন্দ করে? জবাবে তিনি বললেন, অন্যান্য? অন্যান্য মহিলা আবার কারা? অর্থাৎ, সব মহিলারাই কথা বেশি বলে।

অনেকে বলেছেন, মহিলাদের দাড়ি নেই। কারণ, তা কামাবার সময় চুপ থাকতে পারবে না বলে।' স্ত্রীলোকের সর্বাঙ্গের মধ্যে জিভটাই সবশেষে মরে। জ্ঞানীর আযাব হয় অবুঝকে বুঝাতে গিয়ে, অভিজ্ঞের আযাব হয় অনভিজ্ঞের নেতৃত্ব করে, আলেমের আযাব হয় জাহেলের কাছে ইলম প্রচার করতে গিয়ে, মহিলার আযাব হয় তাকে কথা বলতে নিষেধ করলে এবং পুরুষের আযাব হয় মহিলাদের নেতৃত্ব করে।

১. বাসে-ট্রেনেও লক্ষ্য করা যায়, ক্ষণিকের জন্য বসে থাকা অবস্থাতেও মহিলাদের গল্প বেশ জমে ওঠে। কোথায় বাড়ি? কেথায় বিয়ে হয়েছে? ছেলে-মেয়ে কয়টা? পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, মাত্র দু'টো ছেলে কেন? স্বামী কি করে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

২. বখাটে বোনটি আমার! জিহ্বা দেখতে ছোট ও নরম, কিন্তু তার আঘাত বড় শক্ত। লৌহ-তরবারি অপেক্ষা বাক্-তরবারির ধার অধিক বেশি। এ জন্যই বোবার কোনো শত্রু নেই।

৩. পা পিছলে গেলে মানুষ মরে না, কিন্তু মুখ পিছনে গেলে অনেকে মারা যায়। সাবধান! তুমি তোমার জিভ দিয়ে নিজের গর্দান কেটে ফেলো না। অধিকাংশ রোগ নির্ণয় করা হয় জিভ দ্বারা। আর অধিকাংশ ঝামেলা বাধে লম্বা জিভ দ্বারা।

৪. পক্ষান্তরে অল্প কথা বলা জ্ঞানীর লক্ষণ। চুপ থাকলে আহমককেও জ্ঞানী মনে হয়।

৫. আর জেনে রেখো, যার মুখে জ্ঞানের লাগাম আছে, লোকে তাকেই নেতা নির্বাচন করে।

৬. শেখ সা'দী বলেন, 'কথা বলতে পারার জন্য মানুষ জন্তু-জানোয়ার থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষ যদি কথা ঠিক না বলে, তাহলে সে জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট। তাই বলে হক বলতে চুপ থাকলে হবে না, নোংরা কাজ হতে দেখে বাধা না দিয়ে চুপ থাকলে চলবে না।

৭. নীরব প্রতিবাদও ফলপ্রসূ। কিছু নীরবতা আছে, যা কথা বলার চেয়েও অধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল। নীরবতা মঙ্গল না করতে পারে, কিন্তু ক্ষতি করে না।

৮. যে বেশি কথা বলে, তার ভুল বেশি হয়। যার ভুল বেশি হয়, তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কমে যায়, তার সংযম কমে যায়। আর যার সংযম কমে যায়, তার হৃদয় মারা যায়।

৯. যে বেশি কথা বলে, সাধারণত: সে বেশি মিথ্যা বলে। যেমন যে নিজের গল্প ও বড়াই বেশি করে, সেও বেশি মিথ্যা বলে।

১০. আল্লাহ আমাদের দেহে একটি মাত্র জিভ এবং দু-দু'টি কান দিয়েছেন। যাতে আমরা কম করে বলি এবং বেশি করে শুনি। শোনাতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, আর কথা বলাতে অনুতাপ সৃষ্টি হয়।

১১. জ্ঞানী বোনটি আমার! যা তুমি দেখাও, তার চেয়ে বেশি তোমাদের থাকা উচিত। যা তুমি জান, তার তুলনায় কম কথা বলা উচিত। যা জানো তার সবটা বলা জরুরি নয়, কিন্তু যা বল তার সবটা জানা জরুরি।

১২. বুদ্ধিমতী বোনটি আমার! মানুষের জ্ঞান বাড়লে কথা কমে যায়। এ কথা অবশ্যই ভুলবে না।

১৩. ন্যায় বা হক কথা হলেও সব কথা সব সময় বলা চলে না। বললে বিপদ হয়, শাস্তি পেতে হয়, ক্ষতি হয় দ্বিগুণ। যেমন কোনো যুবক-যুবতীকে স্বচক্ষে উপরি-উপরি ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলেও সে কথা কাজী বা অন্য কারো কাছে বলা চলে না। চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে তবেই বলতে হয়। নচেৎ অপবাদের চাবুক খেতে হয়।

১৪. 'স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই' কথাটাও ঠিক। কিন্তু সর্বত্র সব স্পষ্ট কথা বলাও জ্ঞানীর কাজ নয়, আহমকের কাজ। আর কিছু কথা আছে, যা স্পষ্ট করে বললে অশ্লীল হয়ে যায়।

১৫. কারো কাছে সরল হওয়া ভালো, কিন্তু তাই বলে সব কথা সবার কাছে বলা ভালো নয়।

১৬. মহিলা মজলিসে কিছু কথা ফিসফিসিয়ে বলা হয়। গোপন কথা আর কি হবে? একদা এক ব্যক্তি আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট এসে গোপনে কিছু বলতে চাইল। তিনি বললেন, তুমি আমার প্রশংসা করবে না। কারণ আমি নিজের ব্যাপারে খুব ভালো জানি। মিথ্যা বলবে না। কারণ মিথ্যুকে কোনো রায় নেই। আর আমার কাছে কারো গীবত করবে না। লোকটি বলল, তাহলে আমাকে চলে যেতে অনুমতি দিন, হে আমীরুল মু'মিনীন!

১৭. মঙ্গল রয়েছে ৩টি কর্মে : কথায়, দৃষ্টিতে ও নীরবতায়। কিন্তু আল্লাহর যিকর ছাড়া প্রত্যেক কথা বৃথা, উপদেশ গ্রহণ ব্যতীত দৃষ্টি-বিবেচনা বৃথা এবং কোনো সুচিন্তা ব্যতীত নীরবতা বৃথা।

কথা হলো ওষুধের মতো। পরিমাণ মতো ব্যবহার করলে তুমি উপকৃত হবে, বেশি ব্যবহার করলে ধ্বংস হবে।

আর সতর্ক হও! অসভ্যের সাথে কথা বলার মানেই হলো, নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করা। ছোটলোকদের কথার জবাব দিও না; নচেৎ তোমাদের মান-সম্মান মাঠে-ঘাটে যাবে। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার হার।

১৮. বিষ্ঠায় ঢেলা ছুড়লে নিজের গায়ে ছিটকে পড়ে। (নিজেকেই গন্ধ লাগে।)

১৯. আর ভজাভজি করতে যেয়ো না। কারণ, ছেঁদো কথা মাথার জটা, খুলতে গেলেই লাগে জটা। তার চেয়ে সহ্য করে নাও বোনটি আমার!

২০. কত শেওড়া গাছের পেত্নী তোমার বাড়িতে এসে কত রকম পচা কথা বলবে, তুমি তাদেরকে পাত্তা দিও না। তবে এমন কথাও বলো না, যাতে সে তোমার মাথায় সওয়ার হয়ে বসে।

২১. শত সাবধান থেক কুটনী জাতের মেয়ে থেকে! যারা ভালো লোকের ঘরেও পাপ ঢুকিয়ে দেয়। সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়, কেমন কুটিনী সে?'

২২. আর শাড়ী-সর্বস্ব নারী হয়ো না তুমি। মজলিসে তোমার পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাক। তুমি যে আদর্শ মহিলা, তা তোমার কথাবার্তায় ফুটে উঠুক। আতর-ওয়ালার কাছে যে বসে, সে আতর না কিনলেও এমনিতেই সুগন্ধ পায়। তোমার আচরণ হোক অনুরূপ খোশবু-ওয়ালার মতো। আর খবরদার! কামারের মতো হয়ো না, যার কাছে বসলে কাপড় পুড়ার ভয় থাকে অথবা ধোঁয়াতে দম বন্ধ হতে চায়।

২৩. কোনো কোনো মজলিসে হাদীস-কুরআন, আলেম-উলামা, দাড়ি ও পর্দা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হয়। পারলে তার প্রতিবাদ করো। না পারলে সে মজলিস ত্যাগ করো।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِى اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। (সূরা আনআম : আয়াত-৬৮)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيْعًا .

অর্থাৎ, তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোনো আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বস না; নচেৎ তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। (সূরা নিসা : আয়াত-১৪০)

আদর্শ বোনটি আমার! তোমার বাড়িতে মহিলাদের মজলিসকে আল্লাহর যিক্‌রের মজলিস করে গড়ে তোলো। নচেৎ জেনে রেখো, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে সম্প্রদায় এমন মজলিস থেকে উঠে যায়, যেখানে তারা আল্লাহ যিকর করে না, আসলে তারা মৃত গাধার মতো কোনো জিনিস থেকে উঠে যায়। আর এর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে তাদের উপর পরিতাপ আসবে। (আবু দাউদ : ৪৮৫৫)

সমাধান-৩২

দেবতা ও অন্যান্য মূর্তি ছবি ঘর থেকে অপসারণ করা

তাওহীদ বিরোধী যেকোনো জিনিস, দেবতা ও অন্যান্য মূর্তি এবং ছবি ঘর থেকে বের করে দিন। অনেকে ঘরে খেলনা পুতুল হাতি, বাঘ, গরু মহিষ, বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর ছবি ও বিভিন্ন সফরে বা পিকনিকে গিয়ে স্মৃতির নামে ছবি তোলে তা ঝুলিয়ে রাখেন। এটা করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিকৃতি

হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করা থেকে একবার বিরত রয়েছিলেন এজন্যে যে, তাঁর ঘরের দ্বারপথের একটা প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় দিন এসেও প্রবেশ করেননি।

তখন তিনি নবী করীম ﷺ-কে বললেন-

مُرْبِرَأْسِ التِّمْثَالِ فَلْيَقْطَعْ حَتّٰى يَصِيْرَ كَهَيْئَةِ لِلشَّجَرَةِ -

প্রতিকৃতিটির মস্তক ছেদন করে দিন। ফলে সেটি গাছের আকৃতি ধারণ করবে। (আর তা হলে তাঁর ঘরে প্রবেশে কোনো বাধা থাকবে না।)

(আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

একদল বিশেষজ্ঞ এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, যে ছবি বা প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ, কেবল তাই হারাম। কিন্তু যে ছবি-প্রতিকৃতির কোনো অঙ্গ নেই- যে অঙ্গ ভিন্ন একটা জীবন্ত দেহে বেঁচে থাকতে পারে না, তা জায়েয।

আসল কথা হচ্ছে, জিবরাঈল (আ) মস্তক ছেদন করতে বলেছিলেন যেন সেটার আকৃতি গাছের মতো হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, অঙ্গ ভিন্ন জীবন্ত দেহ বাঁচে না সেটার কথাই নয়। সেটাকে বিকৃত করাই হচ্ছে প্রকৃত কথা। যেমন সেটা এমন কোনো আকার হয়ে না থাকে, যা দেখলে অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠতে পারে।

একটু চিন্তা করলে ও ইনসাফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে কোনো সন্দেহ ছাড়াই আমরা বলতে পারি যে, ঘর সাজাবার উদ্দেশ্যে যেসব পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়, রাজা-বাদশাহ-রাষ্ট্রনেতা-সৈনিক-কবি-সাহিত্যিকদের সেসব অর্ধাঙ্গ প্রতিকৃতির খুব বেশি করে হারাম হতে হবে, যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মাঠে-ময়দানে চৌরাস্তায় সংস্থাপন করা হয়।

বিদেহী ছবি-প্রতিকৃতি

প্রতিকৃতি পর্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ এতক্ষণ আলোচিত হলো। এক্ষণে কাগজ, কাপড়, পর্দা, প্রাচীর, মেঝে, মঞ্চ ও মুদ্রা ইত্যাদির ওপর অংকিত শৈল্পিক ছবিসমূহ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কী সেটাই প্রশ্ন।

তার জবাবে বলতে চাই, মূলত ছবিটা কিসের, কোথায় রাখা হচ্ছে, কিভাবে তার ব্যবহার হবে এবং শিল্পী সেটা কী উদ্দেশ্যে বানিয়েছে, ছবি সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা জানাবার পূর্বে এসব কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

এসব শৈল্পিক ছবি যদি আল্লাহ ছাড়া যেসব মা'বুদ রয়েছে তাদের হয় যেমন ঈসা (আ)-এর ছবি, যাঁকে খ্রিস্টানরা নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে কিংবা গাভী ও গরুর ছবি হয়, যা হিন্দুদের দেবতা– এ সবের ছবি যেহেতু এ উদ্দেশ্যেই নির্মাতা নির্মাণ করেছে, আর তারা কাফির। ছবির মাধ্যমে কুফরী ও গুমরাহী প্রচার করাই তাদের লক্ষ্য।

এ সব ছবি অংকনকারীদের সম্পর্কেই নবী করীম ﷺ কঠিন কঠোর বাণী শুনিয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁর বাণী হচ্ছে-

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

ছবি নির্মাতারাই কিয়ামতের দিন কঠিতম আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। (মুসলিম)

আবারী লিখেছেন–

এখানে সেই ছবি নির্মাতার কথা বলা হয়েছে, যার বানানো ছবির পূজা করা হয়। জেনে শুনে এ ধরনের ছবি বানানো কুফরী কাজ। কিন্তু যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে নয়, অপর কোনো উদ্দেশ্যে ছবি তোলে বা বানায়, সে শুধু গুনাহগার হবে।

যে লোক ছবিকে পবিত্র জ্ঞান করে প্রাচীরগাত্রে ঝুলায়, তার সম্পর্কে এই কথা। কোনো মুসলিমই এ কাজ করতে পারে না। তবে যদি কেউ ইসলামই ত্যাগ করে, তবে তার কথা স্বতন্ত্র।

এরই অনুরূপ অবস্থা হচ্ছে এমন জিনিসের ছবি বানানো, যার পূজা করা হয় না বটে, কিন্তু মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের সাথে সাদৃশ্য করা, অন্য কথায় ছবি নির্মাণ সে-ও দাবি করেছে যে, সেও আল্লাহরই মতো সৃষ্টি ও উদ্ভাবন ক্ষমতার অধিকারী।

এরূপ ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও সংকল্পের কারণে দ্বীন-ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। এ ধরনের ছবি নির্মাতাদের সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে–

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ـ

কঠিনতম আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে সেসব লোক, যারা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য করে। (মুসলিম)

ব্যাপারটির সম্পর্ক ছবি-নির্মাতারা নিয়তের সাথে। নিম্নে উদ্ধৃত হাদীস থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে আল্লাহর কথা উদ্ধৃত হয়েছে–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْذَرَّةً ـ

যে লোক আমার সৃষ্টির মতোই সৃষ্টিকর্ম করতে শুরু করে, তার চাইতে বড় জালিম আর কেউ হতে পারে না। এ লোকেরা একটা দানা বা একটা বিন্দুই সৃষ্টি করে দেখাক না।

হাদীসটি শব্দসমূহ থেকে বোঝা যায়, সাদৃশ্য করার ইচ্ছা করা এবং ইলাহ হওয়ার বিশেষত্ব– সৃষ্টিকর্ম ও নভোদ্ভাবনের সমতা করা বুঝান হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বলেছেন, যদি বাস্তবিকই সাদৃশ্য করতে চাও, তাহলে একটা বীজ বা দানা অথবা একটি বিন্দু সৃষ্টি করেই দেখাও না কেন? এ থেকে একথা জানা যায় যে, সে লোক এ উদ্দেশ্য নিয়েই তা করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের এ শাস্তি দেবেন যে, জনগণের সম্মুখেই তাদের নিজেদের সৃষ্ট দেহে প্রাণের সঞ্চার করার জন্যে বলবেন। কিন্তু তা করতে তারা কখনই সক্ষম হবে না।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে যেসব ছবি বা প্রতিকৃতিকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয় কিংবা বৈষয়িক দৃষ্টিতে তাদের সম্মানযোগ্য মনে করা হয় সেগুলো বানানো এবং সংরক্ষণ হারাম। প্রথম প্রকারের ছবি ও প্রতিকৃতি হতে পারে নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও নেককার লোকদের। যেমন ইবরাহীম, ইসহাক; মূসা, মরিয়ম ও জিবরাঈলের ছবি বা প্রতিকৃতি। খ্রিস্টানদের সমাজে এ পর্যায়ের ছবি ও প্রতিকৃতি সংরক্ষণের ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে। বহু বিদআতি মুসলমানও তাদের অনুসরণ করে। তারা আলী ও ফাতিমা (রা) প্রমুখের ছবি বা প্রতিকৃতি বানিয়ে থাকে।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবি বা প্রতিকৃতি হয়ে থাকে রাজা-বাদশাহ মাসক, ডিকটেটর ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের। প্রথম প্রকারের ছবি প্রতিকৃতি বানানোর তুলনায় এদেরটা বানানো কিছুটা কম গুনাহ। কিন্তু বড় বড় কাফির, জালিম ও ফাসিক-ফাজির ব্যক্তিদের ছবি প্রতিকৃতি বানালে এ গুনাহ অধিক তীব্র হয়ে দেখা দেয়। যেমন সেসব শাসকদের ছবি প্রতিকৃতি, যারা আল্লাহর বিধান মোতাবিক

শাসন কার্য সম্পন্ন করে না। সেসব নেতাদের বড় ছবি প্রতিকৃতি যারা আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো দিকে লোকদের ডাকে।

সেসব শিল্পী-সাহিত্যিকদের ছবি ও প্রতিকৃতি, যারা বাতিল মতাদর্শ প্রচার করে এবং লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা, নগ্নতা ও চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটায়।

রাসূলের সমসাময়িক যুগে প্রধানতঃ পবিত্রতা ও সম্মান প্রদর্শনার্থেই ছবি বা প্রতিকৃতি বানানো হতো। আর সেগুলোর বেশির ভাগ রোমান পারসিক অর্থাৎ খ্রিস্টান ও অগ্নি পূজারীদেরই কাজ হতো। এ কারণে সে সবের ওপরে ধর্মীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা ও শাসকদের প্রতি পবিত্রতাবোধের ছাপ প্রকট হয়ে থাকত। আবুদ দোহা বলেন-

كُنْتُ مَعَ مَسْرُوْقٍ فِىْ بَيْتٍ فِيْهِ تَمَا ثِيْلُ فَقَالَ لِىْ مَسْرُوْقٌ هٰذِهِ تَمَاثِيْلُ كِسْرٰى فَقُلْتُ لاَهٰذِهِ تَمَاثِيْلُ مَرْيَمَ كَاَنَّ مَسْرُوْقًا ظَنَّ اَنَّ التَّصْوِيْرَ مِنْ مَجُوْسٍ كَانُوْا يُصَوِّرُوْنَ صُوَرَ مُلُوْكِهِمْ حَتّٰى فِى الْاَوَانِىْ فَظَهَرَ اَنَّ التَّصْوِيْرَكَانَ مِنْ نَصْرَا نِيٍّ وَفِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ مَسْرُوْقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ -

আমি মাশরূকের সাথে একটি ঘরে ছিলাম। তাতে বহু প্রতিকৃতি ও ছবি রক্ষিত ছিল। সেসব দেখে মাশরূফ আমাকে বললেন- এগুলো কি কিসরা'র প্রতিকৃতি? আমি বললাম- না, এ মরিয়মের প্রতিকৃতি। সম্ভবত: মাশরূক মনে করেছিলেন, এসব প্রতিকৃতি অগ্নি পূজারীদের নির্মিত। কেননা তারা পাত্রে ইত্যাদিতে নিজেদের রাজা-বাদশাহদের ছবি বানিয়ে থাকে। কিন্তু জানা গেল যে, এসব প্রতিকৃতি খ্রিস্টানদের নির্মিত। এ পর্যায়ে মাশরূক বললেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন- আল্লাহর কাছে সর্বাধিক আযাব পাওয়ার যোগ্য সেসব লোক, যারা ছবি প্রতিকৃতি বানিয়ে থাকে।

এসব ব্যতীত উদ্ভিদ-গাছ, নদী, জাহাজ, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, তারকা প্রভৃতি প্রাণহীন নৈসর্গিক দৃশ্যাবলির ছবি বানানো ও রাখাতে কোনো দোষ নেই। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।

সমাধান-৩৩

হারাম পেশা ও নেশা বর্জন করুন

সব পেশা হালাল নয়। তাই হালাল পেশা গ্রহণ করে সব ধরনের হারাম পেশা বর্জন করে আপনার ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। যেমন হারাম পেশা–

১. ভিক্ষাবৃত্তি
২. লটারী পেশাদার
৩. নৃত্য ও যৌন শিল্পকর্ম
৪. তাস খেলা-পেশাদার
৫. পাশা খেলা-পেশাদার
৬. জুয়া-সুরা সঙ্গী পেশাদার
৭. গান ও বাদ্যযন্ত্র পেশাদার
৮. সিনেমা দেখানো পেশাদার
৯. ভাস্কর্য প্রতিকৃতি ও ক্রুশ নির্মাণ শিল্প
১০. মাদক ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিনষ্টকারী দ্রব্যাদি শিল্প।

আরো অনেক পেশা আছে যা সময় ও স্থানে সাথে সম্পৃক্ত। যেমন–

১. জুয়া
২. সুদভিত্তিক বীমা করা
৩. মজুদদারী ও কালোবাজারী
৪. অবৈধ্য শেয়ার বাজার ব্যবসা
৫. জমি চাষ করা সুদভিত্তিকভাবে
৬. টাকা দ্বারা টাকা আয় করা সুদভিত্তিক
৭. সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা এবং চাকরি করা
৮. পুকুর ও এর মাছ এবং গাছের ফল পাকা কাঁচা ক্রয় করা ধারণা করে।

এছাড়া হারাম পেশা বর্জনে স্ত্রী স্বামীকে উৎসাহ দেবে। স্ত্রী যদি অল্পে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে স্বামীর পক্ষে হারাম বর্জন সহজ হয়। তাই স্ত্রীদের এ কথা কখনো বলা উচিত নয় যে, অমুক অমুক ভাবীকে আজ এটা দেয়, কাল সেটা দেয়। তুমি আমাকে কী দিয়েছ। তোমাকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি। আমার জীবনটা নষ্ট করেছি। এ ধরনের কথা শুনলে একসময় সৎ স্বামীও স্ত্রীকে খুশি করতে অবৈধ অর্থ উপার্জনে উৎসাহী হবে। যেটা স্বামী-স্ত্রী কারো জন্যই কল্যাণকর হবে না। তাই এ ব্যাপারে নারী সমাজকে সজাগ থাকতে হবে।

সমাধান-৩৪

ঘরে ধূমপান নিষিদ্ধ করে দিন

চেতনা নাশক দ্রব্যাদি

'খামর' তা-ই যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দেয়। এ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ মৌলনীতি। উমর (রা) রাসূলে করীমের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। এ কথার আলোকে কুরআনে ব্যবহৃত خَمْرٌ শব্দের তাৎপর্য বোঝা যায় এবং এ ব্যাপারে কোনোরূপ শোবাহ্-সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল, যে-দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে, অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধি, বোধশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি হরণ বা কোনোরূপ প্রভাবিত করে, তাই 'খামর বা শুরা, (মদ) নামে অভিহিত। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সে জিনিসকেই চিরদিনের জন্য হারাম করেছেন।

গাঁজা, আফিম, কোকেন, প্রভৃতি এই পর্যায়েরই জিনিস। তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেয় যে, দূরবর্তী জিনিস নিকটবর্তী এবং নিকটবর্তী জিনিস দূরবর্তী মনে হয়। যা বাস্তবিকই বর্তমান, সে ব্যাপারে বিভ্রম বা ভ্রান্তি হয়ে শুরু করে। আর যা প্রকৃতপক্ষেই নেই, তা আছে বলে মনে করতে থাকে। এভাবে সে চরম ভুল-ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে নিজের সত্তা, নিজের দ্বীন, ধর্ম ও দুনিয়া সব কিছুই ভুলে গিয়ে নিছক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে শুরু করে।

তা ছাড়া এ ধরনের মাদক দ্রব্য পানে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। স্নায়ুমণ্ডলী চেতনা হারিয়ে ফেলে। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। উপরন্তু তার দুর্বলসম মানসিকতা, সাহসহীনতা, নৈতিক পতন ও ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্যহীনতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে এসব বিষাক্ত দ্রব্যাদি পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি সমাজ-দেহে ব্যপক পচন ধরিয়ে দেয়।

এতসব দোষ ও বিপর্যয় ছাড়াও ধন-মালের অপচয় এবং ঘর-সংসারের ভাঙন ও বিপর্যয় এক অনিবার্য পরিণতি। অনেক সময় এসব চেতনা নাশক (Annesthetic) দ্রব্যাদি পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি তার সন্তান-সন্তুতির খাবার-দাবারের পয়সাও এই দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে ফেলে। এ জন্যে দুর্নীতি ও অসৎ পন্থা অবলম্বনেও তাদের কোনো কুণ্ঠা বা দ্বিধা থাকে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছে, হারাম জিনিসসমূহই সর্ব প্রকার জঘন্যতা, মন্দতা, নিকৃষ্টতা ও ক্ষতির কারণ। আর বাস্তবতা ও সত্য উদঘাটিত

হয়েছে যে, স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক, সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও এ সব জিনিসই অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মারাত্মক– এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেসব ফিকাহবিদের জীবদ্দশায় এ সব জিনিসের প্রচলন শুরু হয়েছিল, তারা এগুলোর জঘন্যতা ও নিকৃষ্টতা সম্পর্কে একমত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এদের মধ্যে সর্বাগ্রসর। তিনি লিখেছেন :

হাশীম-গাঁজা হারাম। তাতে বেঁহুশী হোক আর নাই হোক। তা পান করলে হৃদয়-চাঞ্চল্য, উল্লাস-স্ফূর্তি এবং আনন্দে আত্মহারা ভাব জেগে উঠে। এ কারণে প্রধানত খোদাদ্রোহী লোকেরাই তা পান করতে অভ্যস্থ। ক্রিয়া ও বিশেষত্বের দিক দিয়ে তা শুরার মতোই উত্তেজক। তা মানুষকে ঝগড়া-ঝাটি করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর গাঁজা বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়ে চরম জিল্লতির সৃষ্টি করে তা মানুষের বিবেক ও মেজাজ প্রভৃতিও খারাপ করে দেয়। তা যৌন দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা সৃষ্টি করে। মানুষ আত্মমর্যাদাবোধও হারিয়ে ফেলে। এসব কারণে গাঁজা মাদকতার দিক দিয়ে শুরার চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর। তাতার সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের প্রভাবে লোকদের মধ্যে এ জিনিসের ব্যাপক প্রচলন ঘটায়। তা পান করলে– পরিমাণ বেশি বা কম– মদ্যপানের দণ্ড আশি বা চল্লিশ চাবুক মারা উচিত।

যে ব্যক্তি গাঁজা পান করেছে বলে প্রমাণিত হবে, মনে করতে হবে সে শুরা পান করার অপরাধ করেছে। কোনো কোনো দিক দিয়ে তা শুরা পানের চাইতেও বেশি মাত্রার অপরাধ। কাজেই তাকে শুরা পানের দণ্ডই দিতে হবে। শরীয়তের নিয়ম হলো যেসব হারাম জিনিসের প্রতি মনে কামনা ও বাসনা জাগে যেমন শুরা ও ব্যভিচার, তাতে 'হদ্দ' জারী করতে হবে। কিন্তু যেসব জিনিসের প্রতি কামনা জাগে না, যেমন মুর্দার খাওয়া, তা খেলে তাজীর দিতে হবে। আর গাঁজা পানকারীদের কাছে তা এতই প্রিয় ও লোভনীয় যে, তা তারা কখনই ত্যাগ করতে পারে না অথচ কুরআন ও সুন্নাতের অকাট্য দলিলাদি এগুলো হারাম হওয়ার কথা এতই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যেমন শুরা ও অন্যান্য ধরনের জিনিস হারাম হওয়া প্রমাণ করে।

اَلسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ - فَتَاوىَ ابْنِ تَيْمِيَةَ -

ক্ষতিকর জিনিস মাত্রই হারাম

ইসলামী শরীয়তের সাধারণ নিয়মে মুসলমানের পক্ষে এমন কোনো জিনিস খাওয়া বা পান করা জায়েয নয়, যা তাকে সঙ্গে সঙ্গে অথবা ধীরে ধীরে ধ্বংস ও সংহার করতে পারে। সর্বপ্রকারের বিষ বা অপর কোনো ক্ষতিকর জিনিস এ

জন্যেই হারাম। খুব বেশি পরিমাণ পানাহার করাও নাজায়েয, কেননা তাতে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। মুসলিমকে কেবল নফসের দাবি পূরণের কাজ করলেই চলবে না, তার দ্বীন, মিল্লাত, জীবন, স্বাস্থ্য, ধন-মাল ও আল্লাহ্ অসংখ্য নিয়ামতও তার কাছে আমানতস্বরূপ রক্ষিত। সে সবরে হকও আদায় করতে হবে। কাজেই এর কোনো একটা জিনিসও বিনষ্ট করার তার কোনো অধিকার নেই।

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ـ

তোমরা নিজেদের সত্তাকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতীব দয়াময়। (সূরা আন-নিসা : আয়াত-২৯)

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না।

রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন—

لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ـ

নিজের ক্ষতি স্বীকার করবে না, অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

এ সব মৌল নীতিমালার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, তামাক ব্যবহারকারীদের বক্ষে তা যদি ক্ষতিকর হয়, তাহলে তা হারাম। (হারাম বলার সরাসরি কোনো দলিল নেই। যা আছে তাতে বড়জোর মাকরূহ বলা যায়) বিশেষ করে চিকিৎসক যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে তামাক খাওয়া ক্ষতিকর বলে দেয়, তাহলে তা উপরিউদ্ধৃত আয়াতে নিষিদ্ধ আর যদি তা স্বাস্থ্য হানিকর নাও হয়, তবুও তাতে যে ধন-মালের চরম অপচয় হয়, তাতে না কোনো দ্বীনী ফায়দা আছে, না বৈষয়িক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ ـ

ধন-মালের অপচয় ও অকারণ বিনষ্ট করতে নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী)

কিন্তু কেউ যদি এতদূর গরীব হয়ে থাকে, যার পক্ষে তার নিজে ও পরিবারবর্গের জন্যে প্রয়োজনীয় খরচ পত্র যোগাড় করাও কঠিন, তাহলে তার জন্যেও এ নিষেধ অধিক কড়া ও তাগিদপূর্ণ।

সমাধান-৩৫

বাড়িতে কুকুর রাখবেন না

বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালা

নবী করীম ﷺ বিনা প্রয়োজনে ঘরে কুকুর পালতে নিষেধ করেছেন।

দুনিয়ায় এমন কুরুচিসম্পন্ন লোকের অভাব নেই, যারা কুকুর লালন-পালনে দু'হাতে অর্থব্যয় করে; কিন্তু মানব সন্তানের জন্যে এক ক্রান্তি ব্যয় করতেও কার্পণ্য ও কুণ্ঠা দেখায়। অনেকে আবার কুকুরের মান-অভিমান রক্ষার জন্যে অর্থ ব্যয় করেই ক্ষান্ত হয় না, তার সাথে হৃদয়াবেগে জড়িয়ে ধরে। আর তা হয় তখন, যখন নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মনের টান অনুভব করে না এবং নিজের প্রতিবেশী ও ভাইকে ভুলে যেতে বসে (অথচ কুকুরের প্রতি এক বিন্দু উপেক্ষা সহ্য হয় না)।

মুসলমানের ঘরে কুকুর স্থান পেয়ে আশংকা সৃষ্টি করে, তা খাবার, পাত্র ইত্যাদি চেটে নাপাক করে দিতে পারে। নবী করীম ﷺ বলেছেন :

اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِحْدَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

কুকুর কারো পাত্রে মুখ দিলে সেটাকে সাতবার ধুতে হবে– একবার অবশ্যই মাটি দিয়ে মাজতে হবে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ঘরে কুকুর পালা নিষেধ এজন্যে যে, তা অতিথি-আগন্তুককে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ভিখারীকে ভয় পাইয়ে দেয় এবং পথিককে কামড়াতেও কসুর করে না।

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِىْ اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ

وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سَتْرٍ فِيْهِ مَاَيِيْلُ وَكَانَ فِىْ الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْبِرَأْسِ التِّمَثَالِ الَّذِىْ فِى الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَبِالسَّتْرِ فَلْيَقْطَعْ فَيُجْعَلُ مِنْهُ وَسَادَتَانِ تُوْطَانِ وَمُرْبِا لْكِتَابِ فَلْيَخْرُجْ ـ

আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এসে বললেন : আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম; কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিনি এজন্যে যে দরজায় একটা প্রতিকৃতি ছিল, ঘরে ছবি সম্বলিত পর্দা ছিল, এ ছাড়া ঘরে কুকুরও ছিল। এক্ষণে আপনিও ঘরের প্রতিকৃতির মাথাটি কেটে ফেলতে আদেশ করুন তাহলে ওটা গাছের আকৃতি ধারণ করবে, আর পর্দার কাপড়টি কেটে দুটো বালিশ বানাবার হুকুম দিন, যা দিনরাত দলিত হতে থাকবে এবং কুকুরটি বহিষ্কার করে দিন।

এখানে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা এই বিনা প্রয়োজনে রক্ষিত কুকুর সম্পর্কে।

সমাধান-৩৬

জাঁকজমকভাবে বাড়ি সাজাবেন না

বাড়ি বা ঘর অতিরঞ্জিতভাবে সাজানো ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ বেশি জাঁকজমকভাবে সাজালে তাকওয়ার পরিপন্থীও কখনো কখনো হতে পারে। তবে যতটুকু সুন্দর না করলেই নয়। ততটুকু করতে হবে। কারণ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَّيُحِبُّ الْجَمَالَ ـ

আল্লাহ সুন্দর তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। (বুখারী)

তাই তাকওয়ার সীমার মধ্যে থেকে বাড়ি-ঘর সুন্দর করতে হবে।

অনেককে দেখা যায় যে, ঘরে বা বাসায় এত দামি ও মূল্যবান ফার্নিচার দিয়ে ও কার্পেট দ্বারা জাকজমকভাবে বাড়ি সাজিয়েছে যে চারাদিকে লাল চাদর পর্দা যেন এক এলাহী কারবার। সুতরাং এত জাঁকজমক ইসলাম পছন্দ করে না। সাধারণ জীবন যাপন করা ইসলামে বিধেয়।

কোনো এক লোকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কিংবা সুন্দর ও উত্তম জুতা ইত্যাদি পরিধান করা অহংকার নয় বরং অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে উত্তম ও অপরকে অধম মনে করে। পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার কথাই রাসূল ﷺ বলেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র এবং পবিত্রতাকে পছন্দ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرًا فَرَاى رَجُلاً شَعْثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهٗ فَقَالَ : مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَسْكُنُ بِهٖ رَاْسَهٗ؟ وَرَاى رَجُلاً مَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا يَغْسِلُ بِهٖ ثَوْبَهٗ ـ

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকটে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি আমাদের নিকট এমন একজন লোককে দেখলেন যার শরীরে ছিল ধূলা-বালি এবং মাথার চুল ছিল এলোমেলো। তিনি বললেন : লোকটির কি কোনো চিরুনি নেই যা দিয়ে সে তার মাথার চুল আঁচড়াতে পারে? তিনি আর একজন লোককে দেখলেন যার পরিধানে ছিল ময়লা কাপড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ লোকটির নিকট কি (সাবান জাতীয়) এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে তার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে পারে? (আহমদ, নাসাঈ)

সমাধান-৩৭

ঘরের সুন্দর অবস্থান ও ডিজাইন বাছাই করুন

কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন সত্যিকার মুসলিম কোথায় তার পরিবার নিয়ে বসবাস করবেন তা তাকে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হয়।

অবস্থান : মসজিদের নিকট ঘর বা বাসা ভাড়া অথবা-বাড়ি ক্রয় করার চেষ্টা করুন। কারণ মসজিদের নিকট বসবাসের অনেক সুবিধা আছে। যেমন- সালাতের আযান, সালাত এবং জামায়াতে অংশগ্রহণে সাহায্য করে। মহিলাদেরও এতে সুবিধা হয়, বেশি নিকটে হলে লাউড স্পীকারে তিলাওয়াত শুনে মহিলা ও বাচ্চারা সূরা মুখস্থ করতে পারে।

- নিশ্চিত হন যে, ঐ বিল্ডিংটি পতিতালয়ের নিকটে না হয়, সুইমিং পুলের নিকটেও না থাকে।

- বাসা বা বাড়ি এমন স্থানে না হয় যেখানে থেকে অন্যের বাড়ির ভিতরে দেখা যায়, অনুরূপভাবে অন্যের বাড়ি থেকে আপনার বাড়ির ভিতরেও দেখা না যায়। যদি এটা এড়ানো না যায় তাহলে পর্দা লাগান, সম্ভব হলে দেওয়াল উচুঁ করে দিন।

ডিজাইন

বাড়ির ভিতরের কাঠামো গঠনের সময় সম্ভব হলে দুটি সিটিং রুম তৈরি করুন। একটি মহিলাদের জন্য, অপরটি পুরুষদের জন্য। তাও সম্ভব না হলে, পর্দা বা পার্টিশন ব্যবহার করুন।

- পর্দা টাঙ্গিয়ে রাখুন যাতে প্রতিবেশী আপনার ঘরের ভিতর দেখতে না পারে, বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে যখন বাতি জ্বালানো হয়, তখন সহজেই ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়।

- নিশ্চিত হোন যেন টয়লেটে বসলে ক্বিবলামুখী বসতে না হয়।

- যদি আপনি ব্যয় বহন করতে পারেন তাহলে অনেক কক্ষসহ ফাঁকা স্থানসহ বাসা নিন, কারণ :

* আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর করুণার প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন।"

(তিরমিযী : ২৮১৯)

* সুখের তিনটি চিহ্ন এবং কষ্টের তিনটি চিহ্ন রয়েছে– প্রথমত : ধার্মিক স্ত্রী যার দিকে তাকালে মনে আনন্দ লাগে, তাঁর নিজ সত্ত্বা এবং আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার সম্পদ রক্ষা হবে এ বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত: এমন পশু যার ওপর নির্ভর করা যায়, এবং তা আপনাকে আপনার সঙ্গীদের নিকট পৌছে দেয়। তৃতীয়ত : প্রশস্ত ঘর।

কষ্টের চিহ্ন তিনটি হলো : প্রথমত: ঐ স্ত্রী যার দিকে তাকালে মনে আনন্দ লাগে না, যে আপনার প্রতি রুঢ়, এবং আপনার অনুপস্থিতিতে যার নিজ সত্ত্বার এবং আপনার সম্পদের ব্যাপারে আস্থা পান না।

দ্বিতীয়ত : ধীরগতি সম্পন্ন বাহন, যাকে আঘাত করলে ক্লান্তি লাগে এবং চালালে সঙ্গীদের নিকট পৌছাতে পারে না। (চলার সাথীরা ছেড়ে চলে যায়)

তৃতীয়ত : অপ্রশস্ত ঘর। (আল- হাকীম- ৩/২৬২)

ঘরে সূর্যের আলো, বাতাস পর্যপ্ত প্রবেশ করতে পারে এরূপ স্বাস্থ্যসম্মত ঘর। উপসংহারে বলতে হয়, এসকল সুবিধা মূলতঃ ব্যক্তির আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে।

সমাধান-৩৮

বাড়ি করার পূর্বে প্রতিবেশীকে পরখ করে নিন

বর্তমান সময়ে, প্রতিবেশীর দ্বারা মানুষ অনেক বেশি প্রভাবিত হয়, কারণ বর্তমানে ফাঁকা জায়গা না রেখেই বাড়ি করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের সুখী হবার মধ্যে "একজন ভালো" প্রতিবেশী কথাটা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে দুঃখের কারণগুলোর মধ্যে 'খারাপ প্রতিবেশী' কথাটা উল্লেখ করেছেন। (আবু নাঈম, আল-হিলইয়া, ৮/৩৮৮)

অসৎ প্রতিবেশীর ক্ষতিকর দিক লক্ষ্য করে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! আমি সব সময় আপনার নিকট স্থায়ী প্রতিবেশীর ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই- কেননা গ্রাম এলাকার প্রতিবেশী সব সময় নড়াচড়ার উপরেই এবং আপনার নিকট থেকে দূরে থাকে। (আল-হাকীম- ১/৫৩২)

সকল মুসলিমের এই কাজটিই করা উচিত, অর্থাৎ, স্থায়ী প্রতিবেশীর ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত (বিশেষত: শহরের) কেননা গ্রামের প্রতিবেশীরা নড়াচড়ার উপর এবং দূরে থাকে। (বুখারী, আদাবুল মুফরাদ নং- ১১৭)

সাধারণত: খারাপ প্রতিবেশীর নেতিবাচক প্রভাব পরিবারের উপর পড়ে। এর বাস্তব সমাধান হলো, আত্মীয়ের প্রতিবেশী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যদিও তা ব্যয়বহুল হোক না কেন, কেননা সৎ প্রতিবেশী অমূল্য।

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

প্রতিবেশী সৎ হওয়া সৌভাগ্য ও সুখের বিষয়। প্রতিবেশী খারাপ হলে আপনি এক হতভাগিনী।

প্রিয়নবী ﷺ বলেন, 'পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হলো চারটি; সতী-সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। (সিলসিলা সহীহ হাদীস-২৮২)

এই জন্য প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার গুরুত্ব এসেছে ইসলামে।

মহানবী ﷺ বলেন : 'আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা, এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।' (আহমদ, সহীহুল জামে, হাদীস-৩৭৬৭)

তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম! সে (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মু'মিন হতে পারে না!' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সে কোন ব্যক্তি হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি উত্তরে বললেন, 'যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।'

(বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ৪৬ নং, আহমদ ২/২৮৮)

'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোনো) ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে যা সে নিজের জন্য করে।'

(মুসলিম-৪৫)

'সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।' (মুসলিম)

'যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে অভিশপ্ত।' (সহীহ তারগীব ২৫৫৮ নং)

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা বেশি বেশি (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, 'সে জাহান্নামী।' লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, 'সে জান্নাতী।'

(আহমদ-২/৪৪০, ইবনে হিব্বান, হাকেম-৪/১৬৬, সহীহ তারগীব-২৫৬০)

মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে বলেন, 'হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মহিলাদের জন্য কিছু পাঠানোকে তুচ্ছ ভেবো না; যদিও বা তা ছাগলের খুরই হোক না কেন।' (আহমদ, বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৭৯৮৯)

একদা মহানবী ﷺ আবূ যারকে বললেন, 'হে আবূ যার! যখন তুমি (গোশত বা অন্য কিছুর) ঝোল বানাবে, তখন তাতে পানি বেশি করে দিও। অতঃপর তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে উপঢৌকন দিও।' (মুসলিম-২৬২৫)

আর প্রতিবেশী ক্ষুধায় কালাতিপাত করলে তার জন্য দায়ী হবে প্রতিবেশী। জেনেশুনে ক্ষুধা নিবারণ না করলে মু'মিনের ঈমানের পরিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'সে মু'মিন নয়, যে পেটপুরে খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী উপোস থাকে।' (ত্বাবারানী, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে-৫৩৮২)

'সে প্রকৃত মু'মিন নয়, যে ভরপেট খেয়ে রাত্রি যাপন করে অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় থাকে এবং সে তা জানে।'

(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে-৫৫০৫)

'রাস্তার কথা জানার আগে সফরের সাথীর কথা জেনে নাও, বাড়ির কথা জানার আগে প্রতিবেশীর কথা জেনে নাও।' কিন্তু আগে থেকেই যদি প্রতিবেশী খারাপ হয়, তাহলে তোমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

'প্রভু! যিনি পাপ দেখেন তিনি গোপন করেন। আর প্রতিবেশী না দেখলেও হল্লা করে প্রচার করে বেড়ায়।' (শেখ সা'দী)

'যার গরু সে বলে বাঁঝা, পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন!' 'মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে, পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে।'

অতএব প্রতিবেশীকে মানিয়ে ও এড়িয়ে চল, নচেৎ তোমার সুখের সংসার দুঃখের সাগরে পরিণত হবে।

বিশেষ করে গেঁয়ো পরিবেশে ছেলে-মেয়ে নিয়ে, হাস-মুরগি-ছাগল নিয়ে, পানি নিকাশ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ থেকে শতক্রোশ দূরে থাক। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ না মেনে চলা তার জন্য বড় দুঃখের বিষয়।

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব রাখ আল্লাহর ওয়াস্তে, পার্থিব কোনো অবৈধ স্বার্থে নয়। টিভি অশ্লীল রঙ-তামাশার আকর্ষণেও নয়। যিয়ারত কর, বেনামাযী হলে নসীহত কর।

সমাধান - ৩৯

বাসা-বাড়ির প্রয়োজনীয় মেরামত এবং সুবিধাদি

এটা আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের অংশ যে, বর্তমানে তিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে করেছেন সহজ ও সময় করেছেন সাশ্রয়, যেমন- এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। অতএব এগুলো থাকাও দরকার। কোনো রূপ কাঠিন্য ছাড়া ভালোটাই থাকা উচিত। আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় পার্থক্য করার ক্ষমতাও থাকা জরুরি।

পরিবারের প্রাধানের কর্তব্য হলো ভেঙ্গে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া জিনিস মেরামত করা এবং জীবন যাত্রাকে সহজ করার চেষ্টা করা। অনেক মহিলারা ঘরে আবর্জনার স্তূপের ব্যাপারে অভিযোগ করেন; সব জায়গায় পোঁকা-মাকড়, পয়ঃনিষ্কাশন বন্ধ, কিছু কিছু জিনিস ভাঙ্গা এবং আবর্জনার দুর্গন্ধ ইত্যাদি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলো ঘরের সুখ-শান্তির অন্তরায়। সেগুলো স্বাস্থ্যহানি ঘটায় এবং দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত ঘটায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এ সকল সমস্যার আশু সমাধান করে ঝামেলা এড়িয়ে থাকাই ভালো মনে করেন।

সুতরাং বৈদ্যুতিক লাইট নষ্ট হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা, বাথরুমের বদনার যোগান দেয়া, পাদুকা থাকা, জানালার পর্দার ব্যবস্থা এ জাতীয় সামান্য জিনিসগুলোর ব্যাপারে অবহেলা করা ঠিন নয়।

সমাধান—৪০

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, "যখনই পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়তেন, নবী করীম ﷺ আল-মুয়াওযাতান ও ইখলাস (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) তিলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম নং-২১৯২)

আরো বর্ণিত আছে যখনই কেউ জরাক্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছু ঝোল রান্না করতে বলতেন এবং তা চুমুক দিয়ে খেতে বলতেন। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন অবশ্যই এটি দুঃখীর অন্তরকে আনন্দিত করে, অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়কে পরিষ্কার করে, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যেমন পানি দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে।" (তিরমিযী নং-২০৩৯)

প্রতিরোধ ও নিরাপত্তার উপরে সুন্নাহর কিছু উপদেশ : মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন : রাত যখন শুরু হয়, তখন তোমাদের শিশুদের বাইরে যেতে দিবে না, কেননা ঐ সময় শয়তান খুব বেশি চলাফেরা করে, রাতের (এক ঘণ্টা) এক প্রহর অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও এবং দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম নাও, তোমাদের পাত্র এবং জিনিসপত্রগুলো ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম নাও এমনকি এক খণ্ড কাঠ দিয়ে হলেও এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেল।"

(বুখারী ফাতহুল বারী : ১০/৮৮-৮৯)

"মুসলিমের বর্ণনায়, তোমাদের দরজাগুলো বন্ধ কর, পাত্র এবং জিনিসপত্র ঢেকে রাখ, বাতিগুলো বন্ধ করে দাও, পানির পাত্রগুলোর মুখ বেঁধে রাখ, কেননা ইবলিস বন্ধ দরজা খুলতে পারে না (যদি আল্লাহর নাম নিয়ে এগুলো করা হয়) ঢেকে রাখা জিনিস খুলতে পারে না। বেঁধে রাখা কোন জিনিসের বন্ধন খুলতে পারে না। বিশ্বাস কর এমনকি ক্ষুদ্র একটা প্রাণীও ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে (বাতি রাখার পাত্র উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে।)" (মুসনাদে আহমদ : ৩/৩০১)

এ বিষয়ে নবী কারীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন : "ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখ না। (সহীহ আল-বুখারী, ফতহুল বারী : ১১/৮৫)

সমাধান—৪১

বিধবা

বিধবার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

"তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদের যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেয়া হয় এবং গৃহ থেকে বের করে না দেওয়া হয়, কিন্তু তারা যদি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যায়, তবে নিয়মমত নিজেদের জন্য যা করবে, তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৪০)

অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۔

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। (প্রসাধন, সৌন্দর্য ও সুগন্ধি ব্যবহার পরিহার করে শোকপালন করবে।) যখন তারা ইদ্দত (৪ মাস ১০ দিন) পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের জন্য কোনো বিধিমত কাজ (প্রসাধন, সৌন্দর্য ও সুগন্ধ ব্যবহার) করলে তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৩৪)

কিন্তু প্রশ্ন থাকে যে, বিধবা যদি ইদ্দত পালনের পর প্রসাধন, সৌন্দর্য (সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কারাদি) এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে বিনা পর্দায় বহির্বাটীতে বা গায়ের মাহারেম পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করে (অথচ কোন স্বার্থে বিবাহের খেয়ালও রাখে না) তাহলে সে ব্যাপারে গৃহকর্তার কর্তব্য কী? অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

"তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই (অবিবাহিত, ত্যক্তদার অথবা মৃতদার পুরুষ এবং অবিবাহিতা, পরিত্যক্তা অথবা বিধবা নারী) তাদের বিবাহ্ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজহ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যসময় সর্বজ্ঞ। (সূরা অন-নূর : আয়াত-৩২)

আর যদি তা না করা হয়, তাহলে হয়তোবা কর্তার অজান্তেই বাড়ির পরিবেশ ঘোলাটে ও কলুষিত হবে। সুতরাং সাধু সাবধান!

সমাধান-৪২

রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের দ্বন্দ্ব

এক দম্পতি তাঁদের তরুণী মেয়ের সাথে চা পান করছিল। মেয়ের দেহে যে ড্রেস ছিল তা নিউ ফ্যাশনের, মর্ডান। বেসামাল পোশাক। ড্রেসটা বাবার খুবই পছন্দ।

তিনি বলে উঠলেন, 'তোর মা বড় সেকেলে। ওর এই ধরনের পোশাক পছন্দ নয়।' মা বলল, 'ওই বেহায়ামী আমি পছন্দ করি না।' চট্ করে মেয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু এটাই তো সভ্যতার দাবি। তুমি পুরনো মানুষ বলে এসব দেখতে পার না। যারা এ যুগের মানুষ তাদের কাছে এসব খুবই পছন্দনীয়।'

বাবা বলল, 'অবশ্যই, এটা বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের যুগ। তোমাদের যুগ এবার গেছে।' এমন সময় বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল। বাবা উঠে গিয়ে দরজা খুললেন।

মেয়ের (সহপাঠী) বন্ধু এসেছে মেয়ের সাথে দেখা করতে। তিনি বৈঠকখানাটি খুলে দিয়ে মেয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওরে আফরীন! নিয়ায এসেছে। চা নিয়ে যা।'

বাবা মায়ের কাছে ফিরে এলেন। মেয়ে চা নিয়ে বৈঠকখানায় গেল। আধঘণ্টা পর মেয়ে হাসিমধুর মুখে এসে বাবাকে বলল, 'বাবা! আজ আমি একটু সিনেমায় যাব।'

চট্ করে মা চোখ ডাগর করে বলে উঠলেন, 'কার সাথে?'

মেয়ে বলল, 'নিয়ায যাবে।'

মায়ের তরফ থেকে কোন উত্তর আসার পূর্বেই বাবা বলে উঠলেন, 'যা না, অসুবিধে কী?'

মেয়ে আরো একটু নিজেকে সজ্জিতা (মেকআপ) করে অসংযত পোশাকে বন্ধুর সাথে বেড়িয়ে গেল।

মা শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর মেয়ের প্রগলভ চলন। বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'মেয়েটি বেশ "স্মার্ট" হয়ে উঠছে। কলেজের ছাত্রী কী না।'

স্ত্রী এক ইসলামী পরিবেশের পর্দাপ্রেমী মহিলা। মেয়ের চালচলন তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু স্বামী হলেন, বিলেত-ঘেষা প্রগতিশীল মানুষ। তাঁরই পরিচর্যায় মেয়েও প্রগতিশীল। স্বামীর আগে বলারও কিছু নেই।

মেয়ের এমন লাগামছাড়া স্বাধীনতা দেখে মায়ের সহ্য না হয়ে কিছু বললে বাবা তার মুখ নেন। মাকে কখনো 'রক্ষণশীল', কখনো 'সেকেলে', কখনো 'গোঁড়া' কখনো আন কালচার আবার কখনো 'যুগপঁচা' মেয়ে বলে বিদ্রূপ করেন। মা

কখনো কখনো লোকলজ্জার, কখনো বা অকাল-গর্ভের কথা তুলে বাবাকে ভয় দেখান। কিন্তু বাবা বলেন, 'সভ্য লোকেরা কোনোদিন তা খারাপ মনে করবে না। আর কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই কি কেউ এ সব কাজ করে নাকি? এত নীচ ধারণা নীচ লোকেরাই করে থাকে।' ধর্মের ভয় দেখালে তো বাবা হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, 'তুমি এ মোল্লাদের কথায় বিশ্বাস রাখ? মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত। যুগের চাহিদা ওরা কী বোঝে? উদার হতে শেখো। গোঁড়া হয়ে থেক না। মেয়ে বড় হয়েছে। ভালো মন্দ বুঝার যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে ওর ভালোটাও নিজে খুব বোঝে। মেয়ের স্বাধীনতায় মা-বাপের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।'

এমন কী বিয়ের ব্যাপারেও না। ও তো নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে। আজকের বন্ধু পছন্দ না হলে কালকের অন্য কোনো বন্ধুকে স্বামীরূপে ঘরে আনবে। তাতে মা-বাপের বাধা কিসের? চিন্তা কিসের? অবশ্য রক্ষণশীল ঘরে পদে পদে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আছে; কোনো প্রগতিশীল ঘরে নয়।

রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলের দ্বন্দ্বের বিচারভার রইল অবিকৃত ও সুস্থ মস্তিষ্কের পবিত্রতা ও শান্তিকামী মানুষের উপর।

একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁরা স্ত্রী ছাড়া নারী জাতির দিকে কামনজরে দৃষ্টিপাত করেন না। বাড়িতে তাঁদের স্ত্রীরা সভ্য লেবাসে থাকে বলে যখন তখন যৌন উত্তেজনাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঋতু অবস্থায় তাঁরা স্ত্রীগমন করেন না। মিলনের পর তাঁদের উপর গোসল করা ফরয বলে যখন-তখন মিলনও করতে পারেন না। নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলা ব্যবহার করেন না; বরং অন্য মহিলার দেহ দর্শন ও স্পর্শমাত্রকেও পাপ মনে করেন। যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় কোনো পরস্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করেন না। সাধারণের উপভোগ্য হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁরা নিজেদের মহিলাদেরকে সংযত পোশাকে বাইরে পাঠান। উভয় পক্ষের প্রেম ও ইচ্ছার সাথে হলেও যাঁরা ব্যভিচারকে বড় অপরাধ বলে জানেন। অবিবাহিত হলে ১০০ চাবুক এবং বিবাহিত হলে মৃত্যুদণ্ড শাস্তির প্রচলন করেন। যাঁদের নিকট ধর্ষণের মতো অপরাধের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। ইত্যাদি।

এক শ্রেণীর লোকেরা মহিলাদেরকে যথার্থ সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখেন। মায়ের পদতলে জান্নাত আছে বিশ্বাস রাখেন। পুরুষের উপর নারীর খোর-পোষ ওয়াজিব মনে করেন।

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর মানুষ। যারা নারীকে খোলামেলা দেখতে পছন্দ করেন। অসভ্য লেবাসে নারীর রূপলাবণ্য দেখে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করেন।

পথে–ঘাটে অফিসে-কলেজে অশালীন বেশভূষায় দেখতে 'নারী-স্বাধীনতা' মনে করেন। যারা বাইরে নারীর এ অর্ধনগ্ন রূপলাবণ্য দর্শন করে এসে স্বপ্নে বা জাগরণে বীর্যক্ষয় করেন। অথবা যাদের আছে একাধিক গার্ল, ফ্রেন্ডস, সময় মতো তাদের যৌনসম্ভোগ করতে পারেন। যারা বাড়িতেও যখন তখন স্ত্রীসঙ্গম করেন; কারণ তাঁদের স্ত্রীরাও সর্বদা সেক্সী ড্রেসে থাকে, তাছাড়া মাসিক-গোসলের তো কোনো বাধাই নেই। যারা বাস ট্রেন, পার্ক, স্কুল-কলেজ, অফিসে-আদালতে তরুণী-যুবতীর পাশাপাশি বসে উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করেন।

নিশ্চিন্তে গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে বিলাস বিহারে যান। যারা নিজ স্ত্রী কন্যাকেও কারো (অবৈধ) স্পর্শে আসতে বাধা দেন না। যারা মহিলাদের প্রতি হ্যাংলো কুকুরের মতো তাকিয়ে যৌন-জিভে লালা ফেলেন। যারা ব্যভিচারের মতো অপরাধকে কোনো অপরাধ মনে করেন না। যাঁদের নিকট ধর্ষণের মতো অপরাধের যথেষ্ট বিচার ও.উপযুক্ত শাস্তি নেই। যারা তরুণীকে 'ইয়ে করে বিয়ে করতে' অথবা নিয়ে চম্পট দিতে আগ্রহী। যারা অফিসার স্ত্রীকে বাপ-মায়ের খিদমতে লাগাতে এবং নিজেও মায়ের পদসেবা করতে আগ্রহ রাখেন না। যাঁরা মহিলার রোজগার বসে খেতে চান এবং মহিলাকে বিভিন্ন বাণিজ্য এবং তার প্রচার ও বিজ্ঞাপনে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। এই শ্রেণীর মানুষ মহিলাদের অবাধ যৌনাচারে (ফ্রী সেক্সে) বিশ্বাসী।

বিচারভার রইল জ্ঞানী মানুষের উপর। প্রথম শ্রেণীর মানুষেরা নারীকে ভোগ্য বস্তু বলে মনে করেন, নাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা? যারা কমলা গোপনে রাখেন এবং সংযত ও সঙ্গতভাবে খান তারা কমলাকে ভোগের বস্তু বলে মনে করেন, নাকি তারা; যারা প্রকাশ্যে খান, ছিলে রেখে লোকের সামনে 'অফার' ও 'এ্যাভেলেবল' করেন, রাস্তা–ঘাটে জিভের পানি ফেলেন?

পরিবেশ গুণে পরিবর্তন আসে মানুষের সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারায়। অনেকে দু' পাতা ইংরেজি পড়েই দ্বীন ও ইসলামী মূল্যবোধকে 'সেকেলে' ইত্যাদি বলে নাক সিটকায়! কত ভালো ঘরের ছেলে-মেয়েরাও ঐ পরিবেশে গিয়ে ধর্মীয় নৈতিকতাকে প্রগতির (যৌন স্বাধীনতার) অমূলক 'সামাজিক প্রতিবন্ধক' বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকে। অনেকে জীবনে কম্পিউটার হয়েতো চোখেও দেখেনি; কিন্তু কম্পিউটার তার যুগের দোহাই দিয়ে নিজের জীবনের চারিত্রিক নৈতিকতাকে শিথিল করে ফেলেছে। এরা যৌবনের উন্মাদনায় ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আর বুঝতে পারে না যে, তারা মশা মারতে নিজেদেরই গালে চড় মারছে।

যুগ কম্পিউটারের, তা তো কেউ অস্বীকার করে না। কম্পিটউটার এসেছে যুগের মানুষের জীবন-ধারা বদলে দিতে, ধর্ম-ধারা নয়। কম্পিউটার মানুষের ইহলৌকি ও বৈষয়িক উন্নয়নের তুফান এনেছে, কোনো পারলৌকিক বা চারিত্রিক উন্নয়ন সাথে আনেনি। তাছাড়া কালজয়ী ইসলাম বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের পথে কোন প্রতিবন্ধকও নয়। তবুও মানুষ ধর্ম ও নৈতিকতার কথা শুনলেই বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের দোহাই দিয়ে খোঁড়া অজুহাত দেখায় কেন?

কোনো মহিলাকে পর্দায় থাকতে বলুন। সে বা তার পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো দরদী তখন আপনাকে উত্তর দেবে, 'এ যুগ কম্পিউটারের যুগ! আধুনিক যুগ!'

কাউকে মদ্যপান অথবা ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে বলুন। দেখবেন সেও আপনাকে প্রায় একই উত্তর দেবে। অথচ একটু গভীরভাবে তলিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, নৈতিকতার সাথে কম্পিউটারের কোনও সংঘর্ষ নেই।

পক্ষান্তরে আধুনিক যুগের দাবি যদি বেপর্দায় খোলামেলা বেসামাল পোশাকে থাকা, মাদকদ্রব্য সেবন করা, ছেলে-মেয়েরা আপোসে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা হয়, তাহলে আজকের আধুনিক আর কালকের জাহেলিয়াতের যুগের মাঝে পার্থক্যটা থাকল কোথায়? এরা পর্দাপ্রথা মেনে চলে, সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন করে, সকল প্রকার নৈতিকতা বরণ করে নিলে যদি প্রাচীনপন্থী ও সেকেলে হন, তাহলে ওরা ঐ তথাকথিত নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতায় কি আরো অধিকতর প্রাচীনপন্থী ও সেকেলে নন? কারণ, আধুনিক যুগের যে দাবি সে দাবি তো ইসলামের পূর্বেও ছিল। সুতরাং ওদের এ আধুনিক জীবন-পদ্ধতি কি অধিকতর 'যুগপঁচা' নয়? ইসলামের আভির্ভাবের পূর্বেই প্রচলিত ছিল ছেলে-মেয়েদের অবাধ বন্ধুত্ব করার প্রথা। কুরআনে (আন-নিসা ২৫ আয়াত, আল-মায়িদা ৫ আয়াত) তা খণ্ডন করা হয়েছে। ইসলামের পূর্বেই ছিল খোলামেলা পোশাক পরে স্বাধীনভাবে নারীদের নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়ানোর ফ্যাশন। কুরআনের সূরা আহযাবের ৩৩ আয়াতে তা খণ্ডন করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যও কুরআনের নিষিদ্ধ হয়েছে।

সুতরাং গোঁড়া ও রক্ষণশীল তো ওরাই বরং ওরাই ও বেশি গোঁড়া। কারণ, এরা তো মাত্র ১৪ শত বছরের পুরানো নৈতিকতাকে ছাড়তে রাজী নন। আর ওরা যে আরো পুরানো প্রায় ১৫ শত বছর; বরং তারও অধিক বছরের প্রাচীন ট্রেডিশনকে ছাড়তে মোটেই রাজী নন।

একই কক্ষে ২ জন বসবাসকারীর মধ্যে একজন ধূমপায়ী বন্ধু তার অপর অধূমপায়ী বন্ধুর নাক সিটকানি দেখে যদি বলে, 'তুই বড় গোঁড়া! বারবার

আমাকে সিগারেট খাওয়া ছাড়তে বলিস।' তখন এর উত্তরে তার অধূমপায়ী বন্ধুও যদি বলে, 'তুইও তো বড় গোঁড়া! তোকে বারবার সিগারেট খাওয়াটা ছাড়তে বলি, তাও ছাড়িস না!' তাহলে আসল গোঁড়াটা কে? নৈতিকতা পালনকারী, নাকি নৈতিকতা বিনাশকারী?

ইসলামের দৃষ্টিতে অসংযত ও খোলামেলা লেবাস ঘৃণিত। খোলামেলা লেবাস সাধারণত দাসীদের হয়। (৩৩–সূরা আল-আহযাব : ৫৯)

মুসলিম নারীদেরকে পর্দার আবরণ গ্রহণ করে সম্ভ্রান্তরূপে পরিচয় দিতে আদেশ করেছে। অথচ সাম্যবাদী কবি গেয়েছেন তার উল্টোটা। তিনি নারীর উদ্দেশ্যে বলেন,

'চোখ চোখে আজি চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ,
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!'

কবি যে একাকারের কথা গেয়েছেন ও চেয়েছেন তা তিনি নিজে বলেন,

'সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।!'

আর এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ ـ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ ـ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ ـ

"তারা কবিদের অনুসরণ করে, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না যে, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে কল্পনাবিহার করে থাকে এবং যা বলে তা করে না।"
(২৬–সূরা আশ-শু'আরা : আয়াত-২২৬)

পরিশেষে প্রশ্ন জাগে, কারা চির উন্নত? যারা মাত্র ৭০/৮০ বছরের সুখ ভোগবিলাসের সামগ্রী হাতে পেয়েছে তারা, নাকি যাদের হাতে আছে চিরকালের সুখ ও শান্তির বিলাস-রাজ্য? মোটকথা এ দ্বন্দ্ব হলো, ইসলাম ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার দ্বন্দ্ব। হক ও বাতিল, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, চির সভ্যতা ও অধুনা অসভ্যতার দ্বন্দ্ব। আর জয় চিরদিন সত্যেরই।

তাই সেই চির শান্তিতে স্থায়ী আমাদের বাসিন্দা হতে হলে আমাদের পরিবারকে ইসলামের পতকাবাহী হতে হবে।

সমাধান-৪৩

কিশোরী, তরুণী ও যুবতীর প্রতি উপদেশ

কৈশোর ও তারুণ্য বয়সে প্রায় সকল মানুষেরই সঙ্গীর খোঁজ একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এ সময়েই প্রেম ও ভালোবাসার পাত্র প্রায় সকলের অভিপ্রেত হয়। তাই এই অবস্থায় কয়েকটা উপদেশ জ্ঞানী তরুণীর জন্য পালনীয়-

১. পর্দা অবলম্বন কর, যাতে তোমার প্রতি কারো কুনজর আকৃষ্ট না হয়।

২. ঘটনাক্রমে এমন প্রেমালাপ কারো সাথে ঘটে থাকলে এবং বিয়ের অঙ্গীকার দিয়ে থাকলেও তাতে বিশ্বাস করো না। কারণ, সে এমন যুবক হতে পারে, যে তোমার মান রক্ষা করবে না। অথচ তুমি তোমার অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে। তাদের চোখে ধুলা দিয়ে তার সাথে কথা বলবে, তার সঙ্গে বাইরে যাবে, 'বিয়ে তো হবেই' মনে করে তুমি তাকে তোমার সব কিছু বিলিয়ে দেবে ইত্যাদি। তাতে যতই সে তোমার প্রতি অন্তরঙ্গতা ও অকপটতা প্রকাশ করুক, যতই মুখে মিষ্টি কথা বলুক এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করুক। তুমি জেনো যে, তা কপট প্রেমের অভিনয় মাত্র, যা কেবল সে নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে।

৩. এ কথা কখনো সত্য মনে করো না যে, তোমাদের বিয়ের অঙ্গীকার কেবলমাত্র আবেগপূর্ণ কথায় পালন করা হবে। আর যদিও বা কোনো চাপে পড়ে তা পালন করে বিবাহ হয়েই যায়, তবুও তোমাদের দাম্পত্য কলহ, অসফলতা, সন্দেহ ও পরিতাপের শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকবে।

৪. সাবধান নারী স্বাধীনতাবাদীদের বিভিন্ন প্রচার ও প্রপাগাণ্ডায় কান দিও না। ওরা আসলে যৌন-স্বাধীনতা (ফ্রী সেক্স) চায়, বিবাহের পূর্বে প্রেমের বাঁধন চায়। অথচ বিবাহের পর ছাড়া অকৃত্রিম প্রেম সঞ্চার সম্ভব নয়। যেহেতু বিবাহের পূর্বের ভালোবাসায় কৃত্রিমতা ও অভিনয় থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ প্রেম কেবলমাত্র কামচরিতার্থতা ও যৌনতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও অবাস্তব কল্পনার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। যার ফলে অনতিদূরে সেই শিশমহল ভগ্নপ্রাপ্ত হয়।

৫. তোমার সাথে বিবাহ হারাম নয় এমন কোন যুবকের সাতে টেলিফোনে কথোপকথন করো না। যাতে প্রেমালাপে তার কৃত্রিম জালে মাকড়সার জালে পোকা পড়ার মতো তুমিও ধরা পরতে পার। তোমার এ প্রেমালাপ আল্লাহর নিকট রেকর্ড করা থাকবে এবং তোমার কপট প্রেমিকও রেকর্ড করে রেখে পরে তার কথার বশে না গেলে তোমার সম্ভ্রম লুটে তোমাকে অপদস্থ করবে। তখন না তুমি তার হবে, আর না-ই সে কাউকে তোমার হতে দেবে। কষ্ট পাবে অভিভাবক ও আত্মীয়েরা। আর তুমিও যৌবনের দাহে চিরকাল একাকিনী হয়ে দুঃখ-জ্বালা ভোগ করবে। তখন ভাই ও ভাবীর চোখের বালি হবে এবং তোমার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়বে।

৬. ছবি তোলা থেকে সাবধান থেক। তোমরা পাণিপ্রার্থী ইচ্ছা করলে তোমাকে সরাসরি দেখে যাবে। তোমার ছবি কাউকে দেবে না। নচেৎ তোমার বংশের মান মাঠে ঘাটে হবে। আর তোমার রূপের উপরও বিভিন্ন অসমীচীন মন্তব্য ও টিপ্পনী কাটা হবে।

৭. সাবধান কারো সাথে প্রেমপত্রালাপ করবে না। এতেও তুমি খুব সহজরূপে লাঞ্ছনার শিকার হবে। কল্পনার জগতে বাস করে পরিশেষে আক্ষেপই তোমার চিরসঙ্গী হবে।

৮. অশ্লীল পত্র-পত্রিকা পড়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ, তাতেও তোমার সম্ভ্রমহানিকর বিষ লুক্কায়িত থাকে।

৯. ফিল্ম দেখা থেকে দূরে থাকবে; যা তোমার শত্রুর এক বন্ধু। অজান্তে এ বন্ধু তোমাকে বধ করবে। যাতে তোমার লজ্জাশীলতা হারিয়ে যাবে, সম্ভ্রম লুপ্ত হবে এবং তোমার সুন্দর চরিত্র ধ্বংসের কবলে পতিত হবে।

১০. তোমার সাথে বিবাহ হারাম নয় এমন আত্মীয়-স্বজন তোমার গৃহে এলে তাদের সাথে অপ্রয়োজন কথাবার্তা ও খিদমত করা থেকে দূরে থাকবে। মার্কেট ও দোকান করা থেকে সাবধান থাকবে। একান্ত প্রয়োজনে নিরুপায় হলে আল্লাহর ভয় ও শরয়ী পর্দা ভুলে যেয়ো না।

১১. ড্রাইভারের সাথে গাড়িতে বা কোনো ভৃত্য ইত্যাদির সাথে নির্জনতাবলম্বন করবে না। কারো গাড়িতে বা রিক্সায় একাকিনী যাবে না। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবকদের পাশাপাশি বসে বেপর্দায় স্কুল-কলেজে পড়বে না।

গার্লস স্কুল-কলেজে পড়বে। মাহরামের সঙ্গে যাবে আসবে। দেহে ফুল ফুটলে আর সে আত্মীয় বাড়ি যাবে না; যেখানে তুমি নিজেকে পর্দা করতে পারবে না।

১২. চরিত্রহীনা ও নোংরা মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা স্থাপন করবে না। কারণ সংক্রামক ব্যাধির মতো তোমার চরিত্রেও নোংরামি সংক্রমণ হতে পারে। আর জানো তো, 'সঙ্গদোষে কি না হয়? ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।'

১৩. বাড়ির ভিতর ছাড়া বাইরে কোন পুকুর, নদী বা সমুদ্রে গোসল করতে যাবে না। কারণ, শয়তান জিন ও মানুষ তোমার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

১৪. আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দ্বীনের অনুসরণ কর এবং আল্লাহর নিকট দুআ কর।

তিনি তোমার সৌভাগ্যের সাথে মনের মতো সঙ্গী দান করবেন। উপরন্তু উপযুক্ত জীবনসঙ্গীরূপে তোমার কাউকে পছন্দ হয়ে থাকলে বৈধ উপায়ে তার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে। তবে পছন্দ হওয়ার পর কাউকে তোমার হৃদয় বিলিয়ে দিও না। নচেৎ তার সাথে না হয়ে কোনো কারণে অপরের সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন হলে তুমি তার সংসার করবে ঠিকই; কিন্তু দেহ থাকবে স্বামীর কাছে আর মন পড়ে থাকবে সেই ভালো লাগা 'মনের মানুষ'টির কাছে। এতে হয়তো বা কখনো স্বামীর খেয়ানতও করে বসবে! সুতরাং এমন কলঙ্ক আসার আগে তুমি তোমার মনের কালিমা দূর করে নিয়, সেটাই ভালো।

সমাধান-৪৪

টেলিফোন

দূরালাপ ও দূরভাষের জন্য এটাও একটি পরিবারের পক্ষে বড় হিতকর যন্ত্র। যা সময় উদ্বৃত্ত করে, দূরকে নিকট করে এবং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত হতে আপনজনের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেয়।

এক যন্ত্রকে ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়। যেমন, ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা, দূরবাসী মুফতী সাহেবকে শরয়ী প্রশ্ন করা ও ফতোয়া গ্রহণ করা, আত্মীয়তা জাগরিত রাখা, উপদেশ দেয়া ও নেয়া, কত বিপদের সময় যথাস্থানে সহযোগিতা চাওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু যথা সময়েই এ যন্ত্র আবার একাধিক ক্ষতি ও নোংরামীর মাধ্যম। এই টেলিফোনই কত লোকের সংসার ভেঙ্গেছে। কত লোকের গৃহে আপদ ডেকে এনেছে। কত নারী-পুরুষকে ফাসাদ ও কুকর্মের পথে নামিয়েছে, তা হয়তো (আমাদের দেশে) অনেকেই জানে না। দূরালাপের খুবই সহজলভ্য এই যন্ত্রখানিতে অনেক সর্বনাশ ঘটে।

* এর সাহায্যেই অন্তঃপুরিকা অন্দর মহল হতেই প্রণয়ের বাঁশী বাজায়। এরই দ্বারা পরিচয়, প্রেমালাপন, সাক্ষাতের ওয়াদাদান, অভিরতি ও অভিসার প্রকাশ ইত্যাদি হয়ে থাকে।
* অজ্ঞাত-পরিচয় খল ব্যক্তি ও শত্রুরা এরই মাধ্যমে দাম্পত্যে ও পরিবারে ভাঙ্গন ধরায়। চুগলখোর ও গীবতকারীরা হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্যবশে সোনার সংসারে আগুন লাগায়।
* অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় (অধিকাংশ মহিলাদের তরফ থেকে) দূরবর্তী আত্মীয়ের সাথে আলাপে অনর্থক সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয়।

অবশ্য গৃহস্বামী কর্তৃক হলে এবং পরিবারকে ঈমানী তরবিয়ত দিয়ে থাকলে ভয় ততটা থাকে না। সেই সাথে পিতা মাতাকে তাদের উঠতি বয়সী ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। বিশেষ করে তারা কার সাথে বেশি কথা বলে। গভীর রাত পর্যন্ত ফোনে কথা বলে কী-না সেটাও নিশ্চিত হতে হবে।

সমাধান—৪৫

কম্পিউটার: ইন্টারনেট, ফেসবুক

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার কম্পিউটার। কম্পিউটার এমন অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে, এর নামানুসারে যুগের নামকরণ করা হয় কম্পিউটার যুগ। বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্ককার আমাদেরকে সভ্যতার পথে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

কম্পিউটার মানুষকে তাদের কাজের ক্রমধারায় যুগ যুগ সময় এগিয়ে দিয়েছে। যে কাজ মানুষকে দিনের পর দিন করতে হতো, কম্পিউটার তা নির্ভুলভাবে একনিমিষেই করে দিচ্ছে। ফলে সময় ও শ্রম দু-ই বাঁচানো যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুধু মানুষের কল্যাণেই সীমাবদ্ধ নয়। সভ্যতার কিছু নরপিচাশ বিজ্ঞানকে মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার করছে। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, হাইড্রোজেন বোমা, আনবিক বোমা তৈরি করে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে। বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পরাশক্তিগুলো পেশীশক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে আগ্রাসন চালাচ্ছে। তাই মানবতা আজ ধ্বংসের মুখে নিপতিত।

এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আমাদের পরিবারও মুক্ত নয়। কম্পিউটার যেহেতু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অনুষজ্ঞ তাই এর ব্যবহারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে পরিবারের প্রধানকে তার উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের কম্পিউটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবেন। এই বয়সের ছেলে মেয়েরা কম্পিউটারে গেমসের পিছনে যে সময় নষ্ট করে তাতে তাদের পড়া লেখা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

ইন্টারনেট : ইন্টারনেট তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখছে। ইন্টারনেট পৃথিবীকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ধরনের খবরাখবর নিমিষেই জানতে পারছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে মানুষ তার জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ করছে।

অজানাকে জানা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মানুষ নতুন নতুন তথ্য পেতে উদগ্রীব থাকে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন অনলাইন সংবাদ মানুষ মুহূর্তেই জানতে পারছে। ইন্টারনেটের কল্যাণমূলক অবদান অনস্বীকার্য। অন্যদিকে এর অপব্যবহারও কম নয়।

স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য সাইট ব্রাউজ করে অশ্লীল চিত্র, নীল ছবি দেখার ফলে তাদের ওপর এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পরছে। যার ফলে তারা চরিত্রহীন, হচ্ছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে গোটা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে। যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দেখা দিয়েছে ইন্টারনেট। তাই পরিবার প্রধানের কর্তব্য হলো ইন্টানেট ব্যবহারে সতর্ক হওয়া। সন্তানরা কোন ধরনের সাইট ব্রাউজ করে তা তাকে অবগত হতে হবে। সেই সাথে তারা যাতে গভীর রাত পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহার না করে সে দিকেও নজর দিতে হবে। বাবা-মার উচিত সন্তানকে সময় দেয়া। সন্তানকে সময় না দিলে তারা সঙ্গ পাওয়ার বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে তারা অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত-অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

ফেসবুক : ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ফেসবুকের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ অনায়াসেই করা যায়। বর্তমানে ফেসবুক তরুণ-তরুণীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। ফেসবুক ছাড়া যেন তাদের একটি মুহূর্ত চলে না। রাতদিন ফেসবুক নিয়ে পড়ে আছে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। ফেসবুকে অধিক আশক্তির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া লেখার ক্ষতি হয়। কিন্তু এটা এমন এক নেশা থাকে এ নেশায় পেয়ে বসে তার কাছে এসব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার। অধিকহারে নিয়মিত রাত জাগার ফলে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

ফেসবুকের অসৎ বন্ধুর সাথে জড়িয়ে অনেক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অচেনা-অজানা ফেসবুক বন্ধুর ভুয়া স্ট্যাটাস দেখে অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং পরিণতিতে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ফেসবুকের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ, সংশয় সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে তাদের সংসার পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। অতিসম্প্রতিক ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রোমানা কী করুণ, মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখী হলেন। তিনি হারালেন তার চোখ, ভেসে গেল সাজানো সংসার আর স্বামী ব্যাচারী কারাগারে করুন মৃত্যুর মুখে পতিত হলেন। এসবই ফেসবুকের কারণে তাই ফেসবুক ব্যবহারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

পরিবার প্রধানের উচিত তার অধীনস্থরা কে কত সময় ধরে ফেসবুক ব্যবহার করে, তাদের ফ্রেন্ড লিস্টে কারা আছে, তারা কোন ধরনের ব্লগ ব্যবহার করে এসব বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়া। ফেসবুক ব্যবহারে অবাধ-স্বাধীনতা দেয়া হলে সন্তানরা পড়া-লেখা নষ্ট করে গভীর রাত পর্যন্ত ফেসবুক ব্যবহার করবে। ফলে পরিবারে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। পরিবার প্রধান নিজে ফেসবুকের ব্যবহারে সতর্ক থাকবেন সেই সাথে তার অধীনস্থদের ফেসবুক ব্যবহারে ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবেন। ফেসবুককে ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমে পরিণত করতে উৎসাহিত করবেন। তিনি নিজে ফেসবুকে ইসলামী দাওয়াতী কাজ করবেন। গোটা পরিবার, ফেসবুকে দাঈ'র ভূমিকা পালন করলে এ ক্ষেত্রে ফেসবুক অভিশাপ না হয়ে পরিবার সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য তা অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনবে। আমাদের পরিবার হবে জান্নাতী পরিবার।

সমাধান-৪৬

ভ্রমণ ও শয়নের আদব

মানুষ ভ্রমণে নিঃসঙ্গ থাকলে তার নানা বিপদ-আপদের আশঙ্কা থাকে। মনে ত্রাস ও আতঙ্ক জাগে, শত্রু ও চোরের ভয় হয় এবং অসুখে পড়লে একাকী অসহায় হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু কোন সঙ্গী থাকলে তার সাহসও জাগে এবং সার্বিক সহায়তাও পেয়ে থাকে। তাইতো আল্লাহর নবী ﷺ নিঃসঙ্গ হতে নিষেধ করেছেন, একাকী রাত্রিবাস ও সফর করতে বারণ করেছেন।

(মুসনাদ আহমদ ২/৯১)

অনুরূপভাবে নারীকে মাহরাম ব্যতীত (যাদের সাথে বিয়ে হারাম) সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার একাকিনী রাত্রিবাসে তো তার অধিক ভয়। অন্যান্য ভয়ের চেয়ে লম্পটের ভয় বেশি হয় মহিলার। কারণ, মহিলার প্রধান শত্রু সে নিজেই, আপন দেহ ও যৌবনই হলো তার মূলধন ও জানের কাল। তাই তারও উচিত কোনো গৃহে বা কক্ষে একাকিনী রাত্রিবাস না করা। বিশেষ করে বহির্বাটীতে, কোন সখীর ঘরে, বৈঠকখানায় বা রাস্তার ধারে কোনো কক্ষে যেন রাত্রিযাপন না করে।

নচেৎ কাদা পথে পা পিছলাতে দেরি হবে না।

স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্যতা করে এবং সদুপদেশ দেয়া সত্ত্বেও বাধ্যতায় না আসে তবে শাস্তিমূলক আদব দেয়ার জন্য তার শয্যা বর্জন করা হয়।

(৪-সূরা আন-নিসা : ৩৪)

অথবা তাকে কোনো কক্ষে একাকিনী ত্যাগ করাও যায়। (বুখারী)

কিন্তু তাই বলে তাকে কোনো বিপদের মুখে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

সমাধান-৪৭

প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জা

নারীর রূপমাধুরী ও সৌন্দর্যলাবণ্য তার গর্ব। তার এ রূপ-যৌবন সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র তার স্বামীর জন্য। স্বামীকে সে রূপ উপহার না দিতে পারলে কোনো মূল্যই থাকে না নারীর। এই রূপ-যৌবন স্বামীকে উপহার দিয়ে কত যে আনন্দ, সে তো নারীরাই জানে। সুন্দর অঙ্গের উপর অঙ্গরাগ নিয়ে আরো মনোহারীও লোভনীয় করে স্বামীকে উপহার দিয়ে উভয়েই পরমানন্দ ও প্রকৃত দাম্পত্য-সুখ লুটতে পারে পার্থিব সংসারে।

সুতরাং অঙ্গ যার জন্য নিবেদিত অঙ্গরাগও তার জন্যই নির্দিষ্ট। স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য অঙ্গসজ্জা করা ও তা প্রদর্শন করা বৈধ নয়।

যুগের তালে তালে নারীদের অঙ্গরাগ, মেকআপ ও প্রসাধন-সামগ্রী অতিশয় বেড়ে গেছে। যার হালাল ও হারাম হওয়ার কষ্টিপাথর হলো এই যে, ঐ প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহারে যেন অঙ্গের বা ত্বকের কোনো ক্ষতি না হয়। ঐ দ্রব্যে যেন কোনো প্রকার অবৈধ বা অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত না থাকে, তা যেন বিজাতীয় মহিলাদের বৈশিষ্ট্য না হয়। (যেমন সিদুর, টিপ প্রভৃতি) এবং তা যেন বেগানার সামনে প্রকাশ না পায়। (ফাতাওয়া ইবনে উসাইমান ২/৭৭১)

সুতরাং শরীয়তের সীমার মাঝে থেকে নারী যে কোনো প্রসাধন কেবল স্বামীর মন আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করতে পারে। পরিধান করতে পারে যে কোনো পোশাক তার সামনে, কেবল তাকেই ভালো লাগানোর জন্য। এই সাজ-সজ্জাতেও লুকিয়ে থাকে ভালোবাসার রহস্য। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য অঙ্গসজ্জা না করে; পরন্ত বাইরে গেলে বা অন্য কারো জন্য প্রসাধন করে, তবে নিশ্চয়ই সে নারী প্রেম-প্রকৃতির বিরোধী। নচেৎ সে স্বামীর প্রেম ও দৃষ্টি আকর্ষণকে জরুরি মনে করে না। এমন নারী হতভাগী বৈ কি? সে জানে না যে, তার নিজের দোষে স্বামী অন্যাসক্ত হয়ে পড়বে।

টাইটফিট পোশাক কেবল স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বাড়ির ভিতর পরিধান বৈধ। এছাড়া কোনো মাহরাম ও মহিলার সামনে, এমন কী পিতা-মাতা বা ছেলে-মেয়েদের সামনেও ব্যবহার উচিত নয়। (ফাতাহওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮২৫)

কেবল স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্রা ব্যবহার বৈধ। অন্যের জন্য ধোঁকার উদ্দেশ্যে তা অবৈধ। (ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ, সঙ্কলনে আশরাফ আব্দুল মাকসূদ ১/৪৭০)

যে পোশাকে অথবা অলঙ্কারে কোনো প্রকারের মানুষ বা জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কিত থাকে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেহেতু ইসলাম ছবি ও মূর্তির ঘোর বিরোধী।
(আল-ফাতওয়া আল-ইজতিমাইয়্যাহ, ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন ৪০ পৃঃ)

যে লেবাস বা অলঙ্কারে ক্রুশ, শঙ্খ, সর্প বা অন্যান্য কোনো বিজাতীয় ধর্মীয় প্রতীক চিত্রিত থাকে মুসলিমের জন্য তাও ব্যবহার করা বৈধ নয়।
(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ। ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন ৭ পৃঃ)

নিউ মডেল ফ্যাশনের পরিচ্ছদ ব্যবহার তখনই বৈধ, যখন তা পর্দার কাজ দেবে এবং তাতে কোনো হিরো-হিরোইন বা কাফেরদের অনুকরণ হবে না।
(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ১২ পৃঃ)

স্ক্যার্ট-ব্লাউজ বা স্ক্যার্ট-গেঞ্জি মুসলিম মহিলার পোশাক নয়। বাড়িতে বেগানার সামনে সেই ড্রেস পরা উচিত; যাতে গলা থেকে পায়ের গাঁট পর্যন্ত পর্দায় থাকে। আর বিনা বোরকায় বেগানার সামনে ও বাইরে গেলে তো নিঃসন্দেহে তা পরা হারাম। (আল ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ২১ পৃঃ)

প্যান্ট-শার্ট মুসলিমদের পোশাক নয়। কিছু শর্তের সাথে পরা বৈধ হলেও মহিলারা তা ব্যবহার করতে পারে না; যদিও তা ঢিলেঢালা হয়। এই জন্য যে, তা হলো পুরুষদের পোশাক। আর পুরুষের বেশধারিনী নারী অভিশপ্তা।
(আল ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ৩০-৩১ পৃঃ)

কেশবিন্যাসের মহিলার সিঁথি হবে মাথার মাঝে। এই অভ্যাসের বিরোধিতা করে সে মাথার এক পাশে সিঁথি করতে পারে না। (ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮২৭) সাধারণতঃ এ ফ্যাশন দ্বীনদার মহিলাদের নয়।

বেণী বা চুঁটি গেঁথে মাথা বাঁধাই উত্তম। খোঁপা বা লোটন মাথার উপরে বাঁধা অবৈধ। পিছন দিকে ঘাড়ের উপর যদি কাপড়ের উপর তার উচ্চতা ও আকার নজরে আসে তবে তাও বৈধ নয়। মহিলার চুল বেশি বা লম্বা আছে– একথা যেন পরপুরুষে আন্দাজ না করতে পারে। যেহেতু নারীর সুকেশ এক সৌন্দর্য; যা কোন প্রকারে বেগানার সামনে প্রকাশ করা হারাম।
(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮৩০, ফাতাওয়াল মারআহ ৯৪ পৃঃ)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমার শেষ যামানার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে যারা ঘরের মত জিন (মোটর গাড়ি)তে সওয়ার হতে মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে নামায পড়তে আসবে)। আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উঁটের কুঁজের মতো (খোঁপা) হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর। কারণ, তারা অভিশপ্তা!" (মুসনাদ আহমদ ২/২২৩, ইবনে হিব্বান, সহীহ, ত্বাবরানী, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৬৮৩ নং)

এ ভবিষ্যৎবাণী যে কত সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না!

মাথার ঝরে-পরা কেশ মাটিতে পুঁতে ফেলা উত্তম। যেহেতু মহিলার চুল উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ হলে তা যুবকদের মন কাড়ে। উপরন্তু ঐ চুল নিয়ে যাদুও করা যায়। তাই যেখানে-সেখানে না ফেলাই উচিত। (ফাতওয়াল মারআহ ৯৯ পৃঃ)

মহিলার চুল ও কেশদাম অমূল্য সম্পদ, তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।

মহিলারা চুলে খেযাব বা কলফ ব্যবহার করতে পারে। তবে কালো রঙের কলফ ব্যবহার হারাম। বাদামী, সোনালী, লালচে প্রভৃতি কলফ দিয়ে রাঙাতে পারে। তবে তাতে যেন কোনো হিরোইন বা কাফের নারীর অনুকরণ বা বেশধারণ উদ্দেশ্য না হয়।
(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ২৫ পৃঃ, তামবীহাতুল মু'মিনাত ৩০ পৃঃ)

সৌন্দর্যের জন্য সামনের কিছু চুল ছাঁটা অবৈধ নয়। তবে কোনো হিরোইন বা কাফের মহিলাদের অনুকরণ করে তাদের মতো অথবা পুরুষদের মতো করে ছেঁটে 'সাধনা-কাট' বা 'হিপ্পি-কাট' ইত্যাদি হারাম।
(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮২৬-৮৩১, ফাতওয়াল মারআহ ১০৭-১১১ পৃঃ)

তাছাড়া সুদীর্ঘ কেশদাম সুকেশিনীর এক মনোভোলা সৌন্দর্য, যা ছেঁটে নষ্ট না করাই উত্তম। (ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৫১২-৫১৫)

স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে— অর্থের অপচয় না হলে— মেশিন দ্বারা চুল কুঁচকানো বা থাকথাক করা বৈধ। (ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮২৯) তবে তা কোনো পুরুষ সেলুনে অবশ্যই নয়। মহিলা সেলুনে মহিলার নিকট এসব বৈধ। তবে গুপ্তাঙ্গের লোমাদি (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে) পরিষ্কার করতে কোনো মহিলার কাছেও লজ্জাস্থান খোলা বৈধ নয়।
(আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ, লিনিসাইল উম্মাহ ১৩ পৃঃ, ইলা রাব্বাতিল খুদূর ১০৩ পৃঃ)

কৃত্রিম চুল বা পরচুলা (টেসেল) আদি কেশ বেশি দেখাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হারাম, স্বামী চাইলেও তা মাথায় লাগানো যাবে না। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, 'যে নারী তার মাথায় এমন চুল বাড়তি লাগায় যা তার মাথার নয়, সে তার মাথায় জালিয়াতি সংযোগ করে। (সহীহ আল-জামিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ২৭০৫ নং)

যে মেয়েরা মাথায় পরচুলা লাগিয়ে বড় খোঁপা প্রদর্শন করে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

(সহীহ আল-জামিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫১০৪ নং, ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮২৯)

অবশ্য কোন মহিলার মাথায় যদি আদৌ চুল না থাকে তবে ঐ ত্রুটি ঢাকার জন্য তার পক্ষে পরচুলা ব্যবহার বৈধ।

(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮৩৬), ফাতাহওয়াল মারআহ ৮৩ পৃঃ)

ভ্রূ চেঁছে সরু চাঁদের মতো করে সৌন্দর্য আনয়ন বৈধ নয়। স্বামী চাইলেও নয়। যেহেতু ভ্রূ ছেঁড়া বা চাঁছাতে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা হয়; যাতে তাঁর অনুমতি নেই। তাছাড়া নবী ﷺ এমন মেয়েদেরকেও অভিশাপ করেছেন।

(সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫১০৪ নং, ফাতাওয়াল মারআহ ৭২,৯৪ পৃঃ)

অনুরূপ কপাল চেঁছেও সৌন্দর্য আনা অবৈধ। (আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬/৬৯২)

মহিলার গালে বা ওষ্ঠের উপরে পুরুষের দাড়ি-মোচের মতো দু-একটা বা ততোধিক লোম থাকলে তা তুলে ফেলায় দোষ নেই। কারণ, বিকৃত অঙ্গে স্বাভাবিক আকৃতি ও শ্রী ফিরিয়ে আনতে শরীয়তের অনুমতি আছে।

(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৮৩২, ফাতাওয়াল মারআহ ৯৪ পৃঃ)

নাক ফুঁড়িয়ে তাতে কোনো অলঙ্কার ব্যবহার বৈধ। (ফাতওয়াল মারআহ ৮২ পৃঃ)

দেগে মুখে হাতে নক্সা করা বৈধ নয়। এরূপ দেগে নক্সা যে বানিয়ে দেয় এবং যার জন্য বানানো হয় উভয়কেই নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।

(সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫১০৪ নং, তামবীহাতুল মু'মিনাত ২৯ পৃঃ)

স্বামীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণের জন্য ঠোঁট-পালিশ, গাল-পালিশ প্রভৃতি অঙ্গরাগ ব্যবহার বৈধ; যদি তাতে কোন প্রকার হারাম বা ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রিত না থাকে। (ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন-২/৮২৯)

দাঁত ঘষে ফাঁক-ফাঁক করে চিরনদাঁদের রূপ আনা বৈধ নয়। এমন নারীও নবী ﷺ এর মুখে অভিশপ্তা। (সহীহুল জামে ৫১০৪ নং, আদাবুয যিফাফ-২০৩ পৃ.)

অবশ্য কোনো দাঁত অস্বাভাবিক ও অশোভনীয় রূপে বাঁকা বা অতিরিক্ত (কুকুরদাঁত) থাকলে ঠিক করা বা তুলে ফেলা বৈধ।

(তামবীহাতুল মু'মিনাত ২৮ পৃ. ফাতাওয়াল মারআহ-৯৪ পৃ.)

নখ কেটে ফেলা মানুষের এক প্রকৃতিগত রীতি। প্রতি সপ্তাহে একবার না পারলেও ৪০ দিনের ভিতর কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু এই প্রকৃতির বিপরীত করে কতক মহিলা নখ লম্বা করার সৌন্দর্য আছে মনে করে। নিছক পাশ্চাত্যের মহিলাদের অনুকরণে অসভ্য লম্বা ধারালো নখে নখ-পালিশ লাগিয়ে বন্য সুন্দরী সাজে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে সেই জাতির দলভুক্ত।"

(আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ, আদাবুয যিফাফ-২০৫ পৃ.)

নখে নখপালিশ ব্যবহার অবৈধ নয়, তবে ওযুর পূর্বে তুলে ফেলতে হবে। নচেৎ ওযু হবে না। (ইলা রাব্বাতিল খুদূর-১০১ পৃ.)

অবশ্য এর জন্য উত্তম সময় হলো মাসিকের কয়েক দিন। তবে গোসলের পূর্বে অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে।

মহিলাদের চুলে, হাতে ও পায়ে মেহেন্দী ব্যবহার মাসিকাবস্থাতেও বৈধ; বরং মহিলাদের নখ সর্বদা মেহেদি দ্বারা রাঙ্গিয়ে রাখাই উত্তম।

(আবু দাউদ, মিশকাতুল মাসাবীহ-৪৪৬৭ নং)

এতে এবং অনুরূপ আলতাতে পানি আটকায় না। সুতরাং না তুলে ওযু গোসল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়াল মারআহ-২৬ পৃ.)

রঙ ব্যবহার পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য চুল-দাড়িতে কলফ লাগাতে পারে; তবে কালো রং নয়।

পায়ে নুপূর পরা বৈধ যদি তাতে বাজনা না থাকে। বাজনা থাকলে বাইরে যাওয়া অথবা বেগানার সামনে শব্দ করে চলা হারাম। কেবল স্বামী বা এগানার সামনে বাজনাদার নুপুর বা তোড়া আদি ব্যবহার দোষের নয়। (ফাতাওয়াল মারআহ-৮০ পৃ.)

অতিরিক্ত উঁচু সরু হিল-তোলা জুতা ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ এতে নারীর চলনে এমন ভঙ্গি সৃষ্টি হয় যা দৃষ্টি-আকর্ষী; এতে পুরুষ প্রলুব্ধ হয়। তাছাড়া এতে আছাড় খেয়ে বিপদগ্রস্ত বা লাঞ্ছিতা হওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

(ইলা রাব্বাতিল খুদূর-৮৬ পৃ.)

স্বামীর জন্য নিজেকে সর্বদা সুরভিত করে রাখায় নারীত্বের এক আনন্দ আছে। ভালোবাসায় যাতে ঘৃণা না ধরে; বরং তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয় সে চেষ্টা স্বামী-স্ত্রীর উভয়কেই রাখা উচিত। তবে মহিলা কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বেগানার সামনে যেতে পারবে না। কারণ, তার নিকট থেকে সুগন্ধি যেমন স্বামীর মন ও ধ্যান আকর্ষণ করে সুপ্ত যৌনবাসনা জাগ্রত করে, কামনা প্রজ্বালিত করে ঠিক তেমনি পরপুরুষের মন, ধ্যান, যৌবন প্রভৃতি আকৃষ্ট হয়। তাই তো যারা সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বেগানা পুরুষের সামনে যায় তাদেরকে শরীয়তে 'বেশ্যা' বলা হয়েছে। (মিশকাতুল মাসাবীহ-১০৬৫ নং)

এখানে দৃষ্টি রাখার বিষয় যে, সুগন্ধিতে যেন এলকোহল বা স্পিরিট মিশ্রিত না থাকে; থাকলে তা ব্যবহার (অনেকের নিকট) বৈধ নয়।(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ২০/১৮৫, আল-ফাতাওয়া আল-ইসলামিয়্যাহ-১/২০৩))

কোনো বিকৃত অঙ্গে সৌন্দর্য আনয়নের জন্য অপারেশন বৈধ। কিন্তু ত্রুটিহীন অঙ্গে অধিক সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপাচার করা বৈধ নয়।

(ফাতাওয়াল মারআহ-৯২ পৃ.)

পক্ষান্তরে অতিরিক্ত আঙ্গুল বা মাংস হাতে বা দেহের কোনো অঙ্গে লটকে থাকলে তা কেটে ফেলা বৈধ।

(যীনাতুল মারআতিল মুসলিমাহ, ড. ফাতিমা সিদ্দীক নুজূম: ১২২ পৃ.)

কোনো আঙ্গিক ত্রুটি ঢাকার জন্য কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার দূষণীয় নয়। যেমন, সোনায় বাঁধানো নাক, দাঁত ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন-২/৮৩৩)

সতর্কতার বিষয় যে, অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মহিলামহলে মহিলাদের আপোসে গর্ব করা এবং দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ক্ষণে ক্ষণে 'ড্রেস চেঞ্জ' করা বা অলঙ্কার বদলে পরা বা ডবল সায়া ইত্যাদি পরা ভালো মেয়ের লক্ষণ নয়। গর্ব এমন এক কর্ম যাতে মানুষের সৎ কর্ম ধ্বংস করে দেয়। নবী করীম ﷺ বলেন, "যা ইচ্ছা খাও-পর, তবে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও গর্ব।" (বুখারী)

আল্লাহ তাআলা সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। কিন্তু এতে সময় ও অর্থের অপচয় করা বৈধ নয়। কারণ, তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। উপরন্তু অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।

পক্ষান্তরে, ফুলের সৌরভ ও রূপের গৌরব থাকেও না বেশি দিন।

এক বৃদ্ধার মুখমণ্ডলে ঔজ্জ্বল্য দেখে একজন মহিলা তাকে প্রশ্ন করল, তোমার চেহারায় এ বৃদ্ধ বয়সেও লাবণ্য ফুটছে, রূপ যেন এখনো যুবতীর মতোই আছে। তুমি কোন ক্রিম ব্যবহার কর কী?

বৃদ্ধা সহাস্যে বলল, দুই ঠোঁটে ব্যবহার করি সত্যবাদিতার লিপিষ্টিক, চোখে ব্যবহার করি (হারাম থেকে) অবনত দৃষ্টির কাজল, মুখমণ্ডলে ব্যবহার করি পর্দার ক্রিম ও গোপনীয়তার পাওডার, হাতে ব্যবহার করি পরোপকারিতার ভেজলীন, দেহে ব্যবহার করি ইবাদতের তেল, অন্তরে ব্যবহার করি আল্লাহর প্রেম, মস্তিষ্কে ব্যবহার করি প্রজ্ঞা, আত্মায় ব্যবহার করি আনুগত্য এবং প্রবৃত্তির জন্য ব্যবহার করি ঈমান।

সত্যই কী বৃদ্ধা অমূল্য ক্রীমই না ব্যবহার করে। তাই তো তার চেহারায় ঈমানী লাবণ্য ও জ্যোতি।

মোটকথা দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। তবেই দুনিয়ার শান্তিও আখিরাতে মুক্তি মিলবে।

সমাধান-৪৮

দেনমোহর

বিবাহ এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অন্যের কাছে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত। কিন্তু স্বামীর অধিকার বেশি। তাই স্ত্রীর কর্তব্য অধিক। স্ত্রী তার দেহ-যৌবনসহ স্বামীর বাড়িতে এসে বা সদা ছায়ার মতো স্বামীর পাশে থেকে তার অনুসরণ ও সেবা করে। তাই তো এই চুক্তিতে তাকে এমন কিছু পারিতোষিত প্রদান করতে হয় যাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বন্ধনে আসতে রাজী হয়ে যায়। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং মানুষকে এ বিধান দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ـ

"উল্লেখিত (অবৈধ) নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীগণকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তোমাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে।"

(৪-সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত-২৪)

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ـ

"এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টমনে দিয়ে দাও।"

(৪-সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত-৪)

আর নবী করীম ﷺ বলেন, "সব চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা পূরণ করা জরুরি, তা হলো সেই বস্তু যার দ্বারা তোমরা (স্ত্রীদের) গুপ্তাঙ্গ হালাল করে থাক।" (সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ১৫৪)

সুতরাং স্ত্রীকে তার ঐ প্রদেয় মোহর প্রদান করা ফরয। জমি, জায়গা, অর্থ, অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি মোহর হিসেবে দেয়া যায়। প্রয়োজনে (পাত্রীপক্ষ রাজী হলে) কুরআন শিক্ষাদান, ইসলাম গ্রহণও মোহর হতে পারে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২০২-৩২০৯)

মোহর কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে স্বেচ্ছায় বেশি দেয়া নিন্দনীয় নয়। নবী করীম ﷺ তাঁর কোনো স্ত্রী ও কন্যার মোহর ৪৮০ দিরহাম (১৪২৮ গ্রাম ওজনের রৌপ্যমুদ্রা) এর অধিক ছিল না। (ইরওয়াউল গালীল ১৯২৭)

ফাতেমা (রা)-এর মোহর ছিল একটি লৌহবর্ম।

(সহীহ আবু দাউদ, আল্লামা আলবানী ১৮৬৫, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ১/৮০)

আয়েশা (রা) বলেন, তাঁর মোহর ছিল ৫০০ দিরহাম (১৪৮৭,৫ গ্রাম ওজনের রৌপ্য মুদ্রা)। (সহীহ আবু দাউদ ১৮৫)

তবে কেবল উম্মে হাবীবার মোহর ছিল ৪০০০ দিরহাম (১১৯০০ গ্রাম রৌপ্যমুদ্রা)। অবশ্য এই মোহর বাদশাহ নাজাশী নবী করীম ﷺ এর পক্ষ থেকে আদায় করেছিলেন। (সহীহ আবু দাউদ ১৮৫৪)

মূসা (আ) তাঁর প্রদেয় মোহরের বিনিময়ে শ্বশুরের আট অথবা দশ বছর মজুরি করেছিলেন। (২৮–সূরা সা-দ : আয়াত-২৭)

মোহর হাল্কা হলে বিবাহ সহজসাধ্য হবে; এবং সেটাই বাঞ্ছিত। পক্ষান্তরে পণপ্রথার মতো মোহর অতিরিক্ত বেশি চাওয়াও এক কুপ্রথা।

আমাদের সমাজে মোহর বর্তমানে আভিজাত্যের মাপকাঠি মনে করা হয়। অর্থাৎ যত বেশি দেন মোহর ধরা হবে পাত্রী পক্ষের মর্যাদা ততো বেশি বিবেচিত হয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে স্বামীর সামর্থের অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করার ফলে মোহরের যে মহান উদ্দেশ্যে তা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। আমাদের উচ্চ বিত্তদের ধারণা মোহর যত খুশি ধরা হোক না কেন স্বামী পারলে তা পরিশোধ করবে, না পারলে করবে না। এটা যে একটা ফরয বিষয় তা তাদের নিকট বিবেচ্য বিষয় নয়।এ দিকে পাত্রী পক্ষ কেউ সচেতন হতে হবে।

কেননা মোহর বেশি নির্ধারণ করে তা যদি পরিশোধিত না হয়, তা হলে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলো। পক্ষান্তরে স্বামীর সামর্থের মধ্যে মোহর ধরা হলে এবং তা যদি নগদ পরিশোধ করা হয় তাহলে তাতে স্ত্রীর অধিকার নিশ্চিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় দাম্পত্য জীবনে এই মোহর নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এমনকি সংসার পর্যন্ত ভাঙার উপক্রম হয় এই মোহর নিয়ে। তাই আভিভাবকদের উচিত। এ ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

মোহরের অর্থ কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রাপ্য হক; অভিভাবকের নয়। এতে বিবাহের পরে স্বামীরও কোনো অধিকার নেই। স্ত্রী বৈধভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে খরচ করতে পারে। (ফাতাওয়াল মারআহ ১০৫-১০৯ পৃ.)

অবশ্য স্ত্রী সন্তুষ্ট চিত্তে স্বেচ্ছায় স্বামীকে দিলে তা উভয়ের জন্য বৈধ।
(৪−সূরা আন নিসা : আয়াত-৪)

স্ত্রীকে মোহর না দিয়ে বিবাহ করলে অনেকের নিকট বিবাহ বাতিল।
(ফিকহুস সুন্নাহ-২/১৪৯)

আকদের সময় মোহর নির্ধারিত না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর স্ত্রী সেই মহিলার সমপরিমাণ চলতি মোহরের অধিকারিণী হবে, সে সর্বদিক দিয়ে তারই অনুরূপ। মিলনের পূর্বে স্বামী মারা গেলেও ঐরূপ চলতি মোহর ও মীরাসের হকদার হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ-২/১৪৯-১৫০)

মোহর নির্দিষ্ট না করে বিবাহ হয়ে মিলনের পূর্বেই স্বামী তালাক দিলে স্ত্রী মোহরের হকদার হয় না। তবে তাকে সাধ্যমত অর্থাদি খরচ-পত্র দেয়া অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত-২৩৬)

বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত করে সম্পূর্ণ অথবা কিছু মোহর বাকি রাখা বৈধ। মিলনের পর স্ত্রী সে ঋণ মওকুফ করে দিতে পারে। তা না হলে ঋণ হয়ে তা স্বামীর ঘাড়ে থেকেই যাবে।

মোহর নির্ধারিত করে বা কিছু আদায়ের পর বিবাহ হয়ে মিলনের পূর্বে স্বামী মারা গেলেও স্ত্রী পূর্ণ মোহরের হকদার হবে। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী মোহর ফেরৎ পাবে না। (ফিকহুস সুন্নাহ-২/১৪৮)

মোহর নির্দিষ্ট করে এবং আদায় করে মিলন করার পর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে মোহর ফেরৎ পাবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ـ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ـ

"আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার স্থির করে এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচারণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে" (সূরা আন-নিসা : আয়াত-২০-২১)

মোহর ধার্য হয়ে আদায় না করে মিলনের পূর্বেই তালাক দিলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহবন্ধন সে মাফ করে দেয় তবে সে কথা ভিন্ন। তবে মাফ করে দেয়াটাই আত্মসংযমের নিকটতর। (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৩৭)

মিলনের পূর্বে যদি স্ত্রী নিজের দোষে তালাক পায় অথবা খোলা তালাক নেয় তবে মোহর তো পাবেই না এবং কোনো খরচ-পত্রও না। মোহর আদায় করে থাকলে মিলনের পরেও যদি স্ত্রী খোলা তালাক চায়, তাহলে স্বামীকে তার ঐ প্রদত্ত মোহর ফেরত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ-২/১৫১-১৫২)

কোনো অবৈধ বা অগম্যা নারীর সাথে ভুলক্রমে বিবাহ হয়ে মিলনের পর তার অবৈধতা (যেমন গর্ভ আছে বা দুধ বোন হয় ইত্যাদি।) জানা গেলে ঐ স্ত্রী পূর্ণ মোহরের হকদার হবে। তবে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ওয়াজিব।

(ফিকহুস সুন্নাহ-২/১৪৯)

একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর মোহর সমান হওয়া জরুরি নয়।

(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ-৬/২৬২)

স্ত্রীর মোহরের অর্থ খরচ করে স্বামী যদি তার বিনিময়ে স্ত্রীকে তার সমপরিমাণ জমি বা জায়গা লিখে দেয় তবে তা বৈধ।

(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ-২৫/৪৭)

পক্ষান্তরে অন্যান্য ওয়ারেসীনেরা রাজী না হলে কোনো স্ত্রীর নামে (বা কোনো ওয়ারেসের নামে) অতিরিক্ত কিছু জমি-জায়গা উইল করা বৈধ নয়। কারণ, কোনো ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।

(মিশকাতুল মাসাবীহ ৩০৪৭ নং, ইরঃ ১৬৫৫)

পাত্রীর নিকট থেকে ৫০ হাজার (পণ) নিয়ে ১০ বা ২০ হাজার তাকে মোহর দিলে অথবা নামে মাত্র মোহর বাঁধলে এবং আদায়ের নিয়ত না থাকলে অথবা দশ হাজারের দশ টাকা আদায় ও অবশিষ্ট বাকি রেখে আদায়ের নিয়ত না রাখলে; অর্থাৎ স্ত্রীর ঐ প্রাপ্য হক পূর্ণমাত্রায় আদায় করার ইচ্ছা না থাকলে এই ধোকায় বিবাহ হবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য একাজ যে আল্লাহর ফরয আইনের বিরুদ্ধাচরণ তাতে কোনো সংন্দেহ নেই।

প্রকাশ যে, মোহর বিজোড় বাঁধা বা এতে কোনো শুভলক্ষণ আছে মনে করা বিদআত।

اتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ.

(হে মানুষ!) "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া ভিন্ন অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৩)

সমাধান-৪৯

বিলাসিতা

বহু গৃহেই সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার নামে বিলাসিতা এসে পড়েছে। প্রচণ্ড সুখভোগে উন্মত্ত হয়ে, পার্থিব জীবনে ইচ্ছা-শান্তির উপায়-উপকরণ খুঁজে চলেছে মানুষ। মনোহর বিলাস-সামগ্রীতে মানুষ প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। দ্বীন পালনের মাঝে জান্নাত লাভের ভরসা না করে নিজ কর্মের মাঝে স্বরচিত্র স্বর্গের আশা করছে।

তাই তো সৌন্দর্যবহুল কোনো কোনো গৃহে প্রবেশ করলেই ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তিটি স্মরণে আসে। 'নাম ব্যতীত পৃথিবীর কোনো বস্তুই জান্নাতে নেই।'

(সহীহুল জামে ৫৪১০)

জান্নাতে যা আছে, তা তো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। ঘরে যে সমস্ত মনোহারিত্ব, সৌন্দর্য, নকশা ও কারুকার্যতা প্রভৃতি পাওয়া যায় তার উল্লেখ না করে এ বিষয়ে কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ - وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ - وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ -

"কুফরীতে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এ আশঙ্কা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) তিনি দিতেন গৃহের রৌপ্যনির্মিত সোপান ও গৃহদ্বার, বিশ্রামের জন্য পর্যন্ত এবং সৌন্দর্যালঙ্কার। কিন্তু এসব তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। সাবধানী দেন (মুত্তাকী) জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরকালের কল্যাণ।"

(সূরা আয-যুখরুফ : আয়াত-৩৩-৩৫)

সুতরাং পার্থিব জীবনের অধিক সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যাদি তো আল্লাহর তরফ হতে কাফেরদের জন্য প্রদেয়। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে সবটুকু প্রদান করলে অজ্ঞ মানুষ এই ধারণা করবে যে, কাফেরা ঐশ্বর্য পেলে কুফরীতেই ধনলাভ হয়। ধর্ম করলে কাঁদতে হয়। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ও সদয় বলেই তো তাদেরকে এত বিভব প্রদান করেন। অতএব ধর্মে কিছু নেই। ফলে কুফরীতে মানুষ মেতে উঠত।

অথচ বিষয়-সম্পদ তাদেরকে ফিতনার জন্যই দেয়া হয়। তিনি মুসলিমকে ফিতনায় ফেলতে চান না। তিনি মুমিনের জন্য আখেরাতকেই পছন্দ ও নির্ধারিত করে রেখেছেন। তবে পার্থিব সুখভোগ ও সৌন্দর্যকে তাদের জন্য একেবারে অবৈধ করেননি। (সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-৩২)

কিন্তু এতে অতিরঞ্জন করা ও উন্মত্ত হওয়াকে পছন্দ করেননি। তাইতো তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ দেওয়ালে পরদা দেখলে ছিঁড়ে ফেলতেন। (মুসলিম)

দরজায় মূল্যবান সৌন্দর্যখচিত পরদা দেখলে সে ঘরে প্রবেশ করতেন না।

(আহমদ-৫/২২১)

সাহাবায়ে কেরামগণও কোনো বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে প্রবেশ করে যদি সৌন্দর্য ও বাহারের আতিশয্য দেখতেন, তবে সে ঘরে প্রবেশ না করেই ফিরে আসতেন এবং কিছু খেতেন না। (ফতহুল বারী-৯/২৪৯)

মোটকথা, ঘরকে অতিশয় সৌন্দর্য ও বাহারে সুশোভিত করা মাকরূহ অথবা হারাম। কারণ, তাতে অপব্যয় হয় এবং পার্থিব জীবনের উপর চিত্তাকৃষ্ট হয়।

অতএব গৃহস্বামীর উচিত, সর্বদিক বজায় রেখে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। অবশ্য এ কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইসলামে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সুন্দরতা বাঞ্ছিত ও ইঙ্গিত কর্ম। তবে তাতে বাড়াবাড়ি করে অর্থের অপচয় করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দিত অপকর্ম। মুসলিমের যা উচিত তা এই যে, সে পরিবেশকে সুন্দর ও রুচিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য গৃহাঙ্গণ, বহির্বাটি ও বাড়ির বহির্দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। খেয়াল রাখবে, যাতে কোনো প্রকারের আবর্জনা ও ময়লাদি তার ব্যক্তিত্ব ও বাড়িতে কলঙ্ক না এঁকে দেয়। যেহেতু এই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা বাইরের লোকেদের জন্য তার সুন্দর পরিবেশ রচিত বাড়ির শিরোনাম এবং তার ভদ্রতা ও ধর্মনিষ্ঠার অভিব্যক্তি।

পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনা (সম্মুখভাগকে) পরিচ্ছন্ন রাখ। কারণ, সবচেয়ে নোংরা আঙ্গিনা হলো ইয়াহুদীদের আঙ্গিনা। (সহীহুল জামে ৩৯৪১)

অর্থাৎ, বাড়ির সম্মুখভাগকে অপরিষ্কার করে রাখা কোনো মুসলিমের কাজ নয়। সে কাজ হলো ইয়াহুদীর।

বৃক্ষ-রোপণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পরিবেশ-বিজ্ঞানী নবী করীম ﷺ বলেন, "কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোনো গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে যেন তা রোপণ করে ফেলে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ১৪২৪)

নবী করীম ﷺ আরো বলেন, "যে কোনো মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা কোনো ফসল ফলায় আর তা হতে কোনো পাখি, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তার জন্য সদকাহ হবে।" (বুখারী ২৩২০)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি (কারণ ব্যতীত) কোনো কুল গাছ কেটে ফেলবে (যে গাছের নিচে মুসাফির বা পশু-পক্ষী ছায়া গ্রহণ করত), সে ব্যক্তির মাথাকে আল্লাহ সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (আবূ দাউদ-৫২৩৯)

সমাধান-৫০

সমাজ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি ধর্মীয় নীতি

১. وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ

"তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ায় (আত্মসংযম ও কর্তব্যপরায়ণতায়) পরস্পর সাহায্য কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না।"

(সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-২)

২. وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

"মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দান করে। যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ দোয়া করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-৭১)

৩. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

"মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে অন্যায় আক্রমণ করলে তোমরা তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা করবে এবং সুবিচার করবে। যারা ন্যায় বিচার করে, তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।" (সূরা আল হুজরাত : আয়াত-৯)

৪. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

"মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"

(সূরা আল-হুজরাত : আয়াত-১০)

৫. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোনো নারীও যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না; কারো ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী।" (সূরা আল-হুজরাত : আয়াত-১১)

৬. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُ

كُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

“হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান করা হতে দূরে থাক; কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমান (বা ধারণা) করা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না ও একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।” (সূরা আল-হুজরাত : আয়াত-১২)

৭. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। যে অধিক পরহেযগার (আল্লাহভীরু)। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।” (সূরা আল-হুজরাত : আয়াত-১৩)

৮. “সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা, অযথা ধারণা (পোষণ করা) সবচেয়ে বড় মিথ্যা। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করো না, পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধান করো না, রেষারেষি করো না, পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, আল্লাহর বান্দারা ভাই-ভাই হয়ে যাও, যেভাবে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। এক মুসলিম আর এক মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করতে পারে না। তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞাও করতে পারে না। তাকওয়া এখানে (অন্তরে)। কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক

মুসলিমের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম।" (বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ)

৯. "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে অপরকে ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দেয়া হতে বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

১০. "যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় এবং তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে সে মুমিন নয়।" (মিশকাত-৪৯৯১)

১১. "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না সে ব্যক্তি মুমিন নয়।" (ত্বাবরানী, সহীহুল জামে ৫৩৮০)

১২. "প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তুমি (পূর্ণ) মুমিন হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য কর, তাহলে (পূর্ণ) মুসলিম হয়ে যাবে।" (তিরমিযী)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে : নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

১. **বিবাহ সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকা :** বিবাহ হচ্ছে পরবর্তী জীবনের জন্য এক সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার এক বিশেষ কার্যক্রম। সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকা, না জানা, না বুঝা, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ জনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ না করা এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিবাহ কী, সংসার জীবন কেমন, স্বামী-স্ত্রীর কার কী দায়িত্ব, কী কর্তব্য, কী কী কাজ করলে সংসার জীবন সুখী হবে, কী কী কাজ জীবনে দুঃখ ডেকে আনে, পারস্পরিক সম্পর্ক হানি হয় তা অবশ্যই জানা উচিত। তবে তা হতে হবে মার্জিতভাবে। এক্ষেত্রেও সীমালঙ্গন করা যাবে না।

২. **মেয়ে দেখা :** নিজের জীবন সঙ্গী যে হবে তাকে প্রাথমিক দর্শন জানা ইত্যাদি প্রয়োজন। হাদীসেও বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তবুও কেউ কেউ বলেন– আমার মা দেখলে এবং পছন্দ করলেই চলবে। আমার বোন দেখলে, আমার ভগ্নিপতি দেখলেই চলবে। মনে রাখতে হবে **'দেখে বিবাহ করা সুন্নাত'** এবং ব্যক্তির পরিবর্তনে রুচির পরিবর্তন অবশ্যই হয়। আরো মনে রাখতে হবে **"চাচা পিতার মতো"** কিন্তু **'চাচা কোনো দিনই পিতা নন'** সুতরাং যার দেখা তারই দেখে নেয়া উচিত। কাজেই চাচা, ছোট বা বড় ভাই, দুলাভাই ও বন্ধুবান্ধবসহ অন্য গাইরে মুহাররাম কোনো পুরুষের মেয়ে দেখা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়।

৩. **বউ সাজ ও বর সাজ :** বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে কনেকে সাজানোর জন্য অনেকে খুব বেশি অতিরঞ্জিত করেন। যেমন– কনেকে বিউটি পার্লারে নিয়ে সাজিয়ে আনে। বরকে তার হবু শালীরা গোসল দেয়ার নামে অশ্লীল যত কাজ আছে তার প্রায় সবগুলোই করে থাকে। আর কনেকে হবু দেবররাও কম করে না।

৪. **সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা :** আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। তাই আল্লাহ বনি আদমকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ত্বীন : আয়াত-৪) অনেকে সৌন্দর্যকে আরো বাড়ানোর জন্য হারাম উপায়ে তৈরিকৃত প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে। অনেকে আলগা লম্বা চুল ব্যবহার করে। এটা ঠিক নয়। যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

৫. **মহরানা নির্ধারণ :** স্ত্রীকে মহরানা প্রদান করা ফরয তথা আল্লাহর বিধান। কম হোক বেশি হোক বিবাহে মহরানা নির্ধারণ করা এবং স্ত্রীকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া ফরয। বরের অবস্থা অনুসারে সাধ্যমত মহরানা নির্ধারিত হবে এবং স্বামী স্ত্রী সাক্ষাতের (বাসর) পূর্ব পর্যন্ত তা বাকি থাকতে পারে। সাক্ষাতের পরে জীবনব্যাপী তা বাকি রাখার কোন সুযোগ নেই এবং মাফ চাওয়া বা মাফ করে দেয়ারও কোন এখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর নেই। কারণ, ফরয নির্ধারণ করেন আল্লাহ, হ্যাঁ পরিমাণ কম হতে পারে। লক্ষ টাকা মহরানা নির্ধারণ করার মধ্যে সাওয়াব নেই, গুনাহ আছে, দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি আছে।

৬. **বেশি মহরানার উদ্দেশ্য :** যারা বেশি মহরানা নির্ধারণে অতি আগ্রহী তাদের মধ্যে মহরানার বিধান 'ফরয' সম্পর্কে যত না গরজ তার চেয়ে বেশি গরজ মহরানার পরিমাণ বেশি করার প্রতি। উদ্দেশ্য যদি ছাড়াছাড়ি হয় তা হলে বিশাল মহরানার অঙ্ক গুনতে হবে। তা হলে কি মনের অন্ধকার মণি কোঠায় মন্দ কিছুর আশঙ্কা আছে? নিয়াত শুদ্ধ করুন। বিবাহের জন্য বিবাহ করুন। অন্য চিন্তা দূর করুন। সর্বনিকৃষ্ট ঘৃণ্য কাজটির (তালাক) চিন্তা কখনও মাথায় নিবেন না তাহলে সংসারে সুখ হবে।

৭. **নব বধূ দ্বারা অর্থ আয় :** বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ এলাকায় দেখা যায় যে, বিয়ের একদিন বা কয়েকদিন পর নববধূ তার স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা মুরব্বী তাদের পা ছুয়ে মাথা নত করে কদম মুছি করে থাকে। তার ফলে তারা নববধূকে উপহার হিসেবে মোটা অংকের টাকা বা অন্য কিছু দেয়। আবার এটাও দেখা যায় যে, দুলাভাই, বাসরসহ অন্য মুরব্বীরা নববধূকে নিজ হাতে আংটি পড়িয়ে দেয়। যা শরীয়াতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৮. **বসতঘর আলাদাকরণ :** আমাদের দেশে ছেলেদের বিবাহ করানোর পরে পিতার সংসারে যৌথ পরিবারেযুক্ত থাকে কিন্তু বর-কনের জন্য আলাদা ঘর হওয়া উত্তম। অন্তত নিশ্ছিদ্র কক্ষ হওয়া চাই। বিবাহের পরে বর-কনের বাসর যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৯. **বিলম্বে সন্তান গ্রহণ :** আধুনিক দম্পতিরা বিভিন্ন চিন্তায় বিলম্বে সন্তান গ্রহণ করতে চান কিন্তু এটা বিভিন্ন অসুবিধা ও জটিলতা সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে সন্তান গ্রহণে যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা। যেমন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোনো কোনো পদ্ধতি গ্রহণের ফলে স্ত্রীর জরায়ু নষ্ট করে ফেলা, স্বামীর স্বাস্থ্যগত

সমস্যা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। বিলম্বে নেয়া সন্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই মাতা-পিতা বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।

১০. **মেয়ে সন্তানের প্রতি অনীহা :** মাতা-পিতার গুরুত্ব বুঝার ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে তবুও অন্য ধর্মের কোনো কুশিক্ষার কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক মেয়ে সন্তানের প্রতি অনেকের এই ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত। অপরদিকে বিজ্ঞানের ভাষায় xy ও xx থিওরিতে মেয়ে জন্ম হওয়া পুরুষের বিষয়, যদি বলা হয় দুর্বলতা তা হলে স্বামীর দুর্বলতা।

১১. **কম সম্পদের ভয় :** পরিশ্রমে ধন আনে, পুণ্যে আনে সুখ। সুতরাং শ্রম দিতে হবে। মুসলমান মাত্রই তকদীরে বিশ্বাস করে। আর প্রত্যেক সৃষ্টির রিযক তার স্রষ্টা পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। মৃত্যু যেমন অবধারিত প্রাপ্য রিযক সম্পদও তেমনি অবধারিত আসবেই। বরং দুনিয়ার শেষ দিকে মানুষের ধন-সম্পদ অনেক বেশি থাকবে অতএব ঐ ভয় করার কোনো মানে নেই, কারণও নেই। আয়-রোজগার কম। বিবাহ করলে অভাবে পড়তে হবে এ ধরনের আশঙ্কা করা মোটেও ঠিক নয়। বিবাহ করলে মানুষের আয়-রোজগার বেড়ে যায়।

১২. **Brith Control বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ :** কন্ট্রোলের কাজটি যার সৃষ্টি তাঁরই দায়িত্বে। সুতরাং তাঁর উপর ছেড়ে দেয়াই ভালো। তবুও এ বিষয়ে একাধিক বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ না করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত নয়।

১৩. **বিবাহ করে স্ত্রীকে মা-বাবার খেদমতে দিয়ে বিদেশ যাত্রা :** দেশে আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টা না করে জায়গা-জমি পূঁজিপাট্টা বিক্রি করে রঙিন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অনেকেই বিদেশ পাড়ি জমান এবং বিদেশে গিয়ে অদক্ষ-দক্ষ অনেকেই তেমন কোনো সম্মানজনক কাজও হয়ত পান না তবুও বিদেশে যাওয়া চাই এবং সেই সাথে আরেক উপসর্গ সৃষ্টি করে যাওয়া আর তা হলো বিবাহ করে স্ত্রীকে মা-বাবার খেদমতে দিয়ে যাওয়া। এটা কোনো যৌক্তিক কাজ তো নয়ই তাছাড়া শরয়ী দিক থেকেও এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ স্ত্রী যে কোনো সময়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়াতে পারে এবং সে জন্য শুধুই মহিলাকে দোষারোপ করা যায় না।

১৪. **বিদেশে থেকে স্ত্রীর একাউন্টে টাকা জমা করা :** বিদেশে থেকে সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা স্ত্রীর একাউন্টে পাঠানো হয়। এমনকি

অনেকে সমুদয় কামাই স্ত্রীর হিসাব নম্বরে জমা দেন। বেশি টাকার অবৈধ গরমে ততদিনে স্ত্রী পরকিয়ায় মজে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সব নিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধে পরে টাকার সাথে নিজের জীবনও যাওয়ার উপক্রম হয়। এ জন্য যৌথ একাউন্ট থাকলে সমস্যা খুব বেশি হবে না।

১৫. **বিলম্বে বিবাহ :** পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে কেউ কেউ বিলম্বে বিবাহ করেন। এটা পুরুষদের জন্য ক্ষতিকর এ জন্য যে, ছেলে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই নিজের বার্ধক্য এসে যায় এবং মহিলাদের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন কারণে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সময় পার হয়ে গেলে পছন্দমত বর পাওয়া যায় না। পরিশেষে সমতার দিক রক্ষা করা যায় না এবং এটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনেরও অসমতা সৃষ্টি করে।

১৬. **উভয়ের আত্মীয়কে মূল্যায়ন করা :** যেহেতু স্বামী-স্ত্রী মিলেই সংসার। অপর দিকে যেহেতু প্রত্যেকেরই আত্মীয়-স্বজন আছে এবং তাদেরও ন্যায্য দাবি আছে সুতরাং প্রত্যেকের ন্যায্য পাওনার দিকে ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিত। কারও জন্য আয়োজন এমন না হয় যা অপরের তুলনায় আপত্তিকর।

১৭. **স্ত্রীর গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ :** রাসূল ﷺ হেরা গুহা থেকে প্রথম ওহী প্রাপ্ত হয়ে কম্পমান অবস্থায় স্ত্রী খাদীজা (রা)-এর কাছে আসলে তিনি মহানবী ﷺ-কে অভয় দিলেন এবং নিজ চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সুন্দর দিক নির্দেশনা পেলেন, সাহস পেলেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সুন্দর পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে নিবেন মনে রাখতে হবে "উপস্থিত বুদ্ধি মহিলাদের বেশি থাকে"।

১৮. **দম্পতি একে অপরকে অবজ্ঞা না করা :** সত্য কৌতুক সুন্নাত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে কোনোভাবে অবজ্ঞা করা উচিত নয় বরং যেখানে যার দুর্বলতা আছে সতর্কতার সাথে তা এড়িয়ে থাকলে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের মহিলারা একটা জায়গায় বড্ড বেশি ভুল করে। আর তাহলো স্বামীকে অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞাবশত বলে "আমি বলে তোমার সংসার করলাম অন্য কেউ হলে তোমার সাথে সংসার করত না। পারলে আরেকটা বিয়ে করে দেখো কে কত দিন তোমার সংসার করে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বামী জিদের বশবর্তী হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে। তখন সংসারে অশান্তি নেমে আসে। তাই এ ব্যাপারে মহিলাদের সতর্ক থাকা উচিত।

১৯. **স্ত্রীকে শূন্য হাতে রাখা :** স্ত্রীর হক তাকে না দেয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্ত্রী খালি হাতে থাকে। প্রথমতঃ তার মহরানার টাকা তার হাতে দিলে এবং তা থেকে আয়ের ব্যবস্থা থাকলে স্ত্রীর আলাদা কিছু সম্পদ জমা হতো এবং তা থেকে স্ত্রী যেমন নিজের চাহিদা মতো ব্যবহার করতে পারত তেমনি স্বামীও প্রয়োজনমত স্ত্রীর থেকে ধার-কর্জ নিয়ে উপকৃত হতে পারত। বাইরে ধারের জন্য হাত পাততে হতো না।

২০. **সামর্থ থাকার পরও একা হজ্জ্ব করা :** আমাদের দেশে সংসারের উপার্জন একক ব্যক্তি স্বামীর হাতে পরিচালিত হয় অথচ উপার্জনে বড় সহযোগিতা থাকে স্ত্রীর। এমতাবস্থায় আল্লাহর ফরয হজ্জ্ব আদায়ের সময়ে স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে হজ্জ্ব করা উচিত।

২১. **পরস্পর হাদিয়া দেয়া :** স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বিভিন্ন উপলক্ষে উপহার লেন-দেন করতে পারেন। হোক তা স্বল্প মূল্যের তবুও তা পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

২২. **বড় মাছ ও খাসির মাথা স্ত্রীগণও পেতে পারেন :** খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম খাবারের প্রতি সকলেরই কমবেশি আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করতে করতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, মেয়েরা বড় মাছ ও খাসির মাথা খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। এগুলো যেন পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। মহিলাগণ লেজ অথবা যা পরিত্যাক্ত যদি থাকে তার জন্য অপেক্ষা করবে এটা ইনসাফ নয়। অভাব অনটনের সংসারে অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী না খেয়ে সব খাবার স্বামীর সামনে উপস্থাপন করে। অনেক অবিবেচক স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ খবর না নিয়ে নিজে পুরোটাই সাবাড় করে এটা কিছুতেই উচিত নয়। এতে স্ত্রী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে কষ্ট পেয়ে থাকে। তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

২৩. **নিজে ইসলামী আন্দোলনে শরীক কিন্তু স্ত্রীর নয় :** দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সকল ফরযের বড় ফরয। (সূরা শূরা, আয়াত-১৩) এ ফরয আদায়ের আন্দোলনে যার যার অবস্থান থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং নিজে আন্দোলন নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকলেও অনেকে স্বীয় স্ত্রীকে এ কাজে ব্যাপৃত করতে চান না। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।

২৪. **ইসলামের মৌলিক শিক্ষা চর্চা :** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার চর্চা থাকা উচিত। এ জন্য বই পত্র অত্যন্ত সহায়ক। এ ছাড়া আলোচনার মাধ্যমে ঈমান, ইসলাম, সালাত, যাকাত, হজ্জ্ব, সাওম, হালাল, হারাম, মাকরূহ, শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যেকের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত। এ জন্য মাঝে মধ্যে অভিজ্ঞ আলিম নিজ ঘরে এনে তা'লীমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২৫. **সন্তানদের লুকমান (আ)-এর শিক্ষা প্রদান :** লুকমান হাকীম (আ)-এর উপদেশ সন্তানদের জন্য ফরয তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা সে উপদেশ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। সূরা লুকমান আয়াত ১৩-১৯সহ অন্যান্য শিক্ষামূলক কাহিনীগুলো সন্তানদের মাঝে গল্প আকারে বলা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা ও দোয়া-কালাম শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে রাখা উচিত।

২৬. **টিভি কন্ট্রোল করা :** টিভিতে যদি সারা দুনিয়ার সব চ্যানেলের লাইন দেয়াও থাকে তবুও দ্বীনের কথা চিন্তা করে তার কতগুলো লাইন আপনি লাইনম্যানদের মাধ্যমে বন্ধ করে দিতে পারেন। এটা উপকারী। তবে বাংলা পিস টিভি এবং সৌদী আরবের আল মুবাশিরা টিভি আপনি ২৪ ঘণ্টাও দেখতে পারেন যদি আপনার হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে এছাড়াও দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভিতে অনেক শিক্ষামূলক ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

২৭. **সন্তানদের উপস্থিতিতে ঝগড়া বিবাদ না করা :** সংসারে চলতে গেলে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া বিবাদ হতে পারে কিন্তু তা সন্তানদের সামনে হওয়া আরো খারাপ, এটা পরিহার করা উচিত। ঝগড়া যদি করতেই হয় তাহলে সন্তানদের অনুপস্থিতিতে করতে হবে।

২৮. **সন্তানদের চাহিদা পূরণে অহেতুক বিলম্ব :** স্ত্রী সন্তানদের প্রয়োজনে খরচ করা সাওয়াবের কাজ। সাধ্যমত প্রত্যেকেই এ কাজে এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু কখনও দেখা যায় এ ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব যা সন্তানদের অবজ্ঞার শামিল। কখনও এ কাজ তাদের মধ্যে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ জন্য বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার।

২৯. **বড় হলে, বুঝলে ছেলেমেয়েরা অন্যায় করবে না :** ছোট বেলায় অন্যায় কাজ করলে, আদবের খেলাপ কাজ করলে কোনো কোনো অভিভাবক

বলেন, ছোট তো বুঝে না, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। আসলে সময়মত আদব-কায়দা না শিখালে বড় হলেও ঠিক না হয়ে "আপনাকেও ঠিক করে দিতে পারে" অতএব, সাধু সাবধান!

৩০. **প্রয়োজনীয় বাজার নিয়মিত করা :** সংসারের প্রয়োজনীয় বাজার সময়মত করে দিলে রান্না-বান্নায় বিড়ম্বনা হয় না। "সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়" কথাটা জানার পরেও আমাদের অসতর্ক থাকা উচিত না।

৩১. **স্বামীকে খাবার দিতে হাড়িশুদ্ধ সামনে না দেয়া :** খাবার বিতরণের দায়িত্বে যেহেতু মহিলাগণ থাকেন সুতরাং তিনি জানেন সদস্য কত এবং কে কত পরিমাণ খেতে পারবেন। তরকারীর স্বাদ ভালো হলে কর্তা যদি হাড়িশুদ্ধ খেয়ে ফেলেন তবে পরিশেষে অন্য সদস্যকে অভুক্ত থাকতে হতে পারে। বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

৩২. **বোনসহ অন্য অংশীদারদের অংশ না দেয়া :** অংশীদারের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত-ফরয, এর মধ্যে কম-বেশি করা, না দেয়া, ঠকানো, বিলম্ব করা কোনোটাই পাপমুক্ত নয়; বরং অংশীদারের অংশ না দিলে তার জন্য অবধারিত 'জাহান্নাম' (সূরা নিসা-আয়াত ১৪, হাদীস তিরমিযীসহ অনেক) নির্ধারিত অংশ না নেয়াও পাপ এবং গ্রহণপূর্বক দান করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

অংশীদারদের তাদের অংশ বুঝিয়ে না দেয়া, দাবি করে আদায় করে নিলে সম্পর্ক ছিন্ন করা উভয়টি কঠিন অপরাধ এবং জান্নাত বাতিল হয়ে জাহান্নাম অবধারিত হওয়ার অন্যতম কারণ। আমরা এ অপরাধ থেকে যেন অবশ্য বিরত থাকি।

৩৩. **মাদুমুল মিরাস :** পিতা মারা গেলে দাদার থেকে অসহায় নাতি-নাতনী (পৌত্র-পৌত্রী) দাদার আলাদা আলাদা নেক নজর পেতে পারে কিন্তু তাকে মৌলিকভাবে পিতার থেকেই মালিক হতে হবে। অথচ এ ক্ষেত্রে অনেক দাদার অবজ্ঞা যেমন দেখা যায় পক্ষান্তরে কোনো কোনো পৌত্র-পৌত্রী দাদার দয়া-দাক্ষিণ্য গ্রহণের পরে আবার ইসলাম বিরোধী কোনো আইনের বলে ২য় দফা দাদার সম্পত্তিতে ভাগ বসায়, উভয়টিই খারাপ।

৩৪. **বাপের বাড়ি থেকে শুধু আনা :** প্রত্যেক মা-বাবাই চান তার মেয়ে সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক। সে জন্য মেয়ের সাথে তার শ্বশুর বাড়ির জন্য

কমবেশি হাদিয়া দিয়ে থাকেন কিন্তু আত্মীয়তার সুবাদে ঐ দিক থেকে যদি কিছু না আসে তা হলে এটা একতরফা হয়ে যায় যা দিনে দিনে মনস্তাত্তিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করে।

৩৫. **বাপের বাড়িতে শুধু পাঠানো :** কোনো কোনো কুলবধূ আছেন এমন যারা স্বামীর বাড়ি থেকে পিপিলিকার মতো এটা ওটা টানতে থাকেন। এভাবে চললে স্বামী বেচারা সংসারটা সহজে দাঁড় করাতে পারবে কেমন করে? পারস্পরিক সমঝোতা ছাড়া গোপনে এ কাজ করা মোটেও উচিত নয়। মনে রাখতে হবে সংসার স্ত্রীর কাছে আমানত। যদি তার সে ঝুড়ির তলা ছিদ্র থাকে তা কখনও ভর্তি করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুমতি দান করুন। আমীন!

৩৬. **শালদুধ খাওয়ানো :** মানব সৃষ্টির অনেক পূর্বেই আল্লাহ তার রিযকের ব্যবস্থা করেছেন (৫০ হাজার বছর পূর্বে)। সুতরাং কাকে কখন কোথা থেকে খাদ্য দেয়া হবে তা তিনিই ভালো জানেন। এখন তো এটা প্রমাণিত সত্য যে, শাল দুধ সন্তানের জন্য ঐ সময়ে দুনিয়ার সকল খাদ্যের চেয়ে উপযুক্ত। বরং এখন চিকিৎসকদের শ্লোগান হচ্ছে "মায়ের দুধের চেয়ে উত্তম কোনো খাদ্য নেই, মায়ের দুধের সমান কোনো খাদ্য নেই, মায়ের দুধের বিকল্প নেই। অধিকন্তু বুকের দুধ সন্তানকে (২ বছর) খাওয়ালে ব্রেস্ট ক্যান্সারের আশঙ্কা থাকে না।

৩৭. **তালাক :** তালাক ইসলামের সর্বনিকৃষ্ট একটি ব্যবস্থা। কেবলমাত্র চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবেই তালাক হতে পারে। যে পদ্ধতিতে বিবাহ হয়েছিল তালাকও সে পদ্ধতিতে ধীর গতিতে হওয়া উচিত। মনোমালিন্য হওয়া মাত্রই তালাক, অপবিত্র অবস্থায় তালাক-এ গুলো মোটেই ঠিক নয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ফরয। না জেনে না শুনে কথায় কথায় তালাক আবার শালিসি দরবার করে স্ত্রী ঘরে অথবা অবৈধ হিলার নামে ব্যভিচার সমাজকে একেবারে নোংরা করে দিচ্ছে। যা অন্যতম কবিরা গুনাহ।

৩৮. **পর্দা :** স্বামী-স্ত্রী (পুরুষ-মহিলা) সকলের জন্য পর্দা ফরয। বেপর্দা নারী পুরুষ জান্নাতে যাবে না। নির্দিষ্ট কিছু লোকের সাথে নামকা ওয়াস্তে পর্দা কোনো পর্দাই নয়। ফেরিওয়ালা, চুরীওয়ালা বাড়িতে এলে সকলে গোলদিয়ে তার চারপাশে বসে কেনাকাটায় কোনো অসুবিধা বোধ না করলেও ইমাম সাহেবকে দেখলেই শুধু পর্দা করা কোনো পর্দার মধ্যে পড়ে না।

৩৯. **আযান, নাম ও আকীকা :** জন্মের পরে নবজাতকের কানে আযান দেয়া সুন্নাত। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখা যায় ছেলে হলে বাড়ির দরজায় আযান দেয়া হয় এবং মেয়ে হলে পুরুষ লোক না পেয়ে মহিলাগণই আযান দেয়। এটা দুঃখজনক। ৭ দিন বা ২১ দিনে সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখবে। মাথা মুণ্ডিয়ে চুলের ওজনে রূপ্য সদকা করা খুবই সওয়াবের কাজ। ছেলের জন্য ২টি ছাগল এবং মেয়ে জন্য ১টি ছাগল আকীকা দেয়া সন্তানের জীবনের সাথে জড়িত সুন্নাত। আমাদের অনেকে কুরবানীর সাথে আকীকা দিয়ে থাকে, এটা ঠিক নয়। আকীকা আলাদা দিতে হবে। সন্তানের একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা চাই।

৪০. **শিরক বিদআতের ছড়াছড়ি :** সন্তানাদী না হলে অনেককে দেখা যায় নির্দিষ্ট কিছু মাজার বা দরবারে গিয়ে ঐখানে মান্নত করে গরু, খাসী, দুম্বাসহ অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করে। যেমন– ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী যারা আছে তারা হুজুর সায়েদাবাদ, আরামবাগ, গোলাপশাহ এর মাজার ও হযরত শাহ আলীর মাজার। সিলেটবাসীর অনেকে শাহজালাল (রহ)-এর মাজারে, চট্টগ্রাম বাসীর অনেকে শাহপরান ও বায়জিদ বোস্তামী (রহ)-এর মাজারে, দক্ষিণ বাংলার অনেকে খাঁন জাহান আলীর মাজার ও পটুয়াখালীর ইয়ারুদ্দীন খলিফা এর মাজার এবং উত্তর বাংলার অনেকে শাহ মাখদুম, পাবনার এনায়েতপুরসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জানা-অজানা আরো অনেক মাজার ও দরগা আছে সেখানে গিয়ে সন্তান প্রার্থনা করে। যা সুস্পষ্ট শিরক। সন্তান দেয়া না দেয়া একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার। যেখান থেকে শিরক ও বিদআত আমদানি করা হয়। ভালো ও নেক সন্তানের জন্য নবী-রাসূলগণ যেভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন সে রকম আমাদেরকেও তাওহীদী পন্থায় রাতের গভীরে আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে হবে।

লেখক, গবেষক ও মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৫.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৬.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
৮.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ্ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	
৯.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১০.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১১.	সহীহ মুকসুদুল মুকমিনীন	৪০০
১২.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন	৪০০
১৩.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৪.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৫.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৬.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৭.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৮.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় – আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
১৯.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২১.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২২.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৩.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৪.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৫.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৬.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
২৮.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
২৯.	দোয়া কবুলের পূর্বশত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩০.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩১.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন – ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩২.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৩.	ফাজায়েলে আমল	
৩৪.	কবিরা গুনাহ্	
৩৫.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq@yahoo.com